

R-451

Micro

চণ্ডকৌশিক,

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সংস্কৃত-প্রথম কোষ

কলিকাতা

B/13

4368

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Micro

comp

২ ১/

চণ্ডকৌশিক ।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-কর্তৃক
অনুবাদিত ।

কলিকাতা ।

২৫।১ নং ষ্ট্রট্‌স্ লেন, ভারতমিহির বস্ত্রে,

সান্তাল এণ্ড কোম্পানির দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

১৩০৮

মূল্য ৮০ আনা ।

A.B.A.

Acc. No 85/2

Date 20.4.94

Item No 13/134368

Don. by

পাত্রগণ ।

পুরুষবর্গ ।

ক ।
চন্দ্র ।

নিম্বা ।

ধ ।

কণ্ডাল ও কাপালিক-বেশধারী)

ও বটু ।

—হরিশ্চন্দ্রের বালক পুত্র ।

(শিবের অম্বুচর)

মথি, বেতাল ও অম্বুচর পত্নীতি ।

স্ত্রীবর্গ ।

হরিশ্চন্দ্রের মহিষী ।

—ঠেণব্যার দাসী ।

—প্রতীহারী ।

フ

बान्दी ।

অপিচ :-

“নয়নে অরুণ-রক্ত ললাটে ক্রকৃটি-ভঙ্গ
অধরেতে ঈষৎ ক্ষুরণ ।
হৃদয়ি ! ও-মুখ-শোভা স্নান করে শশি-প্রভা ;
—নান ভাঙি কিবা প্রয়োজন ?

মানিনি লো ! তব কোপ বরঞ্চ বদ্ধিত হোক্”

—কহে হাসি’ এইরূপ শিব ।

দেবী তাহে ছুট-মন শিবে করে আলিঙ্গন,

—এতে হোক্ তোমাদের শুভ ॥

যোগানন্দ মন্দীভূত, গৌরী-মুখ-দরশনে

বিলাস-উল্লাস ।

কভু ভয়ে উৎকণ্ঠিত, চিত্তের বিকারে কভু,

মুছ মন্দ হাস ॥

ধনু আকর্ষিলে স্মর, দগধ করিয়া তারে

করণায় বিগলিত মন ;

রত্নির ক্রন্দন শুনি’, নেত্র হতে বারি-ধারা

অজস্র হয়গো বরিষণ ;

—এ হেন শঙ্কুর দৃষ্টি তরল সে অশ্রুজলে

তোমাদের করুক রক্ষণ ॥

নান্দীর পর সূত্রধার ।

সূত্রধার ।—অতি বাহুল্যে প্রয়োজন নাই । যে রাজসিংহ ছুট অমাত্য-

দের অসংখ্য কুট-বুদ্ধি-জাল সবেগে অতিক্রম করেন ; যার এক

ক্রকটী-ইঙ্গিতে ক্ষুদ্র শত্রুরূপ অসংখ্য কণ্টক সমূলে নিশ্চূলিত হয় ;

যার ভুজ-দণ্ডরূপ মন্দরে মস্থিত হয়ে সমর-সাগর হতে রাজলক্ষ্মী

সমুখিত হয়, এবং সমুখিত হয়ে স্বয়ং থাকে পতিত্বে বরণ করে ;

—তঁার যশো-গাথা পুরাবেত্তাগণ এইরূপ কীর্তন করেন :—

স্বভাবত স্নহকোষ গভীর চাণক্য-নীতি

করিয়া আশ্রয়,

মন্দগণে পরাভবি’

চন্দ্রশুভ পুষ্পপুর

করেন বিজয় ।

চণ্ডকৌশিক ।

কর্ণাট-প্রদেশে আজি করিতেছে আধিপত্য
 সেই নন্দ কুলোদ্ভব
 কোন এক নন্দ ;
 তাহার নিধন-তরে চক্রগুপ্ত হয়ে পুন
 আসে রাজা “মহীপাল”
 নাহি কোন সন্দ ।

সেই মহারাজ মহীপাল আমাকে আজ্ঞা করেছেন—

পারিপাশ্বিকের প্রবেশ ।

পারি।—মহাশয় ! সেই রাজা কি আজ্ঞা করেছেন ?

রাজ।—এই আজ্ঞা করেছেন ;—“প্রসিদ্ধ বিজয়-প্রকোষ্ঠের প্রপৌত্র
 কবির ক্ষেমীর্ষরের কৃত চণ্ডকৌশিক নামক অভিনব নাটক তোমরা
 অভিনয় কর ।” সেই প্রসিদ্ধ কবি, নাট্য-বেদ-বিশারদ বিদ্যা-কলা-
 বিৎ লোক-ব্যবহারজ্ঞ সভাসদদের এইরূপ বলেছেন :—

একেবারে দোষ-শূন্য কিম্বা গুণ-বিবর্জিত
 এ জগতে কিছু নাহি হয়গো দর্শন ।
 অতএব বলি শুন, দোষগুলি ঢাকা দিয়া
 গুণগুলি প্রকাশিয়া कह বুধগণ ॥

আজ্ঞা, পারিপাশ্বিক, নটেরা এখনও কেন তবে সঙ্গীতের সহিত
 ভিনয় আরম্ভ কর্চে না ?

পারি।—(সভয়ে অধোমুখ হইয়া) সেই গ্রহণের সময় যে দ্বিজবরকে
 দক্ষিণা দেবেন বলে’ আপনি প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, তিনি তা’
 না পাওয়ায় এখন সেই নিমিত্ত অত্যন্ত কুপিত হয়ে আছেন ।
 আর এইজন্য নটেরাও অত্যন্ত ভাবিত হয়ে পড়েচে ।

।—(ভীত ও চিন্তিত হইয়া পরে সহর্ষে) দেখ মারিষ !

বিদু।—আমার তো মনে হয়, দেবী রাগ করবেন ।

রাজা।—তাই বটে, কোন সন্দেহই নেই । দেবীর কোপের কারণও
যথেষ্ট আছে ।

“সচিবেরা ইহা করে কি

রাজকার্য্যে রাখিল ধরিয়া ?

অথবা সে সখাদের

সখা-রসে গেল কি মজিয়া ?

কিছু বুঝি গিয়াছে সে

অন্য কোন প্রিয়া-সন্নিধানে

—তাই বুঝি ধৃত্ত এবে

নাহি আসে আমার এখানে ।”

—এইরূপ প্রিয়া মোর কোপ-কষায়িত নেত্রে

গলিতাশ্র-ধৌত-আননে

নিশ্বসিয়া মুহুমুহ, আমারে বঞ্চক বলি’

কত কি ভাবিছে মনে মনে ॥

অপিচ :—

বেশ-ভূষা করি রঙ্গে যাপিল প্রদোষ-কাল

হয়ে অতি উৎসুক-অন্তর ।

তার পর চাহি’ চাহি’ আমার পথের পানে

কাটাইল দ্বিতীয় প্রহর ।

“সে শঠ না এল” বলি’ বিহ্বল হইয়া করি’

অশ্রু বিসর্জন,

বেশ-ভূষা তেয়াগিয়া শয্যোপান্তে করি’ মুহ

পার্শ্ব-বিবর্তন,

মিলনে হতাশ হয়ে, নিশা-শেষ কোনরূপে,
করিল বাপন ॥

(চিন্তা করিয়া) আহা ! নিশ্চয় সে নতজ্ঞ :—

কেহ আসিতেছে দেখি', মম আগমন-আশে,
বৃথা বাস্তব হয়ে, উঠে অভ্যর্থনা-তরে ;
অমনি গো সখিগণ মুখ ঢাকি' সজোপনে
মুচকিয়া হাসাহাসি করে পরস্পরে ।
তখন সে প্রিয়া মোর তাদের সম্মুখে
লজ্জায় কাতর হয়ে থাকে অধোমুখে ॥

দুঃ—(হস্ত-সহকারে) মহারাজ ! গতাহুশোচনা করে' কেন বৃথা
ক্লেশ পাচ্ছেন ? আশ্রয় আমরা সেখানে গিয়ে দেবীকে প্রসন্ন
করবার চেষ্টা করিগে ।

রাজা ।—তুমি ঠিক বলেছ, এসো তবে সেইখানেই যাওয়া যাক ।

(পরিক্রমণ করিতে করিতে নিঃশ্বাস ফেলিয়া)

কিন্তু এখন দেখা করবার সময় নয়—সে সময় চলে গেছে ; তাই
এখন আমার যেতে কষ্ট বোধ হচ্ছে ।

ছিন্ন-ছিন্ন কথা মোর কহিতেছিল সে যবে
পুনঃ পুনঃ করিয়া যোজনা,
আমার পথের পানে অবিরত ছিল চাহি'
যখন সে হরিণ-নয়না,
ভৃগুমাত্র নড়িলেও আমি আসিতেছি বলি'
করিতেছিল গো কলপনা,
সে সময়ে অলক্ষিতে যাইয়া পশ্চাতে তার
সাদরে গো করিতাম
যদি আলিঙ্গন,

কিষ্ণা এই করদ্বয়ে

নব-নীলাশুজ-নিভ

নেত্র দুটী করিতাম

যদি আবরণ

—তা হলে হইত তাহা

সময়-মতন ॥

বিদু ।—(পরিক্রমণ ও নেপথ্যায়ুখে অবলোকন করিয়া) মহারাজ !

দেখুন দেখুন, চারুমতি দেবীর নিকট সাজসজ্জার সামগ্রী সব এনে

রেখেছে, আর দেবী ঐখানে বসে তার সঙ্গে কি কথা কছেন ।

রাজা ।—(দেখিয়া সহর্ষে) কি আশ্চর্য্য !

কুশাক্ষী প্রেয়সী মোর

শর-গৌর গগুদ্বয়ে

পত্র-লেখা করিয়াছে এবে পরিহার ।

আকর্ণ-বিস্তৃত নেত্রে

নাহিক অঙ্গন আজি,

আলুলিত স্বভাব-কুক্ষিত কেশ-ভার ।

ধূসর ও-বিদ্বাধর ;

আশ্চর্য্য ! তথাপি কিবা

বিমল লাবণ্য,—তবু নাহি অলঙ্কার ॥

দৃশ্য ।—প্রাসাদ-অন্তঃপুর ।

চিস্তিতা শৈব্য ও চারুমতী আসীনা ।

শৈব্য ।—(খেদ-সহকারে) ওলো চারুমতি ! এ সব নিয়ে না ; এ

সব সাজ-সজ্জায় আর কি হবে ? হুঃখ-কষ্টে আমার হৃদয় এখন
জ্বলচে ।

বিদু ।—আহা ! এঁর দেখছি অত্যন্ত কষ্ট হয়েছে ।

রাজা ।—সাধু দেবি সাধু ! তোমার যেরূপ স্বভাব-সুন্দর দেহের গঠন,
তাতে সাজ-সজ্জা তোমার অবহেলার বিষয় হতেই পারে ।

যে তাহুল-রাগ, তব অধর-লোলুপ
যে অঞ্জন, নয়ন-চুষন-উৎসুক,
যে হার চাহে গো তব কণ্ঠ আলিঙ্গন,
তাহাদের সে সমস্ত নিজ প্রয়োজন,
তোমার তাহারা নহে অঙ্গের ভূষণ ॥

দু।—মহারাজ ! আনুন, এইবার নিকটে যাওয়া যাক ।
রাজা—দেখ সখা ! এই খানে লুকিয়ে থেকে ওদের কি গোপনীয়
কথাবার্তা হচ্ছে শোনা যাক । (তথা অবস্থান)
শ্রীমতী।—(নিশ্বাস ফেলিয়া সাক্ষ-নয়নে) দেখ্ চারুমতি ! মহারাজ
প্রথমে আশ্বাস দিয়ে শেষে কিনা আমাদের বঞ্চনা করলেন ? আমার
অদৃষ্টের পায়ে গড় করি—তাকে আর বিশ্বাস নেই ।
রাজা।—ওগো মানিনি !

ভাস্কর যখন হয় জলদে আবৃত
তখন নলিনী যদি হয়গো বঞ্চিত.
সেতো নহে নলিনীর প্রকৃত বঞ্চনা,
তাহুরেও তাহে কেবা দেয় গো গঞ্জন ?

চাকর।—ঠাকুরাণি ! দুঃখ করে' আর কি হবে ? রাজারা যে বহু-বল্লভ
সে তো জানাই আছে ।

বিদু।—(সরোষে) আরে বেটি দাসি ! তার চেয়ে বল্না কেন, রাজারা
বহু কার্য্যে আসক্ত । কেন মিছে মহারাজাকে ওঁর অভিমান ও
তিরস্কারের পাত্র করিস্ বল দিকি ?

রাজা।—সখা ! এতে রাগ করো না । দেখ :—

মান-গ্রহি দৃঢ়রূপে বাধিবার বিধি যত
জানে সধিগণ ।

ধন্যাগো পুরুষ সেই

প্রিয়র যে হয় মিথ্যা

গঞ্জনা-ভাজন ।

শৈব্যা ।—(রোদন)

চাক্র ।—ঠাকুরাণি ! শাস্ত হও, শাস্ত হও । তুমি অত্যন্ত ভাল মানুষ কিনা,

তাই তোমার কাছ থেকে বেশি আদর পেয়ে, মহারাজের এত বৃদ্ধি হয়েছে । আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর তা হলে আমি বলি, দেখেও কিছু দেখবে না, মিষ্টি কথায় আলাপ করবে, অথচ সারাদিন তিরস্কার করে' কষ্ট দিতেও ছাড়বে না ।

শৈব্যা ।—তুই বা বলি আমি সব করব, কিন্তু তাঁকে দেখে আমার ছোট হৃদয় যদি বশে থাকে. তবেই তো ।

রাজা ।—(স্বর নিকটে আসিয়া) প্রিয়ে !

আমারি অধীন হয়ে

যে মোরে রেখেছে বশে,

আপনারে নাহি পারে

বশে কি রাখিতে সে ?

বিদু ।—কল্যাণ হোক !

উভয়ে ।—(ভয়ে ভয়ে নিকটে আগমন)

শৈব্যা ।—(স্বগত) একি ? মহারাজ যে । আচ্ছা এইরূপ তবে বলি ;
(প্রকাশে) মহারাজের জয় হোক ।

চাক্র ।—(আশঙ্কা-সহকারে স্বগত) একি ! মহারাজ ? আ হিহি !
মহারাজ তবে দেখছি আমার সব কথাই শুনতে পেরেচেন ।
আচ্ছা এখন তবে এইরূপ বলা যাক (প্রকাশে) জয় মহারাজের জয় !
(আসন আনিয়া) এই আসন, এইখানে মহারাজ বসুন ।

(সকলে উপবেশন)

রাজা ।—(অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া) প্রিয়ে ! প্রভাত-কমলের অন্ত-

গত ভ্রমরীর মত ভূষিতা হয়ে, আড়চোখে আমার পানে এক
একবার চাচ্চ আবার অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিচ্চ, এর কারণ
কি বল দিকি ?

আর দেখ সুন্দরি !

ভূষণের অনাদরে যদিও গো হইয়াছে
আরো তব সৌন্দর্য্য বিকাশ,
তথাপি গো উহাতেই হৃদয়-নিহিত তব
কোপ যে গো হতেছে প্রকাশ ॥

ব্যা।—(অস্থ্যা-সহকারে অবলোকন) নিদ্রায় অলস অবশ অঙ্গ,
রাত্রি জাগরণে চোক-হুটি ঢুলুঢুলু রক্তবর্ণ—এতে মহারাজকে বেশ
দেখাচ্ছে । (অভিমান-ভরে অবস্থান ।

জা।—(অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া সান্ন্যাসে) প্রিয়ে ! প্রসন্ন হও,
আমার উপর রাগ কোরো না ।

কুটিল জলতা কেন
পড়িয়াছে ললাটে লুটিয়া,
মদনের বৈজয়ন্তী
রূপ ভাস্তি মনে উৎপাদিয়া ;
সহসা কেন গো চণ্ডি
বিষাধর হতেছে ক্ষুরণ,
বিকচ বজ্রক-বজ্র
মৃদু-বায়ে কম্পিত যেমন ॥

(অঞ্জলি বদ্ধ হইয়া)

মানিনি ! প্রসন্ন হও

কেন কোপ কর অকারণে ?

আমি নহি তাহা, যাহা

ভূমি মোরে ভাবিতেছ মনে ।

দণ্ড মোরে দেও প্রিয়ে !

যাহা হয় উচিত বিধান ;

দোষাদোষ নির্দ্ধারণে

কুলপতি সাক্ষাৎ প্রমাণ ॥

প্রতীহারীর প্রবেশ ।

প্রতী ।—জয় মহারাজের জয় ! কুলপতির ওখান-থেকে একজন তাপস এসেছেন ।

রাজা ।—হেম-প্রভা ! তাঁকে সাদরে অবিলম্বে নিয়ে এসো ।

প্রতী ।—বে আজ্ঞে মহারাজ ।

(প্রস্থান)

শান্তিজল হস্তে তাপসের প্রবেশ ।

তাপস ।—(সবিস্ময়ে) অহো ! আজ একি কাণ্ড ?

না হলেও পৌর্ণমাসী অসময়ে কেন এই

চন্দ্রের গ্রহণ ?

কেন এই স্তূভীষণ ঘোরতর দিগ্‌দাহ

—কেন ভূকম্পন ?

কেন এই উদ্‌গাপাত ? কেন সূর্য্য-চারিদিকে

মণ্ডল-পরিধি ?

এসব উৎপাত হতে ভাবী ফল না জানি কি

ঘটাবেন বিধি ॥

কিন্তু না, গুরুদেব যখন এই বিষয়ে চিন্তা করচেন, তখন এর পরিণাম
নশ্বরই শুভজনক হবে ।

শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, দান, সাধু-সংকীৰ্ত্তন

আর, সৎ-বিপ্রদের আশীৰ্ব্বচন

—এই সবে উৎপাতাদি হয় প্রশমন ॥

তাই, গুরুদেব কুলপতি, স্বস্ত্যয়নের অবশিষ্ট সৰ্ব্ব-বিঘ্ন-নাশী শান্তি-
র, রাজা ও শৈব্যাকে দেবার জন্ত আমার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন ।

প্রতিহারীর প্রবেশ ।

তি ।—আম্বন মহাশয় আম্বন । (নিকটে গমন)

পস ।—(নিকটে গিয়া) রাজন্ ! কল্যাণ হোক !

জা ।—(ব্যস্ত সমস্ত ভাবে উঠিয়া) মহর্ষি ! অভিবাদন করি ।

ব্য্যা ।—মহর্ষি ! প্রণাম ।

পস ।—রাজন্ ! বিজয়ী হও । দেবী ! বীর-প্রসবিনী হও ।

জা ।—(ব্যস্ত সমস্ত হইয়া) আসন—আসন ।

তী ।—(আসন আনয়ন)

জা ।—এই আসন, এইখানে বসুন ।

কলে ।—(উপবেশন)

জা ।—হেমপ্রভা ! যাও তুমি দ্বার রক্ষা করগে ।

তী ।—যে আজ্ঞা মহারাজ । (প্রস্থান)

পস ।—রাজন্ ! গুরুদেব কুলপতি, নিশি জাগরণের পর, সকলত্র আপ-
নার অভিষেচনের জন্ত, স্বস্ত্যয়নের অবশিষ্ট তাঁর আশীর্ব্বাদী শান্তি-
জল আপনার নিকটে পাঠিয়েচেন, গ্রহণ করুন ।

জা ।—(সহর্ষে অঞ্জলি-বদ্ধ হইয়া) বড় অমুগ্রহ ।

পস ।—

মন্ত্রপুত, পাপহারী,

ক্ষাত্র-তেজ-বুদ্ধিকারী

স্বস্ত্যয়ন-অবশিষ্ট

পুণ্য এই বারি চমৎকার,

করুক তব কল্যাণ

—করুক আনন্দ দান

সকল আপদ নাশ

করুক গো তোমা-সবাকার ॥

(বারি সিকন)

রাজা ।—(শাস্তিজল স্পর্শ করিয়া) একি !

এ যে সেই শাস্তি-বারি

ক্ষত্রিয়-বীজের বাহা

অম্বর-জনক

—যাহার প্রসাদে ধরে,

সূর্য্যবংশী নৃপগণ

উন্নত মস্তক ॥

তাপস ।—ও গো শৈব্যা ! গুরুদেব কুলপতির আদেশ, তুমিও আজ
গৃহদেবতা ও ব্রাহ্মণদের বিশেষরূপে পূজা-অর্চনা করবে ।

শৈব্যা ।—(অঞ্জলি-বদ্ধ হইয়া) যে আজ্ঞে ।

তাপস ।—রাজন্ ! তোমার কল্যাণ হোক । গুরুদেব এখন বহুবিধ
অনুষ্ঠান আরম্ভ করেচেন—আমি এখন যাই তাঁর সেবা করিগে ।

(প্রস্থান)

শৈব্যা ।—(অপ্রতিভ হইয়া চুপি চুপি) ওলো চাকরমতি ! গুরুদেব
কুলপতিই মহারাজকে নিশাজাগরণের আদেশ করেছিলেন ।
আমি অতি দুর্জন কুটিল-হৃদয়, তাই ওরূপ কুৎসিৎ সন্দেহ আমার
মনে উদয় হয়েছিল । আচ্ছা এইরূপ তবে বলি । (প্রকাশ্যে)
নাথ ! আমার উপর রাগ কোরো না ।

রাজা ।—(সান্ন্যাসে)

মিথ্যা-দোষে কলুষিত দেখ এ হৃদয় ;

যদি প্রিয়ে রাখে মোর এই অমুনয়,

এস তব কণ্ঠে হার দেই পরাইয়া,

কপোলেতে পত্রাবলি দেই বিরচিয়া ॥

দা ।—(লজ্জিতা)

।—(তথা করিয়া) প্রিয়ে !

তব গণ্ড রোমাঞ্চিত—ঝরে স্বেদ-জল,

ধরধর বিকম্পিত মোর করতল ।

হুয়েতেই শ্রম ব্যর্থ—উদ্যম নিফল ॥

পর্যাইতে কঠে ওই

স্তন-তরঙ্গিত হার

—পরশ-জনিত কম্প

এখনো যাইনি তার ?

দা ।—নাথ ! গুরুদেব কুলপতি যেরূপ আজ্ঞা করেচেন সেই সব
মহুষ্ঠান আমি এখন করতে যচ্ছি ।

।—হাঁ দেবি, যাও করগে ।

(তাপস ও শৈব্যার প্রস্থান)

দধা ! আমার চিত্ত যেরূপ উৎকণ্ঠিত, তাতে এখন কি করে'
কাটান যায় বল দিকি ?

।—মহারাজ ! আপনি দেবীর কথা ভেবে সময় কাটান, আমিও
ভোজনের কথা ভেবে সময় কাটাই ।

বনচরের প্রবেশ ।

—জয় মহারাজের জয় ।

বিকট মুখাগ্রে বার মুখা-ক্ষেত্র হয়ে বিদলিত,

তৎ-লগ্ন সুরভিত পরিমল হয় গো বিকীর্ণ

নিজ নিঃশ্বাস-মাকুতে ; দন্তে বার—ঈষৎ-চর্কিত

কসেরু-বিচূর্ণ-রাশি ইতস্ততঃ হয় গো বিক্ষিপ্ত ;

—যেন শত্রু করি' জয় যশে! দিক হয় আচ্ছাদিত,

কিছা যেন নবঘন বরিষণ করে শিলা-বৃষ্টি ;

সদৰ্প গম্ভীর ঘোর ঘরঘর যাহার শব্দে
 অরণ্যের সিংহ যত খায় রড়ে করিয়া গর্জন ;
 শুনি' সে গর্জন পুন ক্রোধে যার কণ-সুস্কি-পুট
 উর্দ্ধে হয় উত্তোলিত ; দীপ্যমান রৌষ-শিখা-রূপে
 জিহ্বা-লতা যার রহে প্রসারিত ; যার জটা ভার
 সূর্য্যিকট বিহ্যতের ছটা-সম পিঙ্গল-বরণ ;
 কাস্তি যার সমুজ্জ্বল সুশানিত করবাল-সম,
 নীলকাস্ত-সম নীল ; কি, তমাল কজ্জল-শ্রামল ।
 জলে নেত্র সুপিঙ্গল ;—মসীবৎ মাংসল শরীর ;
 ক্ষুণ্ণাবশেষ-সম দস্ত ছটি যাহার লক্ষিত ;
 —ঠিক্ যেন করাল সে মুখ-রাহগ্রাস-ভয়-বশে
 সাজ্জ চক্ৰ কলা ছটি, চক্ৰ হতে হইয়া বাহির
 নৈশ তিমিরের গাত্রে ভয়-ত্রাসে রহে সংকুচিত
 —এ হেন বরাহ এক সমুখিত যুথ-অধিপতি
 মৃগয়া কানন-মাঝে ;—যেন সেই মহান্ বরাহ
 যার দস্তে হয় ধৃত সমগ্র এ পৃথিবী-মণ্ডল ॥

এখন মহারাজের বেরূপ আদেশ হয় । আদেশ পেলেই আমি
 এখনি সেখানে যাই ।

রাজা ।—(সহর্ষে) আ বাঁচলেম ; এখন সময় কাটাবার একটা স্থান
 পাওয়া গেল ।

বিদু ।—(সহর্ষে) যেখানে অরণ্যে অরণ্যে ঘুরে বেড়াতে হবে, কাঁটা-বন
 শর-বন মাড়িয়ে যেতে হবে, উঁচুনীচু স্থান ডিঙতে হবে, যেখানে
 ক্ষুধা তৃষ্ণায় জলতে হবে—যে স্থান এইসব দোষে ভরপুর, সেই
 যদি আপনার আরামের স্থান হল, তা হলে আপনার আরামের
 স্থান না জানি কি !

।—দেখ সখা ! মৃগয়া রাজাদের বড় উপকারী ;

দেখ :—

চিস্ত উদবিগ্ন হ'লে

সদ্য তারে করে বিনোদন ;

চল-লক্ষ্যে শৈথিল্য আনে,

দেহে করে লঘুতা অর্পণ ;

শীকারে উৎপন্ন হয়

রণ-যোগ্য উৎসাহ-উদ্যম ;

মিথ্যা করি' লোকে বলে

মৃগয়ারে নৃপতি-ব্যসন ॥

তবে চল, আমরা সেইখানে যাই ।

(সকলের প্রস্থান)

ইতি প্রথম অঙ্ক ।

—

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

দৃশ্য ।—অরণ্য ।

নেপথ্যে ।—ওগো বরাহ-অন্বেষণকারী বনচরেরা !

ওই সে বরাহ দেখ, অদূরে পঙ্কের রাশি
করয়ে মর্দন ।

বিদলে' কমল বন, মুখার অঙ্কুর সব
করয়ে ভক্ষণ ।

মৃতা-ক্ষেতে তোলে মাটি, সেতু ভাঙি জলাশয়ে
করয়ে গমন ।

ধরা'-বায়-বায় হয়ে গহন বনের মাঝে
করয়ে প্রবেশ ।

সৈন্ত ধার পিছে পিছে, ছুর্গম কাস্তার-মাঝে
পশে অবশেষ ॥

এখন তবে চারিদিককার বন ঘিরে ফেল ।

অরণ্য উপাস্ত-দেশে বন-রোধ-দক্ষ জালী
জাল-বদ্ধ দিক বিছাইয়া ;

শৃঙ্খল মোচন করি' ব্যাধগণ ককুরে
বন-মধ্যে দিউক ছাড়িয়া ;

পাশ-হস্ত সাদীদের শ্রমক্লান্ত অশ্বগণে
সমাকীর্ণ হোক সব বন,

লগড় লইয়া হস্তে মহিষ-আরোহী সৈন্ত
বিকল্পিত করুক কানন ॥

তীষণ-উজ্জ্বল বেশে দ্রুত-ব্যস্ত হইয়া বিঘ্নরাজের প্রবেশ ।

।—(আশঙ্কার সহিত)

আমি যে গো করিয়াছি শত্ৰুরো সমাধি ধ্যানে
বিঘ্ন উৎপাদন ;

দক্ষবল্লভ অমুষ্ঠানে, শিব-শিবা-কেলি-মাঝে
ব্যাঘাত বিষম ;

—ত্রিলোকের আমি সেই হিত-সিদ্ধি-নাশ-প্রিয়
বিঘ্ন সনাতন ॥

হরি হর প্রজাপতি এঁদেরো হুঃসাধ্য বেই
সৃষ্টিস্থিতি লয়

—উগ্রতপা বিশ্বামিত্র সাধন করেন হেথা
সেই বিদ্যাভ্রম ॥

আদিম বরাহ-রূপে
উদ্ধার করিলা যথা হরি,

আমিও গো উদ্ধারিব
ত্রিলোকে বরাহ-রূপ ধরি' ॥

(পশ্চাতে অবলোকন করিয়া সভয়ে) অহো ! জগতের কল্যাণে,
রৈর পৌরুষে বিঘ্ন উৎপাদন করতে আমি বিলক্ষণ পটু ; আর
চাৰ্য্যে আমার সাহসও অপরিসীম—নিজ শরীরের প্রতি আমার
মাত্র দৃকপাত নেই । তাই, সাক্ষাৎ কৃতান্তের দস্ত-মধ্যে থেকেও,
প্রকারে শরের মুখ এড়িয়ে, মহারাজ হরিশ্চন্দ্রকে এই অরণ্য-
শে তো এনে ফেলেচি । এখন তবে এঁকে বিশ্বামিত্রের আশ্রমে
যাওয়া যাক্ ।

কেননা সেই প্রসিদ্ধ তীব্রতপা, স্বর্গাশ্রয়ের আদি-শ্রষ্টা, ত্রিশঙ্ক-
কজিয়-ব্রাহ্মণ কৌশিক বিশ্বামিত্র সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়-বিধায়নী

ত্রিগুণময়ী বিদ্যার সিদ্ধি লাভার্থ, কি এক ছকর সাধনায় এখন নিযুক্ত
আছেন ।

বিধিই করেনে সৃষ্টি—না হরি, না হর ;

হরি-ই পালেন বিশ্ব—না হরি ঈশ্বর ;

হর-ই করেনে ধ্বংস এ তিন ভুবনে ।

একজনে সর্বসিদ্ধি লভিবে কেমনে ?

(চিন্তা করিয়া অথবা এই পরম নির্ভাবান তপস্বীর পক্ষে অসম্ভবই
বা কি ? কিন্তু তিনি যখন বশিষ্ঠের প্রতি ক্রোধ-পরতন্ত্র হয়ে এই
মঙ্গল-বিরোধী কার্যে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তখন জানিনে এর কি ফল
হবে ।

নেপথ্যে ।—ঘোর গহন বনে প্রচ্ছন্ন হয়েচিস্ মনে করে' তোরা ভারি
গর্ব হয়েচে দেখ্‌চি—আচ্ছা রোস্ বরাহাধম রোস্ !

ক্ষণে ক্ষণে হয়ে দৃষ্ট,

ক্ষণে দৃষ্টি-পথ হতে

হয়ে অন্তর্হিত,

মায়া-র আশ্রয় করি',

সকৌতুকে দূরে মোরে

করেচিস্ নীত ।

মোর দৃষ্টি-পথ-মাঝে তুই যদি পড়িস আবার,

ওরে ছুট ! পদ্মবন দলিবারে না পারিবি আর ॥

বিশ্ব ।—(শুনিয়া সহর্ষে) এই যে, এইবার নিকটে এসেচে দেখ্‌চি ।

এখন তবে এখান থেকে বেরিয়ে, মায়া-বরাহ হয়ে দেখা দি । (সম্মুখ
পরিভ্রমণ করিয়া প্রস্থান)

রথোপবিষ্ট ধনুর্ধারী রাজা ও সারথির প্রবেশ ।

রাজা ।—(পূর্বোক্ত শ্লোক পাঠ করিয়া, সম্মুখ ভাগে অবলোকন করিয়া
সহর্ষে) সারথি ! সারথি ! বেশী দূরে যেও না !

:-

মুখের গরাস হতে স্থলিত মৃণাল দেখ
 বনভূমি ছায় ।
 আলোড়িত সর হতে নিঃসৃত সলিল-ধারা
 তীরেতে ভিজায় ।
 শ্রমোদগীর্ণ মুখ-ফেণে, নব তৃণ-ভূমিগুলি
 চিত্রিত-বরণ ;
 মুস্তা-পরিমল-গন্ধী সুরভি-নিঃশ্বাসে হেথা
 ঘন সমীরণ ॥

নিপুণভাবে অবলোকন করিয়া সহর্ষে) সারথি ! সারথি ! ওই সেই
 দেখ দেখ :-

হেলায় ফিরায়ে স্বক
 বেষ-ভরে মূল্যহীন
 করি' উন্মুলন ।
 সূচকল-নাল-লগ্ন নলিনীরে বস্ত্র-মধ্যে
 করিয়া ধারণ
 —সুপ্রসন্ন নাভি-পদ্ম পঙ্কজ-আনন সেত
 বরাহাবতার
 দস্ত-মধ্যে ধরি' যেন ত্রিভুবন, উদ্ধারিতে
 আসে পুনর্বার ॥

জানন্দে) এই যে আমাকে দেখে আমার দিকেই আসচে ।

(শর সন্ধান

।—(সকৌতুকে অবলোকন করিয়া) মহারাজ ! দেখুন দেখুন :-

কি ভরে আসি' কাছে বাণের সন্ধান দেখি'
 অমনি সে যায় গো ফিরিয়া ;

আয়ত সম্মুখ পদ ভয়ে আকুঞ্চিত করি'

শরীরাক্ষ লয় আকর্ষণা ;

স্বাসের আধিক্য-হেতু ওষ্ঠ-প্রান্ত-গহভর

হয়েছে বিদীর্ণ ;

তা-হতে মৃণালাঙ্কুর স্থলিত হইয়া পড়ি'

হতেছে বিকীর্ণ ।

লজ্জা পরিত্যাগ করি'

হয়ে অপ্রতিভানন

নিজ দংষ্ট্র তোমারে গো

করে যেন সমর্পণ ॥

রাজা ।—(বাণ ছুঁড়িয়া নিকটে গিয়া চারিদিকে অবলোকন করত
সবিস্ময়ে) একি হল ! বরাহটা চলে গেলে পর আমি যে অসময়ে
বাণটা ছাড়্‌লেম ।

ক্ষণে অন্তর্হিত হয়,

ক্ষণে নেত্র-স্বগোচর ;

ক্ষণে বায় দূরে চলি,

ক্ষণে সে নিকটতর ;

সম্মুখ পশ্চাৎ পার্শ্বে

চারিদিকে মুহূর্হ

করিছে ভ্রমণ ।

বিদ্বাৎ-চপল ও যে

কেমনে গো লক্ষ্য ওরে

করে মোর মন ?

(নিপুণরূপে অবলোকন করিয়া, দূর হতে দেখিয়া সানন্দে) একি !
এই অরণ্য অতিক্রম করে' পরিকৃত ভূমিতে যে উঠে পড়ল । সারথি !
সারথি ! অশ্বদের শীঘ্র চালাও, দেখ আবার কোণায় এখন যাচ্ছে ।
সারথি ।—(রথ-চালন) মহারাজ ! দেখুন, দেখুন !

রথ-বেগে, ধূলিজাল- -পরিপূর্ণ বায়ু থাকে
 পশ্চাতে পড়িয়া,
 সনমুখে মন মোর লক্ষ্যটিরে অহুসরে'
 সত্বর হইয়া ।
 নিশ্চল নিষ্কম্প অতি ধ্বজ-পট যার ওই
 আকাশের মেঘ-ছুঁয়ে যায়
 —সেই তব রথ দেখ —যেথা ধায় তব বাণ—
 তুল্য বেগে চলিছে সেখায় ॥

—(সবিস্মরে) তাই তো—

ব্যোমচারী পবনেরে জিনিয়াছে রথ-অশ্বগণ
 বেগে জলনিধিরেও করিয়াছে দেখ অতিক্রম ।
 এ বড় আশ্চর্য্য কিন্তু শ্রামল বরাহ সেই
 —দলিত-অঞ্জন প্রায়—
 যত যাই দূরে আমি বরাহ সে আরো যেন
 দূর হতে দূরে ধায় ;
 সূর্য্যের সন্মুখ হতে যেন অন্ধকার-রাশি
 ভরে পলাইয়া যায় ॥

সন্মুখে অবলোকন করিয়া সখেদে) একি ! এই মহারণ্য অতিক্রম
 কাথায় না জানি সে অদৃশ্য হন ? তার যে কোন পদ-চিহ্নও
 আছে না । আচ্ছা তবে, এই স্নিগ্ধচ্ছায় বনশ্রেণীটি একবার অব্বেষণ
 করি । (তথা করিয়া সানন্দে) হয়েছে ! নিশ্চয় সে বরাহটা
 নর উপকণ্ঠে আছে । দেখনা কেন :—

(প্রস্থান)

—(চি) ... বনবাসিগণের কি অপার
গীর সুখ ! ... নই । কেননা :—

বাসনা-বিরহ ... কভু

মমতা-রহিত বলি' ... কভু

শোক না ...

বি অহঙ্কার পরিত্যাগে ...

হয় অপগত ,

লভিয়া পরম শাস্তি ...

আহা সুখী কত !

স্ববিনয়ে পরিক্রমণ করিয়া, সভয়ে) ওঃ !

স্বী অবিনয়ীজনের পক্ষে কি হৃদ'র্শনীয় ! আমি
দেখিনি, তাই অপরাধীর মত আমার মনে যেন এ
হচ্ছে । অথবা, তপোময় ব্রহ্ম-তেজের কি অজের প্রভ
আর সমস্ত তেজই পরাভূত হয় । কেন না :—

(ভয়ে ভয়ে পরিক্রমণ)

সৌম্য শাস্ত রমণীয়

হইলেও এই সব বন

হেথা আসি' পদে পদে

ভয়াকুল হয় মোর মন ;

সর্ব তেজ ধর্ম হেথা ব্রহ্মতেজে—যাহা সর্ব

তেজের কারণ ;

স্বজনক জল এলে

অগ্নি যথা বৃহত্তাব

করয়ে ধারণ ॥

(ভয়ে ভয়ে পরিক্রমণ)

নেপথ্যে ।—আপনারা রক্ষা করুন রক্ষা করুন । দেখুন বিনা অপরাধে
এই অনাথা অসহায়া অভাগিনীদের অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করচে ।
রক্ষা করুন—রক্ষা করুন ।

রাজা ।—(শুনিয়া ব্যস্ত সমস্ত ভাবে) অহহ ! অনতিদূরে ভয়ার্তা রমণী-
দের বিলাপ ক্রন্দন শোনা যাচ্ছে না ? (আশ্চর্য্য হইয়া) একি !
এ হচ্ছে তপোবন, এখানে একরূপ ছুট লোক থাকা কি সম্ভব ?
আচ্ছা, নিকটে গিয়ে দেখি । (তথা করণ)

নেপথ্যে ।—রক্ষা করুন—রক্ষা করুন ইত্যাদি ।

রাজা —(শুনিয়া আবেগ-সহকারে) ভয়ার্তাদের অভয় দিচ্ছি—ভয় নাই,
ভয় নাই । (সক্রোধে) ঝাঃ !

কে না জানি করে এই

তপোবন-বিপরীত

দারুণ অহিতকর নিষ্ঠুরাচরণ

এই বাণে স্বক্ক তার

ছিন্ন করি', সর্ব্ব অঙ্গ

জলন্ত অনল-মাঝে করিব ক্ষেপণ ॥

(পরিক্রমণ করিয়া, নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) কে ও
হোম-সামগ্ৰীর সন্নিধানে অগ্নি-শালায় বসে আছে, আর অগ্নি মধ্যে তিনটি
দিব্যরূপী নারী ভয়ার্তা হয়ে বিলাপ করচে ?—নিশ্চয় তাপস-বেশধারী
কোন পাষণ্ড হবে ।

দৃশ্য ।—অগ্নিশালা । বিশ্বামিত্র হোমে প্রারত ও

হোমাগ্নির মধ্যে অবস্থিত বিদ্যাভয় ।

বিদ্যাভয় ।—(ভয়াকুল হইয়া পূর্ব্বোক্তরূপে) রক্ষা করুন—রক্ষা করুন
ইত্যাদি ।

বিশ্বা ।—(আশ্চর্য্য হইয়া) অহো ! কি আশ্চর্য্য !

মত্তপূত হবি মোর একান্তে অনল এই
করিছে বহন ;
প্রদক্ষিণ-শিখা হয়ে কার্য্যসিদ্ধি তথাপি না
করিছে সূচন ।

ক্রিয়ার প্রভাবে হেথা
ত্রিবিদ্যা যদিও আবির্ভূত,
কিন্তু যে তবুও গুরা
না হতেছে মোর বশীভূত ॥

(ধ্যান মগ্ন)

বিদ্যাভ্রয় ।—(পূর্ব্বোক্তরূপে) রক্ষা করুন, রক্ষা করুন ইত্যাদি ।

রাজা ।—(সস্তর নিকটে আসিয়া) ভয়ার্ত্তদের অভয় দিচ্চি—ভয় নাই,
ভয় নাই । রোস্ ছরান্না পাবগুণধম ! রোস্ ছন্নবেশী রাক্ষস !
এ কি সব তোর মায়াজাল ?

পরা বঙ্কল বাস, অক্ষুণ্ণ বালা হাতে,
জটাজাল দেখি যে মাথায় ।

মহাতপা জিতেন্দ্রিয় শাস্ত-আত্মা-মুনি-বেশ
—বল্ দেখি—সেই বা কোথায়

আর কোথা তোর এই জঘন্য ও অকরণ
নারী-বধ-পাপ-বুদ্ধি হায় !

যেই কার্য্য করেছিল তুই ওরে খল !
ভোগ কর্ এবে তার সমুচিত ফল ॥

বিশ্বা ।—(ধ্যানে বিরত হইয়া সজ্ঞাথে)

শ্রুতি-কটু তর্কসনা -বরষণ-জাত এই
মোর কোপানল

সমাধি-ব্যাঘাত হেতু অন্তঃকোভ-বায়ু-ও

হইয়া প্রোজ্জন,

হরিশ্চন্দ্র-দাহকার্ত্তে

জলি উঠি' প্রলয়াগ্নি-সম

ত্রৈলোক্য-দহন-তৃষ্ণা

করিবে গো এবে নিবারণ

বিদ্যাভ্রয় ।—(সহর্ষে) আ ! আমাদের কি সৌভাগ্য ;

হরিশ্চন্দ্রের জয় !

(বিদ্যাভ্রয়ে

বিস্মা ।—(দেখিয়া সক্রোধে) কি ?—এই ছুরায়া হরিশ্চন্দ্র

পথের অন্তরায় হল ? রোস্ ক্ষত্রিয়াধম, রোস্ !

হরি হও, চন্দ্র হও,

কিঙ্ক হও অর্দ্ধেন্দু-শেখর,

বিদ্যা-নাশে মোর যেউ

কোপাগ্নি বর্দ্ধিত ঘোরভর

—তাহে তুই ওরে মুঢ় !

হ'বি নাকি ইন্ধন নশ্বর ?

কাস্তা-কেলি-পরায়ণ

ভূত-দয়া-বশে :

এমন যে হর

তিনিও সমাধি-ভঙ্গে

বিকট ক্রকুটি :

—মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর—

আকৃষ্ট শরাসন

স্বরেরে সম্মুখে ও

করিল। যেমন

কৌশিক ও তোরে মুঢ়

নেত্রানলে সেই

করিবে দহন ॥

(সভয়ে স্বগত) কি সর্বনাশ ! হনি সেই মহর্ষি কৌশিক
স্বামিত্র, আর তাঁরা সেই ভগবতী বিদ্যাভ্রয় ? পাপাত্মা, আমি
র সিন্ধিপথে অন্তরায় হয়ে কি অবিবেচনার কাজই করেচি—
নিশ্চয় আমি ওঁর প্রজ্জ্বলিতাকোপানলে ভস্মীভূত হব ।
(সক্রোধে)

জাঘ বিবর্জিত মোর	—ত্রিবিদ্যা সাধন-কার্যে
হইয়া ব্যাঘাত ;	
কিশাপ দান-তরে	হইতেছে প্রধাবিত
দক্ষিণ এ হাত ;	
কুর এ বাম হস্ত	চির-তান্ত নিজ জাতি
করিয়া স্মরণ	
হস্ত হয়েছে এবে	ক্ষত্ৰোচিত পরাসন
করিতে গ্রহণ ॥	

(উখান)

(পদতলে পতিত হইয়া) মহর্ষি ! ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন ।
মের বিলাপে প্রতারিত হয়ে অজ্ঞানে আমি এ কাজ করেচি—
ক্ষমা করুন ।
স্বাম্যনু ! কি ? অজ্ঞানে এ কাজ করেচিন্ বলে আমি ক্ষমা
ওরে রে ক্ষুদ্র ! আমি কে, তুই কি তা জানিস নে ?

বিনীত যেই বিপ্র	ব্রাহ্মণত্ব নিজ বলে
করিল গ্রহণ ;	
শ্রুত বশিষ্ঠের স্তত	—তাহার কাননে যে গো
ধূমকেতু সম ;	

স্বর্গাস্তর সৃষ্টিকালে

জগৎ হইয়া ভীত

দেখিয়াছিল গো বারে

বমের মতন ;

চণ্ডাল সে ত্রিশকুরে

বজ্র করাইল যে গো

—সেই কৌশিকেরে তুমি

চেননা রাজন্ ?

রাজা ।—মহর্ষি ! প্রসন্ন হোন্, প্রসন্ন হোন্—আমাকে এক্রপ মরে
করবেন না ।

করিল ছুর্ভিক্ষে যে গো

জীবিকা আপনি আহরণ ;

নৃপতি-সদনে যে গো

দান কভু করেনি গ্রহণ ;

বার “আড়ীবক”-যুদ্ধে

জীবলোক হইল কম্পিত ;

—তপ-তেজ-নিধি তার

কাহার না আছে গো বিদিত ?

কিন্তু আমি ভীক জনের কাতর বিলাপ-শুনেই এক্রপ করতে উদ্য
হয়েছিলাম ; স্বধর্ম বিক্লিষ্ট-চিত্ত হয়ে আপনাকে আমি জানু
পারিনি । আমাকে ক্ষমা করুন, এই আমার নিবেদন ।

বিশ্বা ।—হ্রাস্বন্ ! বল দেখি, তোমার সে ধর্মটা কি ?

রাজা ।—মহর্ষি !

দান, ত্রাণ সংগ্রাম—তিন ক্ষাত্র-আচরণ

পুরাণ মুনিরা বলে—এই ধর্ম সনাতন ॥

বিশ্বা ।—কি বলে ?—

“দান ত্রাণ সংগ্রাম” ইত্যাদি

রাজা ।—হাঁ মহর্ষি ।

বিশ্বা ।—আচ্ছা তা হলে বল, কাকেইবা দান করতে হয়, কাকেই বা ত্রাণ করতে হয়, আর কার সঙ্গেই বা সংগ্রাম করতে হয় ?

রাজা ।—মহর্ষি ! শ্রবণ করুন ।

বিশ্বা ।—বল ।

রাজা ।—

শুণবান ব্রাহ্মণেরে করিবেক দান,

বিপন্ন ভয়ার্ত্ত জনে করিবেক ত্রাণ,

অরাতি জনের সাণে করিবে সংগ্রাম ॥

বিশ্বা ।—মহাশূন্য ! তা যদি মনে করেন, তা হলে আমার বিদ্যা-তপের উপযুক্ত আমাকে কিঞ্চিৎ দান করুন ।

রাজা ।—(সহর্ষে) তা হলে তো সূর্য্য-বংশীয়েরা অমুগৃহীত হবে ।
এখন তবে মহর্ষি প্রসন্ন হোন্, প্রসন্ন হোন্ ।

• তব দক্ষিণার তরে পরব্যাস্ত নাহি হয়

সকল ভুবন ।

সরবস্ব দান তাই নিবেদিতে হয় মোর

সঙ্কুচিত মন ।

সর্ব্ব ধনে পরিপূর্ণ

তুমি ওগো কুশিক-নন্দন ;

সমস্ত এ বসুমতী

তোমাতে গো করিহু অর্পণ ॥

বিশ্বা ।—(আশ্চর্য্য হইয়া স্বগত) আচ্ছা তবে এইরূপ বলি ।

(প্রকাশ্যে)

রাজন্ ! কল্যাণ হোক ! পণ্ডিতেরা বলেন, দক্ষিণা-রহিত দান দানই নয় । অতএব এক্ষণে দক্ষিণা দিতে আজ্ঞা হোক ।

রাজা ।—(লজ্জিত হইয়া স্বগত) এস্থলে কি করা যায় ? (অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া সহর্ষে) তবে এইরূপ বলি ।

(প্রকাশ্যে)

মহর্ষি !

আহরণ করি আনি’

করিব সুবর্ণ লক্ষ

দক্ষিণা অর্পণ,

অদ্য হতে এক মাস

করিতে হইবে মোরে

ক্ষমা বিতরণ ॥

বিধা ।—আচ্ছা এই একমাস কাল সময় দিলেম ; কিন্তু দেখ, এই পৃথিবী ছাড়া আর কোন স্থান হতে তোমার দাতব্য সংগ্রহ করতে হবে ।

রাজা ।—(সভয়ে স্বগত) এর প্রতিবিধান কিসে হয় ? (চিন্তা করিয়া সহর্ষে) হয়েছে ! প্রতিবিধানের উপায় ঠাওরেছি । ভগবান শিবের আশ্রিত একটা পরম ক্ষেত্র আছে :—

ধরাতল-ফণী-ফণা

—তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে

আছে বারানসী,

অস্তরীক্ষ-পুরী বলি’

করেন বর্ণনা যারে

যত মূনিঋষি ।

কেশ-অগ্রভাগ যেই

তা-হতে সহস্র স্তম্ভ

অণু-পরিমাণ

শাস্ত্রদর্শী স্মৃতি সবে

দেখেন বিশ্বাস-নেত্র

যার ব্যবধান ॥

অতএব, সেই থানেই দক্ষিণার সুবর্ণ সংগ্রহ করে’ দান করা যাবে । (প্রকাশ্যে) মহর্ষি ! আপনার আদেশ শিরোধার্য করলেম । (অজ হইতে আভরণ খুলিয়া) মহর্ষি !

এই সব শ্রীসম্পদ .

—সমস্ত বস্তুধা বাহা

শাসিত আমার,

এই সব অন্তর,

নৃপতির চিহ্ন এই

মুকুট মাথার,

সমর্পিত তব পদে কুশিক-নন্দন

অনুগ্রহ করি' এবে করহ দর্শন ॥

(পদতলে পতিত হইয়া উত্থান ও সহর্ষে স্বগত) বহু পরিশ্রমে যে
রাজ্যভার এতদিন বহন করেছি, সৌভাগ্যক্রমে আজ তা সফল
হল । (সানন্দে)

মুনির যে মন্থা আমি

বজ্র বলি' ভেবেছিহু মনে

কুসুম-মাল্যের সম

পড়ে মোর মস্তকে একগুণে ॥

ভগবতি বসুন্ধরে ! তোমাকে স্পর্শ করে' এই কথা আমি বল্চি:—

লোক-ধাত্রী দেবি ওগো !

স্বর্ঘ্যবংশী নৃপতির

বশের সহিত তোমা

করিল রক্ষণ ;

হৃলভ পাত্রে লোভে

নির্দয় হইয়া অতি

তোমাতে যে করিহু গো

আমি বিসর্জন,

এই এক ছুরাচারে

তব কাছে অপরাধী

—মোরে তুমি কর এবে

ক্ষমা বিতরণ ॥

এখন তবে অবোধ্যার গিরে, মহর্ষির নিকট যা প্রতিশ্রুত হয়েছি তা
সম্পাদন করিগে । পরে দক্ষিণা উপাৰ্জনের জন্য বারাণসী নগরেই

বাওয়া যাবে । (প্রকাশ্য) মহর্ষি ! এখন এখান থেকে অযোধ্যায়
গিয়ে কার্য্য শেষ করে', পরে ফিরে এসে দক্ষিণা উপার্জনের জন্য
বারাণসীতে আমি যাব—এখন আপনার অনুমতি লয়ে বিদায় হই ।
বিশ্বা ।—(আশ্চর্য্য হইয়া স্বগত) অহো ! ছুরাআর কি স্থৈর্য্য, কি
মহানুভাবতা ! রে ছুরাআন্ ! কিরূপ তোর দান-বীরত্ব, শীঘ্রই
তা' দেখা যাবে ।

যাবৎ না দেখি আমি, রাজ্য হতে সত্য হতে

হয়েছিস তুই ওরে ভ্রষ্ট বিচলিত,

তাবৎ না হবে শাস্ত

এই তীব্র রোষানল

—তব ছুরাচার হতে যাহা উদ্দীপিত ॥

(প্রকাশ্যে) রাজন্ ! তাই হোক ! তাতে আর আপত্তি কি ।

(প্রস্থান)

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

বীভৎস-বেশে পাপ-পুরুষের প্রবেশ ।

পাপ ।—(বিকটরূপে পরিক্রমণ ও উচ্চ হাস্য করিয়া)

আরম্ভে মধুর আমি, আধি-ব্যাধি শোক-হঃখ

আমি মাঝ-খানে ;

নরক-যজ্ঞণা বহু

—নিদারুণ সুভীষণ—

আমি পরিণামে ॥

(সম্মুখে অবলোকন করিয়া, সভয়ে সরিয়া গিয়া) হা জননি !
গেলেম গেলেম ! মলেম, মলেম ! এই পোড়া নগরী—যার
নামও আমি মুখে উচ্চারণ করতে পারিনে—আমাকে উচ্ছিন্ন করচে,
—আমাকে বধ করচে । রোস এই তো প্রবেশ পথ ; কিন্তু এই
নগরীকে আমি তো এখান থেকে দেখতে পাচ্চিনে । আচ্ছা
ভাল, আমি এখানে একান্তে বসে থাকি । আমি যে জন্মান্তর-
সঞ্চিত মূর্তিমান পাপ—আমাকে পরিত্যাগ 'করে' যারা এই নগরীর
মধ্যে প্রবেশ করেছে, তারা যখন সেখান থেকে আবার বেরিয়ে
আসবে, তখন আবার আমি তাদের শরীরে গিয়ে সংলগ্ন হব ।

নেপথ্য ।—

শিব-পদাঘুজ-চিহ্ন এ মোর মাথায়

—এতদূর কৃপা দেব করেন আমায় ;

ভবানীরো পূজ-প্রীতি আমার উপরে,

বহুশত্রু-জ্ঞান, আর তপো-নিষ্ঠা তরে ।

তবুও তো এই দেহ

নায়ু-অস্থি-গ্রন্থিসম

স্বকোষে নিবদ্ধ হয়ে

জরজর অতিশয় ।

প্রাক্তনের পরিণাম—প্রকৃতি-নিয়ম

সতাই না পারে কেহ করিতে লজ্বন ।

পাপ ।—(সগর্বে) আঃ ! ছুরাচার হরিশ্চন্দ্র যদি এই নগরীর রাজা না হয়, তা হলে সে তো আমার হয়েই আছে । কেও কথা কচে ? একি ! ভগবান ত্রিলোচনের আসন্ন-পরিচারক ভূঙ্গী যে এই দিকে আসূচে দেখ্‌চি—এই বেলা তবে এখান থেকে সরে পড়া যাক ।

(প্রস্থান)

ভূঙ্গীর প্রবেশ ।

ভূঙ্গী ।—“শিব-পদাঙ্ক-চিহ্ন”—ইত্যাদি । (চিন্তা করিয়া) তা না হলে, দেব কেন হরিশ্চন্দ্রেরও দশা-বিপর্যয়ের কথা দেবীর কাছে বলবেন ।

অঙ্কুর চরিত ধীর

মহাদেব যখন গো

করেন বর্ণনা,

বলিতে বলিতে তাঁর

পুলকে বিচ্ছিন্ন হয়

অঙ্গ-ভঙ্গ-কণা ।

ভুরু দুটি তুলি' উর্ধ্বে,

তিনয়ন করি' বিস্ফারিত,

নাড়েন মস্তক তাঁর

—অর্দ্ধ ইন্দু হয় বিচলিত ।

এখন সেই হরিশ্চন্দ্র বারাণসী নগরে প্রবেশ করবেন—তাই দেব
শশাঙ্ক-শেখর ও ভবানী উভয়েই পূর্য্যন্তুক হয়ে আছেন । আমিও
তবে ভগবানের পূজা শেষ করে' সজ্জিত হয়ে থাকি । (প্রস্থান)

ইতি প্রবেশক ।

সচিন্তভাবে রাজার প্রবেশ ।

রাজা ।—

প্রীতি-ভরে দান করি' এই পৃথী দ্বিজোত্তমে

হইয়াছে সুপ্রসন্ন এবে মোর মন ;

কিন্তু উদ্বিগ্ন পুন, দৈব-কৃত সেই ঋণ

—মহতী দক্ষিণা কথা করিয়া স্মরণ ।

কর্তব্য নহে মোর

উঁর রাজ্যে ধনার্জন করা ;

তাই, সে শঙ্কুর স্থান

—যাহা নহে এই বসুন্ধরা—

সেই বারাণসী-ধামে করিয়া গমন

করিতে হইবে এবে দক্ষিণা অর্জন ॥

(সচিন্তিত ভাবে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া) ওঃ ! কি কষ্ট, কি কষ্ট !

দারা, পুত্র, নিজ দেহ —ত্যাগ-মধ্যে এই তিন

অবশিষ্ট আছয়ে এখন ;

আজি হল শেষ দিন, প্রতিজ্ঞা অপরিত্যাগ,

মুনি তাহে অতীব কোপন ।

না শুধি' ব্রাহ্মণ-ঋণ

এ জীবন ত্যজি বা কেমনে,

কর্তব্য-বিমুঢ় হয়ে

সব শূন্য দেখি যে নয়নে ॥

(সন্মুখে অবলোকন করিয়া সহর্ষে) এ কি ! এই যে বারাণসী ।

ভগবতি বারাণসি ! তোমাকে নমস্কার । (চিন্তা করিয়া সবিষ্ময়ে)

বাহারে কামনা করে সেই সব বেদাধ্যায়ী

ব্রহ্মনিষ্ঠ সন্ন্যাসী সজ্জন

—শম-দম-অবিরোধী ব্রহ্মচর্যা তপস্তাদি

যারা সবে করিয়া সাধন

নাশিরাছে মোহ-তম ; দেহান্ত সময়ে যেথা

মুক্তি-জ্ঞান-কথা হর শোনান সবায় ;

প্রাণ-তাগ হ'লে পরে জীবের পুনরুজ্জয়

আর কভু না ঘটে যেথায় ॥

অপিচ :—

দৃঢ় ভব-পাশ হতে

জীব মুক্ত হয় গো হেথায় ;

হেথায় ব্রহ্মার শির

হর-হস্ত হতে পড়ি' যায় ;

নাহি ত্যজি' সেই পাপ তবু তাহা হতে মুক্ত

হৈলা ভগবান ;

বারাণসী-ক্ষেত্রে তাই পত্নীর সহিত তাঁর

চির-অধিষ্ঠান ॥

যাই—এখন মূনির ঋণ হতে কোন উপায়ে আমাদের মুক্ত হতে হবে ।

(চিন্তা করিয়া)

কুবেরে করিয়া জয়

করিব কি ধন আহরণ ?

আমা সম ত্যক্ত-স্ত্রীর

অয়েই বা কি ফল এখন ?

ভিক্ষা-দৈন্ত—মূলভ সে দ্বিজাতির-মাথে,
 ক্ষত্রিয় হটয়া ভিক্ষা নাহি মোর সাজে ।
 মূল ধন না থাকিলে বাণিজ্য না হয় ;
 নির্ধনের কিসে হবে ধনের সঞ্চয় ?
 সবেতেই কালাপেক্ষা হয় প্রয়োজন,
 কিন্তু অপেক্ষিতে হেথা আমি যে অক্ষম ॥

আমার মত হতভাগ্য এখন তবে কি করবে ? (উপায় নির্দ্ধারণ
 করিয়া সহর্ষে) হয়েছে ! আমি এখন তবে :—

পালিব শাস্ত্রত সত্য

আপনারে করিয়া বিক্রয়,

সত্য অরক্ষিত হলে

অরক্ষিত রহে লোক-দ্বয় ।

(মনস্তির করিয়া) দেবী দীর্ঘ পথ চলে' শ্রান্ত হয়ে বৎস রোহিতাশ্বের
 জন্ত অপেক্ষা করচেন । তিনি না আসতে আসতেই—আমি ততক্ষণ
 আমার কাজটা শেষ করি । (উর্ধ্বে অবলোকন করিয়া) এ কি !
 সূর্যাদেব যে মথ্যাক্সে আরোহণ করেচেন দেখচি ।

তপনের তীক্ষ্ণ তাপ

প্রচণ্ড কৌশিক-সম

ঘোরতর করিছে দহন ।

চারিদিকে পথ সব

—এ মোর মানস-সম—

সেই তাপ করিছে বহন ।

এ ছারারো—দৈব-বশে—

দেখ এবে দীন দশা,

তাই ছারা, দেবীর মতন

শ্রান্ত-ক্লান্ত-দেহ হয়ে

তরুদের তলে আসি'

করিয়াছে আশ্রয় গ্রহণ ॥

প্রতিশ্রুত দক্ষিণার সময় তো আসন্ন—অথবা হরিশ্চন্দ্রই আসন্ন
কাল উপস্থিত । হায় হায় ! এই হতভাগ্যের সর্বনাশ হল ।
(ভুতলে পতন—পরে উদ্ধিত হইয়া হতাশ ভাবে) হতভাগ্য হরিশ্চন্দ্র !

ওরে শঠ ! পূর্বে তুই দিক্‌জোন্তমে দক্ষিণার

দিইয়া বচন,

না পূরণ করি' তাহা,

না করিয়া পরিশোধ

ব্রাহ্মণের ধন,

সত্য হতে লুপ্ত হয়ে

কোথায় এখন তুই

করিস্ গমন ?

এখন তবে বণিক-বীথীতে উপস্থিত হয়ে, আমার কাজটা শেষ
করি ; সেই মুনি এখনি এসে পড়বেন । (সত্বর পরিক্রমণ করিয়া
একান্তে অবস্থান)

কুপিত কৌশিক বিখ্যাত্ত্রের প্রবেশ ।

কৌ ।—

হস্তগত বিদ্যা-নাশে

বুদ্ধি হয় মোর যেই ক্রোধ

দুর্বুদ্ধি সে রাজার

শিষ্টাচারে হয় তার রোধ ।

বৃষ্টি-ধারা-সিক্ত বনে

শুক ইন্ধনের মাঝে

অগ্নি যথা জলে বেগ-ভরে

—সেইরূপ আমারেও

দহিতেছে কোপানল

গূঢ় ভাবে থাকিয়া অন্তরে ॥

(সক্রোধে) রে ছরাস্রা হরিশ্চন্দ্র !

যাবৎ না দেখি তোরে

রাজ্য-সম সত্য হতে

হলি বিচলিত

ভাবৎ-শোনরে বলি—

কিছুতেই মোর ক্রোধ

হবে না শমিত ॥

(দেখিয়া সবিস্ময়ে) এই যে, সেই ছুরাঙ্গা—অথবা মহাঙ্গা—এই-
খানেই উপস্থিত । আচ্ছা, এইবার নিকটে বাই । (তথা করিয়া
সক্রোধে) আঃ ! এখনও আমার স্তবর্ণ দক্ষিণাটা পেলেম না ?
রাজা ।—(সভয়ে) এ কি ! মহর্ষি কৌশিক যে ! মহর্ষি ! অভিবাদন
করি ।

কৌ ।—(সক্রোধে) ধিক্ অনার্য্য ! কি ?—এখনও অলীক মিষ্ট কথায়
আমাকে বঞ্চনা করতে চান ?

রাজা ।—(হাতে কান ঢাকিয়া) মহর্ষি ! মার্জ্জনা করুন ! মার্জ্জনা করুন !

কৌ ।—(সক্রোধে) রে ছুরাঙ্গন ! তুই কেবল অলীক দান করে
আপনার পৌরুষ প্রকাশ করেচিস্ ?—রোন্—রোন্ ।

পূর্ণ হইলেও মাস

দক্ষিণা আমারে তুই

না করিলি দান ।

গুরু মিষ্ট বাক্য লয়ে

হইয়াচিস তুই এবে

হেথা অধিষ্ঠান ?

প্রতিশ্রুত ধন তুই

না করিলি দান মোরে,

হ'ল তাই ক্রোধ মোর

পুনঃ প্রজ্জলিত ;

ষোর শাপানল মোর

হইয়া বিমুক্ত এবে

এখনিরে তোর পরে

হবে নিপতিত ॥

(শাপ-জল গ্রহণ)

রাজা ।—(সভয়ে পদতলে পতিত হইয়া) মহর্ষি ! প্রসন্ন হোন, প্রসন্ন
হোন, মার্জ্জনা করুন, মার্জ্জনা করুন !

স্বর্ধ্যাস্ত-কাল-পূর্বে যদি না শুধি গো আমি

দক্ষিণার ঋণ,

দিও শাপ, কোরো বধ— যাহা ঠাছা তব, আমি

তোমারি অবীন ॥

মহর্ষি ! প্রসন্ন হোন্—আমি এখনি বণিক্-বীথীতে বাছি ।

কৌ ।—(শাপ-জল পরিহার করিয়া) আচ্ছা. তুমি সেই খানে গিয়েই

দিও । আমি দ্বিতীয় স্নান সমাপন করে' এখনি আসুচি ।

(প্রস্থান)

রাজা ।—(হতাশ ভাবে স্বগত)

অহো !

ইহলোকে পরলোকে

একমাত্র যাহা অতি

ভয়ের কারণ

—ধিক্ ধিক্ সেই ঋণে

—পরিণামে ফল যার

অতীব ভীষণ;

যেনা দেখিয়াছে কভু

“মহাজন”-ক্রুদ্ধ মুখ

—সেই মহাজন ॥

(পরিত্রমণ করিয়া সহর্ষে দেখিয়া) এই যে বণিক্-বীথী । (মস্তকে

ভূণ দিয়া ধৈর্য্য-সহকারে) ওগো সাধুগণ !

কোন কার্য্য-অনুরোধে

অন্ত কোন না দেখি' উপায়,

লক্ষ স্রবর্ণের পণে

বিকাইব আমি আপনার ॥

অতএব আপনারা আমাকে গ্রহণ করুন । (আকাশে) কি বল-
চেন ?—কেন আমি এত দারুণ কর্ষে প্রবৃত্ত হয়েছি, এই কথা জিজ্ঞাসা
করচেন ?—এ কথা কেন পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করচেন ?—এর উত্তরে

এই মাত্র বলতে পারি—বিচিত্র এ সংসার । (অস্ত্র গিয়া পুনর্ব্বার
“কোন কার্য্য অনুরোধে” ইত্যাদি) (আকাশে) কি বল্চেন ?—আমার
কিরূপ শক্তি, আমার কি কৰ্ম্ম, কি বিষয় আমি জানি—এই জিজ্ঞাসা
করচেন ? (স্মরণ করিয়া)

যে আদেশ করিবেন প্রভু গো আমারে
পালন করিব তাই আমি অবিচারে ।
প্রভুর আদেশ-বাক্য না করা লজ্জন
—ইহাই ভূত্যের পক্ষে পরম ধরম ॥

(গুনিয়া) কি বল্চেন ?—“বড় বেশী মূল্য হয়েছে, আর কিছু বল”
—এট কণা বলচেন ? (খেদ-সহকারে) ও গো সাধুগণ, আমরা
এক কথার লোক—পুনঃপুনঃ বলতে জানি না—আচ্ছা আপনি
তবে যান ।

(পুনর্ব্বার অনাত্র যাইয়া “কোন কার্য্য অনুরোধে” ইত্যাদি)
নেপথ্যে ।—নাথ ! অত স্বার্থপর হয়ো না । এই মন্দভাগিনীকে প্রথমে
হুথের ভাগিনী করে’ এখন কেন তাকে সে ভাগ দিতে পরাশ্রুধ
হচ্চ বল দিকি ?

রাজা ।—(অপ্রতিভ হইয়া) একি ! দেবী এসেচেন যে ! তবে, আর
অভিলাষ পূর্ণ হল না ।

বালক পুত্রের সহিত দুর্ব্বলা শৈব্যার প্রবেশ ।
শৈ ।—(পূর্ব্বোক্ত কথা বলিয়া মন্দমন্দ পরিক্রমণ করত) আপনারা
আমাকে ক্রয় করুন । যা বলা হয়েছে তার অৰ্দ্ধমূল্য পণে এই
দাসীকে ক্রয় করুন ।

বালক ।—আপনারা আমাকেও ক্রয় করুন ।

রাজা ।—(দীর্ঘ উচ্চ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্বগত) ওঃ ! কি কষ্ট
কি কষ্ট ।

বৃষ্টি-ধারা-বিন্দু যথা তৃণাগ্রে তরল
—ত্যাগিয়াছে লক্ষ্মী মোরে হইয়া চপল ।

সখারাও ত্যাগিয়াছে

অশ্রুসিক্ত করুণ আননে,

পাই নাই সাশ্বনা তো

প্রজাদেরো আশ্বাস-বচনে ।

দারা-পুত্র এবে দেখ

করিতেছে নিজেরে বিক্রয়

—ইহা দেখি' তবু তো গো

না ফাটিল এ ক্রুর হৃদয় ;

তাই মনে ভাবি, ইহা

বজ্র-সারে গঠিত নিশ্চয় ॥

শৈ ।—(আকাশে কর্ণপাত করিয়া) আপনারা কি বলচেন ? কি নিয়মে আমি কাজ করব—এই জিজ্ঞাসা করচেন ? পর-পুরুষের ভজনা, আর পরোচ্ছিষ্ট ভোজন—এই দুইটি করতে পারব না, এ ছাড়া আর সব কাজই করব ;—এই আমার নিয়ম । কি বলচেন ? কে আমাকে এই নিয়মে ক্রয় করবে—এই কথা বলচেন ? তবে যান, আপনাদের তা হলে আমাকে নিয়ে কোন কাজ হবে না । আচ্ছা, কোনও দ্বিজবর দীন-বৎসল সাধু সজ্জন আমাকে বোধ হয় ক্রয় করবেন ।

উপাধ্যায় ও বটুর প্রবেশ ।

উপা ।—বৎস কৌণ্ডিন ! সত্যই কি বাজারে দাসী বিক্রয় হচ্ছে ?

বটু ।—আমি কি উপাধ্যায়-মহাশয়কে মিথ্যা কথা বলচি ?

উপা ।—আচ্ছা তবে সেইখানেই যাওয়া যাক ।

বট্ট ।—যে আজ্ঞে । আশুন উপাধ্যায় মহাশয় আশুন ।

উপা ।—(পরিক্রমণ পূর্বক দেখিয়া সবিস্ময়ে) আহা ! কি সুন্দর এট
পণ্য-বীথিকা !

সুবর্ণের রাশি দেখি’

মনে হয় স্নেহের খনি ;

হেরিয়া ৩-রত্ন-রাশি

মনে হয় সিদ্ধ-বেলা-ভূমি ;

নব ঘন-সম সব

মত্ত হস্তী হেরিয়া নয়নে,

দেখিতেছি বিক্যাচল

—এইরূপ যেন হয় মনে ।

এ বিপণি-কল্ললতা

—ধরিয়াছে পল্লব-অংশুক ;

দেখিয়া কার না মন

লোভ-বশে হয় গো উৎসুক ?

বট্ট ।—উপাধ্যায়-মহাশয় ! ঐ যেখানে খুব লোকের ভীড় হয়েছে, ঐ
বোধ হয় বাজার ; ঐখানে আপনাকে যেতে হবে । (নিকটে গিয়া)
মহাশয়রা, সরে’ যান্, সরে’ যান্ ।

শৈ ।—(বিহ্বল হইয়া) আপনারা আমাকে ক্রয় করুন । (ইত্যাদি)
বাল ।—আমাকেও ।

উপা ।—(দেখিয়া সবিস্ময়ে) এই কি সেই দাসী ? ও গো ! তুমি কি
নিয়মে কাজ করবে বল দিকি ।

শৈব্যা ।—পর পুরুষ ভজনা, ও পরোচ্ছিষ্ট ভোজন—এ ছাড়া আর সব
কাজই করব ।

বাল ।—আমিও ।

উপা ।—(সহর্ষে)—তোমার কাজের নিয়ম বড়ই উত্তম । আচ্ছা, এই নিয়মেই আমার গৃহে থাকো । দেখ, আমার পত্নী অগ্নি-সেবার সর্বদা নিযুক্ত থাকায় গৃহের কাজ ভাল করে' তত্ত্বাবধান করতে পারেন না । আচ্ছা এই সুবর্ণ নেও ।

শৈব্যা ।—(সহর্ষে) যে আক্ষে, অনুগৃহীত হলেম ।

উপা ।—(অনেকক্ষণ দেখিয়া সবিস্ময়ে স্বগত)

মাথায় ঘোমটা দেওয়া, সহজ লজ্জার বশে

আনত শরীর ;

গমন মস্থন অতি

চরণের অগ্রভাগে

দৃষ্টি রহে স্থির ;

মুহমন্দ সুমধুর অল্প কথা কয়,

অঙ্গনার উচ্চকুল ইথে ব্যক্ত হয় ॥

(সচিন্তভাবে) বার একরূপ আকার-প্রকার, তার অবস্থান্তর হওয়াটাইক নয় । আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করা নাক্ । (প্রকাশে) .ওগো তোমার স্বামী কি জীবিত ?

রাজা ।—(নিশ্বাস ফেলিয়া স্বগত) জীবিত পত্নীর এই অবস্থান্তর চক্ষে দেখে সে কি আর জীবিত থাকতে পারে ?

উপা ।—তিনি কি নিকটে আছেন ?

শৈব্যা ।—(সাশ্রু নয়নে রাজাকে অবলোকন)

উপা—(দেখিয়া সবিস্ময়ে) কি !—ইনিই এর স্বামী ! (অনেকক্ষণ দেখিয়া সখেদে)

বৃষ-সম স্বকৃ বার,

মত্তহস্তী-গুণ্ড-সম

বার স্থল দীর্ঘ ভূজবয়,

বিশাল বাহার বক্ষ,

ভুবন রক্ষণ-কার্যো

সে তো হবে সক্ষম নিশ্চয় ।

যে মন্তকে চূড়ামণি

উচিত ভূষণ গণি

—তাহে কিনা দেখি তৃণচয় !

কিরূপে ঘাটিল ইহা ? —অহো ! প্রতিকূল বিধি

কার পরে না হয় নির্দয় ?

১ নিকটে গিয়া সাশ্রলোচনে) মহাশয় ! আমাকে আপনার দুঃখের ভাগী করুন । বলুন, কিজন্ত আপনি এরূপ কার্যো প্রবৃত্ত হয়েছেন ? রাজা ।—(চিন্তা করিয়া বিহ্বল-ভাবে স্বগত) এই সাধু লোকটির বাক্য অন্তথা করা উচিত হয় না । (প্রকাশ্যে) দেখুন সাধু ! সবিস্তারে বলবার এ দেশকাল নয় । তাই, সংক্ষেপে বল্চি শুনুন । ব্রাহ্মণের ঋণে পীড়িত হয়ে আমি এই কাজে প্রবৃত্ত হয়েছি । এর পর, আর অধিক বলতে আমাকে অনুরোধ করবেন না ।

উপা ।—সেই জন্ত এই ধন দিচ্ছি, গ্রহণ করুন ।

রাজা ।—(কর্ণে হাত দিয়া ঢাকিয়া) আমাদের মত লোকের এই ব্রাহ্মণ-বৃত্তি নির্ষদ্ব । আমার প্রতি যদি আপনার অনুকম্পাই হয়ে থাকে, তাহলে আমাকে মূল্যের হিসাবে ধন দান করুন ।

শৈব্যা ।—(ভয়-বাস্ত ভাবে নিকটে আসিয়া সবিনয়ে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া) মহাশয় আমি আপনার কাছে প্রথমে এসেছিলাম, আমাকে ছেড়ে আর কাউকে গ্রহণ করবেন না । আমাকে অনুগৃহীত করুন, আমি আপনার শরণাগত হয়েছি ।

উপা ।—(সাশ্রলোচনে) ও গো !

এ লক্ষার্ক স্বর্ণমুদ্রা

তোমাদের উভয়েরে

করিতেছি দান,

পরম্পরে যুক্তি করি'

বাহা ভাল বুঝ তাই

করহ বিধান ॥

(ধন অর্পণ)

শৈব্যা ।—(গ্রহণ করিয়া সহর্ষে) আ কি সৌভাগ্য ! নাথের প্রতিজ্ঞা-
ভার এখন অর্দ্ধমাত্র অবশিষ্ট রইল, আমিও কৃতার্থ হলেম ।

উপা ।—(স্বগত) এঁদের এই বিহ্বলাবস্থা অবলোকন করাটা আমার
উচিত হয় না ।

(প্রস্থানোদ্যত)

শৈব্যা ।—মহাশয় একটু অপেক্ষা করুন—আমি আমার স্বামীকে ভাল
ক'রে একবার দেখে নি ।

উপা ।—এই কোণ্ডিন্য এইখানে রইলেন । (প্রস্থান)

উপা ।—(রাজার বজ্রাঙ্কলে স্তূর্ণ বঁধিয়া দিয়া) নাথ ! এই দ্বিজবরের
দাসী হতে আমাকে অনুমতি দেও ।

রাজা ।—(বিহ্বল হইয়া) আমি আর কি অনুমতি দেব—প্রবল বিধিই
অনুমতি দিচ্ছেন । (তিরস্কার-সহকারে স্বগত) হতবিধে !

দেবী-পদ দিয়া এঁরে পরগৃহদাসী পুন
করিলে এখন ;

চুড়ার রতন যে গো —তাহারে করিলে তুমি
চরণাভরণ ?

(অতীব করুণভাবে) ওঃ কি কষ্ট !

বিধি-হত মন্দবুদ্ধি এজনের দারাসুত
হইয়া বিক্রীত

সবিতারো শুভ্রমুখ এই কলঙ্কেতে লান
হইল নিশ্চিত ।

(মনস্থির করিয়া প্রকাশ্যে) দ্বিগ্নে !

শশিষ্য ব্রাহ্মণ এই

তব সেব্য জানিবে গো মনে ;

তাঁর পদ্বীরেও তুমি
 পরিচর্যা করিবে যতনে ।
 প্রাণেরে করিবে রক্ষা,
 শিকড়টীকে করিবে পালন ;
 যে আত্মা করিবে দৈব
 হবে তাই করিতে সাধন ॥

শৈব্যা ।—তাই করব ।

(প্রস্থানোদ্যত হইয়া রাজাকে দেখিয়া বিহ্বল-চিত্ত) ,

বটু ।—(সক্রোধে) এসো গো এসো, উপাখ্যায় অনেক দূর চলে
 গেছেন ।

শৈব্যা ।—(অমুনয়-সহকারে) একটু অপেক্ষা করুন—আমি নাথের
 মুখখানি ভাল করে' একবার দেখে নি ।

রাজা ।—(বিহ্বল হইয়া) প্রিয়ে ! ক্ষান্ত হও, ব্রাহ্মণের কষ্ট হচ্ছে ।

শৈব্যা ।—(রাজাকে দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে পরিত্রমণ)

বালক ।—বাবা ! মা কোথায় যাচ্ছে ?

বাজা ।—(সখেদে) যেখানে তোর পিতার কলত্র দাসী হয়ে যাচ্ছে
 সেইখানে ।

বালক ।—ওরে বটু ! মাকে তুই কোথায় নিয়ে বাবি ?

বটু ।—(সক্রোধে) দূর হ, গর্ভদাস ! (ঠেলিয়া ফেলিয়া দেওন)

বালক ।—(অধর-ভঙ্গী-সহকারে পিতা-মাতাকে দর্শন)

উভয়ে ।—(সাক্ষ-লোচনে অবলোকন)

বাজা ।—ওগো ব্রাহ্মণ ! শিশুর অপরাধ ধরতে নেই—আপনার একপ
 করাটা ভাল হয় নি । (বালককে উঠাইয়া শির আত্মাণ ও আলিঙ্গন
 এবং বিহ্বল ভাবে)

ওরে বাছা ! কোপ-ভরে

অধরোষ্ঠি করি' বিক্ষুব্ধ

দেখিছ কি এ পানীর

মায়াহীন নিষ্ঠুর আনন ?

মাংসানী নিকৃষ্ট জীব

—নিজ বৎস প্রিয় নহে বার—

তারো তবু পত্নী প্রিয়,

আমি দেখে উভয়েরি বার ॥

তবে এই চণ্ডালের পিছনে পিছনে কেন আসুচিসু বল—তোমার মায়ের
সঙ্গে যা । (বিহ্বল হইয়া)

শৈব্যা ।—নাথ ! এই হতভাগিনীর উপর দয়া করে' মহর্ষি কি একটু
কাজের শৈথিল্য করবেন না ? (বালককে লইয়া পরিত্রাণ)

কৌশিক বিশ্বামিত্রের প্রবেশ ।

কৌ ।—আঃ ! এখনও আমার দক্ষিণাটা দিলে না ?

রাজা ।—(শুনিয়া সভয়ে উঠিয়া) মহর্ষি ! এখন এই অর্ধেক গ্রহণ
করুন !

কৌ ।—আঃ ! অর্ধেকে কি হবে ? যদি আপনি প্রতিশ্রুত দক্ষিণা
আপনার দেয় মনে করেন, তাহলে সমস্তই দিন ।

নেপথ্যে ।—

ধিক্ তপে, ধিক্ ব্রতে,

ধিক্ জ্ঞানে, ধিক্ তব

পাণ্ডিত্যে শোনো গো ব্রাহ্মণ !

হরিশচন্দ্রের যবে

এই শোচনীয় দশা

করিলে গো তুমি সংঘটন ॥

কৌ ।—(শুনিয়া সক্রোধে) আঃ ! কে আবার ধিক্ শব্দে আমাকে

তিরস্কার করচে ? (উর্ধ্বে অবলোকন করিয়া) এই যে বিমানচারী
বিশ্ব-দেবতারা এখানে উপস্থিত । (সক্রোধে কমণ্ডলু-জল স্পর্শ
করিয়া শাপ-জল গ্রহণ করিয়া) ওরে আত্মজ্ঞান-বর্জিত কৃত্রিম-পঙ্ক-
পাতী ক্ষুদ্রেরা—তোদের ধিক্ !

তোমরা যে পঞ্চজন —কৃত্রকূলে তোমাদের
হইবে জনম ।

তবু দ্রোণাচার্য্য-সুত তোমাদের কুমারে
করিবে হনন ॥

(পুনর্ব্বার উর্ধ্বে অবলোকন করিয়া সহর্ষে) এই যে !

মম দৃষ্টিপাতে ওরা

ভয়ভ্রাসে হইয়া কম্পিত

ষণ্টানাদী রথ-হতে

ব্যোমগর্ভে হতেছে স্থলিত ;

কিরীটের কোণগুলি

ধ্বজ-পটে আছে লগ্ন হয়ে,

কুণ্ডল পড়েছে খসি',

অধোমুখে এইরূপে ভয়ে

নভ-পথে ইতস্ততঃ

কে কোথায় পলাইছে ধৈর্যে ॥

রাজা ।—(উর্ধ্বে অবলোকন করিয়া সত্যয়ে) অহো ! এঁর কি তপঃ-
প্রভাব ! এই তপ-প্রভাব-বশতই হরিশ্চন্দ্র যে কষ্ট পাবে তাতে আর
আশ্চর্য্য কি ! দেখুন মহর্ষি ! আমার কথার আর অন্তথা হবে না

লহ এই অর্থ বাহা

উপার্জ্জিহু বিকাইরা

বনিজা তনয় ;

বাকি অর্দ্ধ দিব আমি

চণ্ডালের নিজ দেহ

করিয়া বিক্রয় ॥

কৌ ।—(সক্রোধে) অর্দ্ধে কি হবে, প্রতিশ্রুত সমস্ত অর্থ একেবারেই দিতে হবে ।

রাজা ।—ওগো সাধুগণ ! “কোন কার্য্য-অনুরোধে” ইত্যাদি ।

চণ্ডাল-বেশে অনুচরের সহিত ধর্ম্মের প্রবেশ ।

ধর্ম্ম ।—(স্বগত) ।

আমা হতে ত্রিভুবন হতেছে রক্ষিত,

সত্য করে মোরে রক্ষা ত্রিলোক-সহিত ।

এ রাজার সত্য তাই পরীক্ষা করিতে

চণ্ডালের দেহ ধরি' এহু অবনীতে ॥

(অনেকক্ষণ ধ্যান করিয়া সন্মুখে) ধ্যান করে' দেখ'চি রাজর্ষি-
হরিশ্চন্দ্রের সমতুল্য আর কেহই নাই । আচ্ছা, তাঁর কাছেই তবে
বাওরা থাক' । (পরিক্রমণ করিয়া প্রকাশ্যে) ওরে সারমেয় ! অর্থের
প্যাট'রাটা সঙ্গে নিয়েচিসুতো ?

অনুচর ।—মহন্তর ! আপনি কি সুবর্ণাগার করবেন—না সুরা পান
করবেন ?

ধর্ম্ম ।—ওরে ! এ সব জিজ্ঞাসার তোর কি প্রয়োজন ? (পরিক্রমণ)

রাজা ।—(“কোন কার্য্য-অনুরোধে” ইত্যাদি । চতুর্দিকে অবলোকন
করিয়া সখেদে) হায় আমি কি হতভাগা ! আমাকে কেহই কিন্তে
চায় না ?—হায় ! আমার দশা কি হবে ! (মুর্ছিত হইয়া পতন)

ধর্ম্ম ।—(তিনিয়া দেখিয়া স্বগত) কি ! এই মহাত্মা ব্যক্তি মুর্ছিত হয়ে পড়ে
আছেন ? আচ্ছা এইরূপ করা বাক' (ব্যস্তসমস্তভাবে নিকটে

আসিরা প্রকাশ্যে) ওরে ওঠ ! আমিই তোকে কিনব—বে স্বর্ণ
মূল্য চাচ্চিস্, এইনে ।

রাজা ।—(সহর্ষে উঠিয়া) ওগো সাধু ! আচ্ছা নিয়ে এসো ; (দেখিয়া
সবিষাদে) বাপু ! তুমি আমাকে কিনতে চাচ্চ ?

ধর্ম ।—হাঁ, আমিই তোমাকে কিনতে চাচ্চি ।

রাজা ।— আচ্ছা, আপনি কে বলুন দিকি ?

ধর্ম ।—

সর্ব্ব আশানের ওগো আমি অধিপতি,

দণ্ডাধ্যক্ষ পুরুষের সুবিশ্বস্ত অতি ।

বধ্যস্থানে নিয়োজিত করেরগো যাহার

—জানিবে গো আমি সেই চণ্ডাল-মশায় ॥

রাজা ।—(আবেগ-ভরে নিকটে গিয়া কোশিকের পদতলে পড়িয়া)

মহর্ষি ! প্রসন্ন হোন্—প্রসন্ন হোন্ ।

অশ্লীল হইব, বিপ্র !

বরঞ্চ দাসত্ব ভব

করিয়া স্বীকার ;

চণ্ডালের দাসত্ব করা

দেখি নাই ওনি নাই

জীবনে আমার ॥

কোশি ।—ধিক্ মুখ ! তপস্বীরা নিজেই যে দাস ; তোমার দাসত্বে
আমার কি কাজ হবে ?

রাজা ।—(সাহুনের) মহর্ষি ! যা আজ্ঞা করবেন, তাই করব ।

কৌ ।—শোনো বিশ্ব-দেবতার! শোনো ! যা আমি আদেশ করব,
তাই তুমি করবে ?

রাজা ।—হাঁ; আমি করব ।

কোশি ।—আচ্ছা তা হলে এই ক্রোতার নিকটেই আত্ম-বিক্রয় করে
আমাকে দক্ষিণা-স্বর্ণ দান কর ।

রাজা ।—(বিহ্বল হইয়া স্বগত) ওহোহো ! এখন উপায় কি ?

(প্রকাশ্যে) যে আক্ষে মহর্ষি । (চণ্ডালের নিকটে গিয়া) ওগো !

স্বজাতি-প্রের্ত ! এই নিয়মে আমাকে ক্রয় কর ।

চণ্ডাল ।—কি তোমার নিয়ম ?

রাজা ।—শোনো :—

ভিক্ষারজীবী হয়ে তব স্পর্শ হতে দূরে

অবস্থিতি করিব গো আমি ।

যহা যাহা আদেশিবে অবিচারে করিব তা

রথ্যাশ্বর-ধারী ওগো আমি !

উভয়ে ।—(সপরিতোষে) ওরে ! আচ্ছা, এই নিয়মই ভাল ; এই
নে সুবর্ণ ! (দূর হতে অর্পণ)

রাজা ।—(গ্রহণ করিয়া সহর্ষে)

অশ্বগী হইয়া এবে ব্রাহ্মণের শাপ হতে

পেছু অব্যাহতি ;

না হইয়া সত্যভ্রষ্ট চণ্ডালের দাসত্ব

প্লাবনীয় অতি ॥

(কৌশিকের প্রতি সাহুনরে) মহর্ষি ! এই সমস্ত ধন গ্রহণ করুন ।

কৌশি ।—(অপ্রতিভ হইয়া) সমস্ত ধনই দেবে ?

রাজা ।—(সাহুনরে) মহর্ষি !—এই গ্রহণ করুন ।

কৌশি ।—(গ্রহণ করিয়া স্বগত) এর পর আমার আর কি বলবার
আছে ?—এখন তবে যাই । (অপ্রতিভ ভাবে গ্রহণ)

রাজা ।—(সবিনয়ে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া) মহর্ষি ! আমার কাল-বিলম্বের
অপরাধ মার্জনা করুন ।

কৌ ।—আচ্ছা, মার্জনা করলেম । (প্রস্থান)

রাজা ।—(চণ্ডালের নিকট গিয়া) ওগো স্বভাতি-শ্রেষ্ঠ !—(এই অর্ঘ্যোক্তি
করিয়া মুখ আবরণ) প্রভো ! আজ্ঞা করুন এখন কি করতে হবে ।

ধর্ম ।—(সপরিতোষে স্বগত) এমন কাজ করতে হবে যা' তুমি পূর্বে
কখন দেখনি, কিছা শোনো নি । (প্রকাশ্যে) ওরে ! দক্ষিণ-
অশানে গিয়ে শবের বস্ত্রাদি অপহরণের জন্য রাত দিন জেগে
থাকতে হবে । আমি এখন স্বগৃহে চলেম ।

রাজা ।—যে আজ্ঞে প্রভু ।

(সকলের প্রস্থান)

ইতি তৃতীয় অঙ্ক ।



চতুর্থ অঙ্ক ।

দৃশ্য—রাজপথ ।

সচিন্ত রাজা ও তাঁহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ চণ্ডালদ্বয়ের প্রবেশ :

চণ্ডালদ্বয় ।—আপনারা সরে' যান মহাশয়রা, সরে' যান ; ইনি বধ্য নন ।

তবে আর এখানে কি দেখ্‌চেন ? কি বল্‌চেন ?—কে ইনি, কোথার বা এঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—এই কথা জিজ্ঞাসা করচেন ? ইনি একজন তপস্বী, আমার প্রভু-মহাশয়ের কাছ থেকে বহু সুবর্ণ গ্রহণ করে' তাঁর দাসত্ব স্বীকার করেছেন, তাই রক্ষণ-কার্য্যের জন্ত এঁকে দক্ষিণ ঋশানে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে ।

রাজা ।—(নিশ্বাস ফেলিয়া স্বগত) কি কষ্ট ! আমার বিপদ-পন্নস্পার আর শেষ নেই—উত্তরোত্তর আরও যেন দারণ হয়ে উঠ্‌চে ।

হইলু এখন আমি চণ্ডালের দাস,
করিতে হইবে ঘোর ঋশানেতে বাস ;
শব-গাত্র হতে বস্ত্র

হরিতে হইবে অবিশ্রান্ত

ঘটায়ে বিপদ এত

তবু দৈব না হইল শাস্ত ॥

(শোক-সহকারে) কথার বে বলে, হুঃখের দ্বারাই হুঃখ অন্তর্হিত হয়, সে ঠিক কথা । পূর্বে দক্ষিণার ঋণের জন্ত আমার মহা হুঃখ উপস্থিত হয়েছিল—এখন আবার এই হুঃখে সেই হুঃখ তিরোহিত হ'ল । (বিহ্বল হইয়া)

কি নিমিত্ত করি শোক ? —প্রজাগণ বন্ধুহারা

অনাথা বলিয়া ?

—হইয়াছে ভৃত্যগণ অসহায়, সুবৎসল

প্রভু হারাইয়া ?

প্রিয়া দ্বিজ-গৃহে দাসী তাই কিগো ?—কিবা শিশু

বৎসের লাগিয়া ?

কিবা চণ্ডালের গৃহে এপাপ-জীবন

দাসত্বে নিবৃত্ত—তাই শোকের কারণ ?

(স্মরণ করিয়া সখেদে)

দুরাধা তপোনিধি বিশ্বাসিত্রে কোনরূপে

প্রসন্ন করিহু হবে

ভূধি' তাঁর ধার

অমনি বহুটা আসি' শিশুরে কেলিল ঠেলি'

—দেখিহু সে অশ্রময়

মুখানি তাহার ;

তদবধি সেই দৃশ্য

অন্তঃশল্য ব্রণসম

অন্তরে অন্তরে দহে

মোরে অনিবার ॥

চণ্ডালদ্বয় ।—আপনারা সরে' যান ইত্যাদি ।

রাজা ।—(চিন্তা করিয়া সখেদে স্বগত) ওহোহো ! কি কষ্ট ! যখন

দেখ্লেম :—

গুরু-ভক্তি-বশে হবে

হরে স্বরাসিত অতি

রোষে-রক্তবর্ণ-আঁখি সেই সে ব্রাহ্মণ

ভূমে নিক্ষেপিল বৎসে ;—

মাতার অঞ্চল ধরি'

কাদিতে লাগিল শিশু ; দেবী গো তখন

অশ্র-ছলছল-আঁধি কোনরূপে অশ্র ক্ধি'

রহিল এ ক্রুর-পরে চাহি বহুক্ষণ ॥

(বিহ্বল হইয়া) হা দেবি !

যদি তুমি হও ওগো স্বর্ধ্য-কুলোচিত বধু

—ওল চন্দ্রকূলে যদি তোমার জনম,

সুন্দরি ! কেমনে বল আমা হেন ভস্ম-স্বপে

স্বতাহতি-সম তুমি হইলে পতন ?

তা ছাড়া, রাজপুত্রি !

যে তুমি গো উপবনে নবমালিকার পুষ্পে

মালা গাঁথি হইতে গো শ্রাস্ত,

সেই তুমি দাস্তবৃত্তি কেমনে করিবে বল

—অনভ্যস্ত তাহে যে নিতাস্ত ॥

চণ্ডালদয় ।—ওরে ! দক্ষিণ আশান কাছাকাছি হয়েছে, এইবার একটু
তাড়াতাড়ি চল ।

রাজা—(দেখিয়া ঐশ্বৰ্য্য-সহকারে) এই যে দক্ষিণ আশান !

এই শকুনির দল অদূর গগন-তলে

অভ্যস্ত মণ্ডল-গতি করি' শতবার,

পুচ্ছাগ্র তুলি উর্ধ্বে, নিশ্চল যুগল পক্ষ

স্থিরভাবে নভস্তলে করিয়া বিস্তার,

শব-মাংস-লোভবশে মুখ-গহভর হতে

বিগলিত লালা-রসে

চঞ্চুপুট করিয়া পূরিত,

শব-দেহ পরে আসি'

বেগ-ভরে হতেছে পতিত ॥

(নেপথ্যে কলরব)

রাজা।—(কর্ণপাত ও অবলোকন করিয়া) অহো! স্বর্গশাসনের কি
ভীতংস রূপভাব!

এই শৃংগালের দল কর্ণ-কটু প্রতিধ্বনি
উঠাইয়া করিছে চীৎকার ।
যেন বধা-হুন্দুভির অশিব নিষ্ঠুর বাদ্য
ঘোর রবে ছায় চারিদিক ।
মড়ার মাখার খুলি তাপেতে ফুটিয়া উঠি'
তাহাতে মস্তিস্ক সব হয় বিগলিত ;
তা'হে অভিষিক্ত হয়ে স্তিমিত জটিল-অগ্র
এইসব হত্যাকান্ড হয় প্রজ্জ্বলিত ॥

(সম্মুখে অবলোকন করিয়া) এই শবও স্পৃহনীয় বলে' আমার এখন মনে হচ্ছে। বাপু শব! সর্বস্বাধারী এই লোনুপ স্বাপদকুল তোমার বাৎস মনের সাথে উপভোগ করচে, তুমিই ধন্ত।

মস্তকে বসিয়া কাক ঠোট দিয়া করে ভেদ
 বুদ্ধিত নয়ন ।
 ওষ্ঠ-প্রান্তে বিনির্গত রসনাথ্র—শৃগাল তা'
 করয়ে ভক্ষণ ।
 কুকুর করয়ে ছিন্ন উদরের অস্ত্রচর,
 গৃধ্রগণ তাহে ছিড় করে ।
 এই হিংস্র জীবগণ বা ইচ্ছা করেনগো তাই
 —শব ও গো ! তোমার উপরে ॥
 অহো ! এই শরীর কি অসার !
 সেই কটি, সেই বক্ষ, সেই মুখ, সেই নেত্র
 সেই ভুরুষর

—সব্ই অপবিত্র এবে —রক্ত, বসা, মাংস-অস্থি
রস-লালাময় ;

—ভীকৃদের ভয়প্রদ বিনীতান্মা পণ্ডিতের
লজ্জার বিষয় ।

তাই বলি, মূঢ় চিত্ত বিষয়ী অজ্ঞান !

কেন বৃথা এই দেহে ক্ষুদ্র অভিমান ?

চণ্ডালঘর ।—(সম্মুখে অবলোকন করিয়া) এই তুঙ্গ-তরু-কুহর-বাসিনী
ভগবতী চণ্ডী কাত্যায়নকে প্রণাম করি । (তথা করণ)

চণ্ড-মুণ্ড-খণ্ডিনী মহিষাসুর মর্দিনী
দেবি ওগো ! নমস্তে নমস্তে !

ভগবতি কাত্যায়নি গজ-চর্ম্ম-আচ্ছাদনি !

রক্ষ' মোরে চণ্ড শূল হস্তে ॥

রাজা ।—(চারিদিকে অবলোকন করিয়া সবিস্ময়ে) অহো ! কাত্যায়নী
দেখ্ চি বিভৎস-উপচার-প্রিয় ।

নির্ম্মাল্য পচাধসা, মৃত-গো-মহিষ-কণ্ঠ-
বিলম্বিত ঘণ্টা কণ্ঠে ধরে ;

ঠনঠ্ঠন্ ঠন্ঠ্ঠন্ ঘোরতর শ্রতিকটু
শব্দে তার শ্রবণ বিদরে ।

পঞ্চাঙ্গুলি-রক্ত-রেখা- -আলপনা বিরচিত
তলদেশে যার

হেন তরু-স্তম্ভে বসি' বলি-লুপ্ত বায়সেরা
করিছে চীৎকার ॥

(অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া প্রণাম-সহকারে)

প্রেত-গতি-বিধারিনি ! প্ৰেত-কায়-বিলাসিনি !

—প্রিয় যার প্রেতের বিমান ;

প্রেতাস্থিতে আছ সাজি, ভইরবী প্রেত-ভোজী

—তোমা আমি করিগো প্রণাম ॥

(নেপথ্যে কলরব)

রাজা ।—(শুনিয়া) অহো ! দিবাবসান হওয়ার বিহঙ্গেরা স্বনীড়ের জন্ত উৎসুক হয়ে, কলরব করতে করতে ঐ দেখ নানা দিক্ হতে উড়ে আস্চে । (পশ্চিমদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) কি আশ্চর্য্য ! দৈবগতি কেহই অতিক্রম করতে পারে না ।

গগনাজনের দীপ এই সেই রবি

—কালরূপ ভুজঙ্গের শিখা-মণি-চ্ছবি—

ক্ষণেক বাড়বানল মুরতি ধরিয়া

দীনভাবে জলধিতে পড়িছে চলিয়া ॥

(চারিদিকে অবলোকন করিয়া সবিম্বরে)

সন্ধ্যা সে বধ্যার সম

—অস্ত্রাঘাত-শোণিত-রঞ্জিত ;

ম্লান সূর্য্যকর যেন

—স্বল্প অগ্নি চিতাদার-স্থিত ;

নর-অস্থি, তারা-রূপে

বিকীরিত রহে নভস্তলে ;

বিশদ নর-কপাল

সমুজ্জল—যেন ইস্কু জলে ;

যন তমো ধূমজাল

—নিশাচর রূপে যেন

ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়ায় ;

অখিল জগৎ হ'ল

কাল-কপালিকের এ

লীলা-ভূমি শ্মশানের প্রায় ॥

চণ্ডালদ্বয় ।—(দেখিয়া) এই যে !

বধ্য স্থানে বধ্য বধ্য কররে গমন,

তথা অন্ত যায় এবে জলন্ত তপন ;

চণ্ডালের দল বধ্য আসে বধ্য-স্থানে

—সেইরূপ তমোজাল হেথা আসি' নামে ॥

রাজা ।—(চারিদিকে অবলোকন করিয়া অশ্চর্য্যের সহিত) এই আশান-
বৃক্ষগুলি এখন অতি গম্ভীর ভীষণ ভাব ধারণ করেছে ।

উড়ি' আসি' তরুতরুে বিশাল কোটর-ঘারে

গেচকেরা করিছে কুজন ;

পাখা-নাড়া দিয়া গৃহ করিয়া অক্ষুট রব

তরু-শিরে করে আগমন ;

শাখা-অগ্রে লম্বমান গলদল শবদের

ঘন ঘোর বসা-গন্ধ করিয়া আত্মাণ,

খসিয়া অনল-শিখা শৃগাল ক্রন্দন-রবে

চাইতেছে সমস্ত এ ভীষণ আশান ॥

একজন ।—(জনান্তিকে) ওরে ! এই দক্ষিণ-আশানে নানা প্রকার
বেতাল আছে, আর, শীঘ্র এখান থেকে যাওয়া বাক ।

অন্ত ।—চল আমরা যাই ।

উভয়ে ।—(প্রকাশ্যে) ওরে, প্রভুর এই আজ্ঞা, তুই এই আশানে ঘুরে
ঘুরে বেড়াবি, আর এখানে থেকে সাবধানে কাজকর্ম করবি ।

রাজা ।—(সহর্ষে) প্রভুর যা আদেশ তাই করা যাবে ।

(নেপথ্যে কলরব)

চণ্ডালদ্বয় ।—(সভয়ে) মাগো ! কি ঘোর নৈশ কলরব ! এইবার
আমরা পালাই ।

(প্রস্থান)

রাজা ।—(ভক্তিতভাবে পরিক্রমণ করিয়া ও দেখিয়া) অহো ! এই
শব-স্থান কি বীভৎস-দর্শন !

পুরানো কুপের সম

গোলাকার কোটর-নয়ন ;

ক্ষুদ্র মাথা, উচ্চ নাসা,

বক্র দন্ত, বিকট বদন ;

শিরাময় জন্মাবয়,

বৃক্ষের কোটর-সম

নিম্ন উদর ।

শিরাজ্বর সন্ধি-স্থান

—হেন প্রেতগণ-বপু

অতি ভয়ঙ্কর ॥

(সকৌতুকে অবলোকন করিয়া) অহো ! এই পিশাচেরা ক্রীড়া-
কলহেও খুব পটু দেখিচি ।

প্রেত-মাঝে কোন জন

পিইতেছে ঘন রক্ত

অস্ত্র-হতে চষক কাড়িয়া ;

অলজ্জিহব অস্ত্র প্রেত

পর-বস্ত্র-বিগলিত

রক্ত পিয়ে চাটিয়া চাটিয়া ।

শোণিতের কণা বাহা

ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ি’

ভূতলে গড়ায়

দীর্ঘ-গ্রীব প্রেত এক

করে তাহা আশ্বাসন

দীর্ঘ রসনায় ॥

(সকৌতুকে অবলোকন করিয়া বিস্মিত)

মূর্খদের পরিহাসের জায় এই পিশাচদেরও কেলি-কৌতুক দেখে চিন্ত-
মাঝে বিরুদ্ধ রসের সঞ্চার হয় ।

কিবা সে মধুর বৃহ

অঙ্গ-ভঙ্গী কামিনীর

—কটাক্ষ স্তম্ভয় ;

আর কিবা এই রক্ত প্রলয়ের উকা-ছাতি
দৃষ্টি পরস্পর ;

কিবা এই সুবিকট দস্তে দস্তে সংঘট
জলিত অনল সম চূষন-নিয়ম ;

কিবা গাঢ় আলিঙ্গন —ঠকাঠ্‌ক ঠকাঠ্‌ক
পঞ্জরে পঞ্জরে ঠেকি' শব্দ বিবম ॥

(সদয় ভাবে অবলোকন করিয়া) ধিক্ । এ দৃশ্য বড়ই বিভৎস !

চিতানল হতে মুণ্ড আকর্ষিয়া, সাধ করি'
তার মাঝে বাহু-অস্থিখানা,

ঠাণ্ডা করিবার তরে কুৎকারি' প্রলয়-বারে
প্রাসরে সে মুণ্ড এক দানা ।

আনন দগধ হয়
খাইতে গিয়া তা' লোভ-বশে ;

সহিতে না পারি তাপ
উগরিয়া ফ্যালে অবশেষে ॥

(স্মরণ করিয়া) এদের দেখবার অশ্রু কুতূহলী হয়ে আর কি হবে ?
এখন তবে প্রভুর আদেশ-মত শ্রমশানের চারিদিকে ভ্রমণ করা যাক্ ।
(পরিক্রমণ করিয়া দেখিয়া) অহো ! নিশীথিনীর কি গভীর
গাভীরা !

সুষ্টি-প্রাণ অন্ধকার চারিদিকে দিগ্বিভাগ
করেছে বিলোপ ;

চরণ স্থলন হয় বিবম ভূমির পরে,
দৃষ্টি-হারা চোখ্ ।

নাহি অস্ত কোন বর্ণ, অজ্ঞনের গিরি হতে
অজ্ঞান গলিত যেন বৃষ্টির ধারায় ;

চারিদিকে একতানে একটি নীলমা ঘোর

বিরাজ করয়ে যেন নিজ মহিমায় ॥

আচ্ছা, উচ্চৈঃস্বরে একবার আমি ডাক দিয়ে দেখি । কে আছ গো
এখানে ? অশানাধিপতি আমার প্রভুর এই আদেশ, তোমরা সবাই
শোনো :—

আমারে না জানাইয়া,

মৃতের কঙ্কল নাহি দিয়া,

কেহ না করিতে পাবে

অশান-উচিত কোন ক্রিয়া ॥

তাই আজ হতে :—

যাহা বলিলাম আমি

অবস্থিত হয়ে হেথা

তোমরা গো করিবে পালন ;

না পারি সহিতে আমি

প্রভুর আদেশ যদি

একটুকু হয় ব্যতিক্রম ।

চতুর্মুখ, দেবরাজ,

বরুণ পবন-সম

ধাকুক না যে কেন হেথায়,

তথাপি হইয়া তার

ঘোরতর প্রতিষন্নি

এই বাহ যুঝিবে তাহায় ॥

এ কি । কেহই যে উত্তর দেয় না । আচ্ছা, অন্তর গিরে বলি ।

(পরিক্রমণ করিয়া) কে আছ গো এখানে ?

নেপথ্যে ।—আমি আছি গো ।

রাজা ।—(হৈর্য্য-সহকারে) এই বে, উত্তর দিচ্ছে । আচ্ছা এই শব্দের
অনুসরণ করে' জানা যাক লোকটা কে । (পরিক্রমণ করিয়া
নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সন্নিহ্নে) এ কে ?

খটোজ ধারণ করে,

ভস্মে অঙ্গ হয়েচে রঞ্জিত ;

নর-অস্থি-অলঙ্কারে

রমণীয় কাস্তি উদ্ভাসিত ;

করে শোভে নৃ-কপাল

নৃ-করক শোভে শিরদেশে ;

সাক্ষাৎ কি ভূতনাথ

আইলেন হেথা নিজ বেশে ?

(কাপালিক বেশে ধর্ম্মের প্রবেশ)

ধর্ম্ম ।—আমি গো আমি ।

অযাচিত-ভাবে আসি’

লোক-দ্বারে করি ভিক্ষাবৃত্তি,

নিস্তরঙ্গ পঞ্চেন্দ্রিয়

এবে মোর হয়েছে নিবৃত্তি ।

সংসার মহাশ্মশান

—তাহারে গো করি’ বিসর্জন,

বীভৎস শ্মশানে এই

এবে দেখ করি বিচরণ ॥

(চিন্তা করিয়া) সেই ভগবান কৃত্র মহাব্রত সাধন করে’ উচিত কাজই করেছিলেন । সংসার-বন্ধন-হীন স্বেচ্ছাচারীদের এই একমাত্র পবিত্র উৎকৃষ্ট পন্থা । কিন্তু :—

দিনে একবার ভিক্ষা,

এক তপ, এক ক্রিয়া

—সহজ সে সব ;

কিন্তু গো আত্মার মাঝে

অদ্বৈত আত্মারে দেখা

সেইতো দুর্লভ ॥

(চারিদিক অবলোকন করিয়া আশঙ্কার সহিত স্বগত)

আমা হতে হয় রক্ষা এসব ভুবন ;

ভুবনে, ও মোরে সত্য করয়ে রক্ষণ ।

পরীক্ষিতে এ রাজার সত্য,সবিশেষ

আইলু হেথায় আমি ধরি' এই বেশ ॥

(চিন্তা করিয়া সবিস্ময়ে স্বগত) আশ্চর্যা ! শোকগ্রস্ত রাজা হরি-
শ্চন্দ্রের চরিত্র দুঃখ-পরম্পরা ছাড়া আর কিছুই নয় । অথবা,
মহাত্মাদের প্রকৃতিই এইরূপ । কেননা :—

সুখ কিম্বা দুঃখ, কিম্বা সেই মত কোন বস্তু

নিয়ত কি আছে এ জগতে ?

বিবেকের ধ্বংশ-হেতু সুখ-দুঃখে বিজড়িত

হয় লোকে জীবনের পথে ।

মহাত্মা-লোকের হেথা আছে কোন মনোবৃত্তি

সর্ব-বিজয়িনী

—যাতে সুখে সুখ বোধ কিম্বা দুখে দুঃখ বোধ

না হয় কখনি ॥

আচ্চা, তাঁরই নিকটে যাওয়া যাক । (পরিক্রমণ করিয়া ও দেখিয়া
শ্রাব্য-সহকারে) এই যে সেই মহাত্মা—এইবার নিকটে যাই । (তথা
করিয়া) রাজন্ ! সকল-মনোরথ হোন্ !

রাজা ।—আপনি দেখচি একজন কঠোর-ব্রতী নির্ভাচারী সাধু—আপ-
নাকে আগত সন্তোষণ করি ।

কাপালিক ।—আপনার নিকটে আমি ভিক্ষার্থী হয়ে এসেছি ।

রাজা ।—(লজ্জিত)

কাপা ।—লজ্জিত হয়ে না ; বোগ-দুষ্টিতে আমি তোমার সমস্ত হৃদয়

অবগত আছি । তথাপি এরূপ অবস্থাতেও তোমার অতীষ্ট দানে দারিদ্র্য নাই জান্বে । দেখ :—

সাধুগণ সাধ্যমত যে-কোন-প্রকারে করে
পর-উপকার, পর-হিত ;
অমাবস্থাতেও ইন্দু বনস্পতিরে কত
রসদানে না করে বঞ্চিত ॥

তাই বল্টি, মনোযোগ দিয়ে শোনো ।

রাজা ।—বলুন, আমি মন দিয়ে শুন্টি ।

কাপা ।—

শুটিকা, অঞ্জন, বজ্র, দৈত্যাকনা, রসায়ন
ধাতু-বাদ আছে বিধি যত
—সে সব বেতাল-সিদ্ধি শোনো ওগো মহারাজ,
আছে মোর করতলগত ।
তাই বলি, দেখ ভাবি' বিদ্য-আচ্ছাদনে যেন
এ সমস্ত না হয় আবৃত ॥

অতএব, যাতে বিদ্য-সকল দূর হয় তাই আপনি আদেশ করুন ।

রাজা ।—দেখুন সাধক ! যোগ-বলে আপনি তো জানেনই, আমার এ শরীর আমার অধীন নয় ; তাই, যে কাজ আমার প্রভুর স্বার্থ বিরোধী নয়, সেই কাজই আমি করতে পারি ।

কাপা ।—রাজন্ ! এ কাজে এমন কি আছে যা আপনার প্রভুর স্বার্থ বিরোধী ? দেখুন, আপনার আজ্ঞামাত্রেরই আমার অতীষ্ট সাধ হতে পারে । এই স্থানের অনতিদূরে সিদ্ধরসের একটি মহানি আছে, সেইটি হস্তগত করবার জন্তই আমার এই উদ্যোগ । আপ এখানে সতর্ক হয়ে থাকবেন, দেখবেন যেন বিদ্য-শূল এসে আপনার কাজের অন্তরায় না হয় । (প্রস্থান)

রাজা ।—(সগর্বে চারিদিকে পরিক্রমণ করিয়া) দূর হ বিঘ্নেরা, আমাদের এই পরিসরের মধ্যে তোরা কখনই আসূতে পাবিনে ।

নেপথ্যে ।—যে আজ্ঞা রাজন্ !

স্বয়ম্বর শ্রেয় বিদ্যাগণ

হইয়াছে আজি মুক্তদ্বার,

সিদ্ধিগণ দিবে বাহা চাও ;

কে লজ্জাবে আদেশ তোমার ?

রাজা ।—(সহর্ষে) কি আশ্চর্য্য ! বিঘ্নেরা আমার কথা শুনুলে যে দেখ্‌চি ; কি সৌভাগ্য ! কি সৌভাগ্য !

বিমানচারী বিদ্যাগণের প্রবেশ ।

বিদ্যাগণ ।—(সহসা নিকটে আসিয়া) রাজন্ ! হরিশ্চন্দ্র ! তোমার কি সৌভাগ্য !

কৌশিক দারুণ মুনি

বাহাদের তরে তিনি

করিলেন তব প্রতি ক্রুর আচরণ

সেই বিদ্যাগণ মোরা

—তব বিপদের মূল—

হইয়াছি উপস্থিত হেথায় এখন ॥

রাজা ।—(দেখিয়া সবিস্ময়ে স্বগত) কি ?—বিশ্বামিত্রের মত উগ্রতপা ঋষিও বাদের বশ করতে পারেন নি, সেই ভগবতী ত্রিবিদ্যা কি এঁরা ? (প্রকাশে অজলিবদ্ধ হইয়া) নমস্কার, ত্রিলোক-বিজয়িনী বিদ্যাধের নমস্কার !

বিদ্যাগণ ।—রাজন্ ! আমরা আপনার অধীন, বা ইচ্ছা আমাদের আজ্ঞা করুন ।

রাজা ।—ভগবত্তিগণ ! যদি আমাকে আপনাদের অমুগ্রহ-পাত্র বলে' মনে করে' থাকেন, তা হলে আমার প্রার্থনা, আপনারা কৌশিকের

নিকটে গিয়ে উপস্থিত হোন্ ; তা হলে শুনির নিকটে আমি
নিজেকে নিরপরাধী বলে' সমর্থন করতে পারব ।
বিদ্যাগণ ।—(সবিস্ময়ে পরস্পরের প্রতি অবলোকন করিয়া) রাজন্ !
তাই হোক ।

সিদ্ধি-রসনিধি স্বক্কে লইয়া, বেতাগণকর্তৃক অনুমৃত
হইয়া কাপালিকের প্রবেশ ।

কাপালিক ।—(সহসা নিকটে আসিয়া) রাজন্ ! এই সিদ্ধিরস-মহা-
নিধি আপনি সৌভাগ্যক্রমে লাভ করেছেন । অতএব, ভগবান
রসেন্দ্রকে এখন আপনার কাজে লাগান ।

যাহার প্রয়োগমাত্রে

এড়াইয়া মরণের হাত

অমর-লোকের মার্গ

অনায়ে পাইয়া অচিরাৎ

সিদ্ধগণ বিচরণ

করে সেই মক-শিরোপরি

যেথা প্রস্ফুটিত হয়

ইষ্ট-কল্প-দ্রুমের মঞ্জরী ॥

রাজা ।—না না, এ দাসত্বের বিরুদ্ধ ; এতে প্রভু বঞ্চিত হতে পারেন ।
কাপা ।—(সবিস্ময়ে স্বগত) অহো আশ্চর্য্য ! আচ্ছা তবে এইরূপ বল
যাক । (প্রকাশে) তা যদি হয়, তা হলে সকলজ দাসত্ব মোচনো-
ন্মূল্য-স্বরূপ এই মহানিধিটি আপনি গ্রহণ করুন ।

রাজা ।— তা কিরূপে হবে ? কেননা, শাস্ত্রকারেরা দাস-ভাবে ধন
সম্পর্ক-হীন বলে' মনে করেন । তবে, এ ধন প্রভুর নিমিত্ত গ্রহণ
করা যেতে পারে—সেই জন্তই পরিত্যাগ করা উচিত নয় । আপনা
যদি মত হয়, তা হলে প্রভুর জন্ত এই গুপ্ত ধন আমি গ্রহণ করি

কাপা ।—(সবিস্ময়ে স্বগত) অহো ! কি ধৈর্য্য, কি জ্ঞান, কি মহাহু-
ভাবকতা ! অথবা :—

বিচলিত হয় গিরি যুগান্ত-প্রলয়-বারে
হইয়া তাড়িত ;
ধীরের অটল মন কষ্টে পড়িয়াও তবু
নহে বিচলিত ॥

অতএব, আমার পুনঃ পুনঃ বলাতেও কোন ফল হবে না । (প্রকাশে
বেতালের প্রতি) বাপু ! যাও, এই রাজার অভীষ্ট সাধন কর ।
বেতাল ।—(প্রণাম করিয়া) যে আজ্ঞে সাধক ।
(প্রস্থান)

কাপা ।—(চারিদিকে অবলোকন করিয়া) রাত্রি প্রায় প্রভাত হ'ল ।
এইবার তবে সাধন করা যাক্ ।

রাজা ।—দেখুন সাধক এই দীন জনের প্রস্তাবটা যেন স্মরণ থাকে ।

কাপা ।—রাজন্ ! দেবতার তোমার প্রস্তাব স্মরণে রাখিবেন ।
(প্রস্থান)

রাজা ;—(পূর্বদিক অবলোকন করিয়া প্রসন্ন ভাবে) এই যে !

যন তম ভেদ করি', প্রাতঃসন্ধ্যা অরুণেরে
পুরোভাগে করিয়া স্থাপন,
ঐ দেখ সূর্য্যদেব জগৎ-হিতের তরে

পূর্বদিকে উদিত হইছে এখন ॥

আমিও তবে ভগবতী ভাগীরথীর তীরে উপস্থিত হয়ে প্রভুর আদেশ-
অনুযায়ী কাজ করি ।

(প্রস্থান)

ইতি শ্মশান-চরিত নামক চতুর্থ অঙ্ক ।

পঞ্চম অঙ্ক ।

বিকৃত মলিন বেশে রাজার প্রবেশ ।

রাজা ।—(হতাশ ভাবে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া) ওঃ ! কি কষ্ট, কি কষ্ট !

শক্রতা মুনিবরের, মহাদগ্গণের ত্যাগ,

দারাপুত্রের বিক্রয়,

দাসত্ব এ চণ্ডালের —দুর্বার পাপের ফল

এ সকল নিশ্চয় ।

মৃত-আত্মা ক্রুর আমি এই সব ফল ভুগি

যে পাপের লাগি,

না জানি গো সেই পাপ কি ঘোর দারুণ, আহা !

তাই আমি ভাবি ॥

(বিহ্বল-ভাবে) অহো ! ভবিতব্যতা কি বলবতী ! কেননা :—

ক্রুর মুনি বিশ্বামিত্র

—তঁার সেই কোপের প্রভাবে

নভগ্রীব হয়ে আমি

হারাইছি রাজ্য-লক্ষ্মী আগে ;

পরে মুনি দয়া করি’

না লইলা যেই তিন নিধি

—সেই দারা, পুত্র, আত্মা

হরিল গো এ নিষ্ঠুর বিধি ॥

(চিন্তা করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিহ্বল ভাবে) আহা !

কুশাগ্রী প্রেয়সী মোর বিধুরা হইয়া
প্রতি নিশি করে শোক আমার লাগিয়া ;
কি দিয়া দাসত্ব মোর করিবে মোচন
অনুদিন করে সে গো তাহারি চিন্তন ;
মিলনের আশে শুধু বেঁচে আছে প্রাণে,
এ মোর চণ্ডাল-দশা সে তো নাহি জানে ॥

শত-ধাত্রী কোলে লয়ে পারিত না করিতে গো
প্রশান্ত বাহায়

—সেই তুই কেমনে রে অকাতরে নিদ্রা যাসু
লুটায়েরে ধরায় ?

শত নৃপ বার আজ্ঞা আনন্দিত মনে সদা
করিত পাণন

—সেই তোরে আজ্ঞা করে এবিধ কিনা শাস্ত্রবিৎ
বত বটুগণ ॥

(অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কৰুণভাবে)

এ মোর মন্তকোপরি সমস্ত বিপদ কেন
হোকনা পতন ;

আমি তো গো করিয়াছি সাদরে তাদের সবে
স্বাগত ভাষণ ।

কার্য্য করি' সুস্থ মনে যাহারা গো আছে,
বিপদ সম্পদ তুল্য তাহাদের কাছে ।

তোর লাগি ওরে বৎস এই দুঃখ আজ

—অকস্মাৎ শিশু তুই, না করিলি কাজ,

অথচ নির্ভর দৈব সর্পের মতন

অহেতু সহসা তোরে করিল দংশন ॥

(আশঙ্কার সহিত)

হউক পাপের শাস্তি

—বাছাটির অমঙ্গল

হোক প্রতিহত ;

কিছু না করিল তবু

ঘটালে এ দশা তার

নির্ভর বিধাত !

(বামাস্কি ও দক্ষিণ বাহু স্পন্দনে হরষিত হইয়া)

নাচে মোর বাম চক্ষু

দক্ষিণ এ বাহু মোর

হতেছে স্পন্দন ।

বিপদ সম্পদ মোর

উভয়ি ইহাতে যে গো

হতেছে সূচন ॥

(চিন্তা করিয়া) অথবা, বিপদ সম্পদের চিন্তা করে' আর কি হবে ?
ছুরাঙ্গা হরিশ্চন্দ্র ছই পর্যাণ্ডরূপে ভোগ করেছে ।

অতঃপর যে বিপদ

সেই তো গো সম্পদ আমার ;

মরণই তো এবে মোর

পাপ-মুক্তি-সম্পদ-দুয়ার ॥

তাড়াতাড়ি চণ্ডালের প্রবেশ ।

চণ্ডাল ।—ওরে ! পুত্রের—

রাজা ।—(আশঙ্কার সহিত) বাপু ! পুত্রের কি হয়েছে ?

চণ্ডাল ।—ওরে ! যেখানে প্রিয় পুত্রের পাশে শুয়ে একজন ত্রীলোক
পার্শ্ব-পরিবর্তন করতে করতে ককণস্থরে রোদন করচে, সেইখানে

শীঘ্র গিয়ে তার শুদ্ধ কঙ্কলটি হস্তগত করগে । আমি এখন প্রভুর কাছে যাচ্ছি ।

(প্রস্থান)

রাজা ।—(পরিক্রমণ)

নেপথ্যে ।—যাছরে ! বাছারে ! তুই কোথায় গেলিরে ?—উত্তর দে ।

রাজা ।—(শুনিয়া সক্রোধ ভাবে) ওহোহো ! কি দারুণ বিলাপ !

বিহ্বলভাবে শৈব্যার প্রবেশ ।

শৈব্যা ।—যাছরে ! বাছারে ! তুই কোথায় গেলিরে ?—উত্তর দে ।

পিতার মত তুইও কি এই হতভাগিনীকে ত্যাগ করে গেলি ? এই কি তোর উচিত ? (মুচ্ছা)

রাজা ।—(শুনিয়া দেখিয়া বিহ্বলভাবে) কি ?—এ হতভাগিনীও স্বামী-পরিত্যক্তা ? অহো ! সর্বত্র সর্ব-প্রকারেই হতবিধির নির্দয়তা !

শৈব্যা ।—(ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিয়া) সে কি এইখানে আছে ?—কোথায় গেল আমার বাছা ? (দেখিয়া পরিক্রমণ করিয়া) কেন রে বাছা আমার সঙ্গে কথা কচ্চিস্ নে ? আমি এখানে একাকিনী, আমার ষড়্ ভয় কচ্ছে । দেখ্ চিস্ নে, এ একটা মহাশ্মশান ? (উন্মাদ-সহকারে) কি বল্ চিস্ ? উপাধ্যায়ের জ্ঞাত ফুল তুলতে গিয়ে কোটর থেকে বেরিয়ে একটা কাল-সাপে কামড়েচে ? (সভয়ে) কোথায় সেই কাল-সাপ ?—আমাকে কেন কামড়ায় না ? (চারিদিকে অবলোকন করিয়া) মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা ।—কোথায় এখানে কাল-সাপ ? (উপবেশন করিয়া ক্রোধভাবে) ওঠ্ রে বাছ ওঠ্ ! উপাধ্যায়ের অজিহ্ম বিষপত্রগুলি নিয়ে আয় । তাঁর হোমের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে—সকল ব্রহ্মচারীদেরই ফিরে আসবার এই সময় । কি ?—(উঠাইতে উদ্যত হইয়া আবেগ-সহকারে) তবে কি তুই

আমাকে ফেলে দূরে চলে গেচিনু ? হায় আমার কি হবে ! আমার সর্বনাশ হল রে ! (মূর্ছা)

রাজা ।—(বিহ্বল হইয়া) কি কষ্ট ! কি কষ্ট ! এই কথাগুলি নির্ভর বিধাতারও দুঃশ্রাব্য ।

শৈব্যা ।—(সংজ্ঞা লাভ করিয়া তিরস্কার-সহকারে) হা নাথ ! দেখ, এই কোলের বাছার কি দশা হয়েছে । তোমার দেখ্‌চি মায়ী-মমতা কিছুই নেই ; নিশ্চিন্ত হয়ে তুমি এখন কোথায় আছ বল দিকি ? তুমি আমাকে এই আদেশ করেছিলেন যে, “দেখো, বালকটিকে সযত্নে পালন কোরো”—আমি পাপীরসী সে কথা কৈ আর রক্ষা করতে পার্নেম ?

রাজা ।—(সবিশেষ কৰুণভাবে) অহো ! এই বিলাপ কি মর্শ্বস্পৃক !

শৈব্যা ।—(পুত্রের প্রতি অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ও দেখিয়া) বাছা রে ! এই তোর চাঁদ-পারা উজ্জ্বল কপালটি, এই তোর সেই ধারে-ধারে-লাল নিক্ত পদ্মল খবল চোখ্‌ দুটি, এই তোর সেই সুগঠিত অস্থি-বদ্ধ কঠিন প্রশস্ত বক্ষ ; তবে এই শরীরে পোড়া বিধি কিসের অলক্ষণ দেখ্‌লেন ? আর আমার সেই সত্যব্রত নাথের চরিত্রে ও আমার চরিত্রেই বা কি দোষ দেখ্‌লেন ? তবে দেখ্‌চি ধর্ম্ম-সর্ব-প্রকারেই অমূলক, লক্ষণাদি অপ্রামাণ্য, বিজ্ঞান-বেত্তারা মিথ্যাবাদী । কেননা, গণ্যকারেরা—সামুদ্রিক-বেত্তারা আমাকে কতবার বলেছে, তোমার এই পুত্র বংশধর হবে, দীর্ঘায়ু চক্রবর্তী রাজা হবে ; তা, এই হতভাগিনীর কপাল-দোষে সবই যে মিথ্যে হল ।

রাজা ।—(আশঙ্কার সহিত) কি ? আমার সযত্নে কি কিছু বল্‌চে ?
(ভাল করিয়া দেখিয়া সাক্ষ-লোচনে) একি এ ।

মস্তকটি ছত্রাকার

প্রশস্ত ললাট-দেশ

নয়ন বিস্তৃত ;

চক্রাঙ্কিত পদধর, করে পদ্য-চিহ্ন, বাহ
 আত্মহুলস্থিত ;
 দেহ-মধ্য ক্রীণ অতি সুবিশাল বক্ষস্থল,
 স্থূল কটি, সংকীর্ণ উদর ;
 নিশ্চয় গো এই শিশু নৃপ-কুণ্ডল হবে,
 — রাজ-চিহ্ন দেখি যে বিস্তর ॥

(স্মরণ করিয়া বিহ্বলভাবে) আমার রোহিতাশেরও তো এইরূপ
 বয়স, তাই আমার হৃদয়ে শঙ্কা হচ্ছে ।—না না, তা কখনই নয় ।
 শৈব্যা ।—(তিরস্কার-সহকারে আকাশে) মহর্ষি কৌশিক ! তোমার
 মনস্কামনা এখন পূর্ণ হ'ল ।
 রাজা ।—(আবেগ-সহকারে) কি ?—মহর্ষি কৌশিককে তিরস্কার করতে ?
 কেন তবে পরজ্ঞী বলে' সন্দেহ কর্চি ? এ নিশ্চয়ই শৈব্যা ।
 (অনেকক্ষণ দেখিয়া করুণভাবে) না, আর কোন সন্দেহই নেই ।
 কেননা ;—

সেই করুণার্জ-বাণী বিশ্বয় হলেও যাহা
 দৈবৎ গম্ভীর ;
 সেই সে ভ্রমর-নীল কুটিল লুলিত কেশ
 শোভে ওই শির ;
 সেই কুশ অঙ্গুলি সহসা দেখিলে যাহা
 অতি কষ্টে হয় অভিজ্ঞান ;
 সেই কান্তি, যথা কোন পুরাণো মলিন চিত্র
 রেখামাত্রে হয় অনুমান ॥

হা বৎস রোহিতাশ ! কোথায় তুমি ? উত্তর দেও । (মূর্ছিত হইয়া
 পতন, পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া রোহিতাশের মুখ অবলোকন করিয়া)

হার আমি কি হতভাগ্য ! এর শৈশবের দন্তোদগমের সময়টা আমার মনে পড়চে ।

মঙ্গল শুগ্গল দিয়া

রচিত হইত এর

আলুলিত স্তম্ভ জটাবলি ;

মুখটি শোভিত যেন

মধুপ-দলিত পদ্ম

—এবে সেই ছাতি গেছে চলি ॥

হা বৎস রোহিতাশ্ব ! সূর্য্যকুল-নবপন্নব ! হা হরিশ্চন্দ্র-হৃদয়নন্দন !
কুপিত কৌশিকের দক্ষিণা ঋণ পরিশোধের তুই তোরে প্রধান পণ্য !

যজ্ঞ-কার্য্যে না করিলে দেবের তর্পণ,

ধন আদি না করিলে অর্থীয়ে অর্পণ,

কুলোচিত স্তম্ভ ভোগ না হল তোমার,

বশের সৌরভ তব না হল বিস্তার ;

ক্ষার-ভূমি-স্থিত বট-বীজের সমান

নিষ্ফল হইয়া চলি' গেলে স্বর্গধাম ॥

মস্তক না হ'ল তব

অপবিত্র অভিষেক-নীরে

—দানে হস্ত,—পদদ্বয়

অরপিয়া শত্রুজন-শিরে ;

বাহু তব না হইল

কিণার লাঙ্ঘিত ওরে

টানি' ধনুর্গুণে,

প্রতিপদ-চক্রসম

হইয়া উদয় হ'লি

বিলুপ্ত গগনে ॥

(চিন্তা করিয়া) এখন দেবী বিলাপ কচ্ছেন, এখন কি ও'র নিকটে
গিয়ে আত্ম-পরিচয় দেব ? না, হতভাগিনী এখন পুত্র-শোকে মগ্ন

হচ্ছেন, এখন আমার দশা-বিপর্যয়ের কথা ওঁর কাছে প্রকাশ করে' ওঁকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। (আপনাকে অবলোকন করিয়া) ছরাস্রা হতভাগ্য হরিশ্চন্দ্র !—এখনও কেন তোর মরণ হচ্ছে না ? এর পর আরও না জানি কি দেখতে হবে। (মূর্চ্ছিত হইয়া পরে ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিয়া) ছরাস্রা, হতভাগ্য হরিশ্চন্দ্র ! এখনও যখন এই দক্ষ প্রাণ বিসর্জন করচিস নে, তবে কি আত্মঘাতীর নরক হতে আপনাকে রক্ষা করতে ইচ্ছা করচিস ?—ধিক্ মুর্থ !

বরঞ্চ গো “অন্ধ-তম”

নরকেতে হইব মগন,

পুত্র-মুখ ইন্দু যদি

নাহি পুন হয় গো দর্শন ॥

অপিচ :—

অন্ধ-তম, আর সেই ভইরব পুং-বীটী,

ভয়ঙ্কর অসিপত্র-বন ;

রউরব, শালমলী— এই সব নরকেও

নাহি হয় যন্ত্রণা তেমন

—তনয়-বিরোগ-শোকে স্নাতীত্র যন্ত্রণা হৃদে

অবিরত হয় গো যেমন ॥

আর বিলম্ব করে' কি হবে। আচ্ছা তবে ভাগীরথীর ধারে গিয়ে এই পুত্র-শোকানল নির্কীর্ণ করি। (ধীরে ধীরে পরিক্রমণ, পরে স্মরণ হওয়ার সত্তরে) ওহো ! আমি যে নিভাস্ত পরাধীন, সে কথা ভুলে গিয়েছিলাম। (চিন্তা করিয়া বিহ্বলভাবে) ওঃ ! কি কষ্ট কি কষ্ট !

যন্ত্র গো স্বাধীন জন, মরণে পায় সে শাস্তি

—হৃৎখের নির্কীর্ণ ;

আত্মবিক্রয়ী যে গান্ধী স্বাধীন নহিক হয়
ত্যাগিয়াও প্রাণ ॥

(বিহ্বলভাবে) হায় ! আমি কি হতভাগ্য, আমার সে আশাও নাই ।

ধইর্য্যাই এ দুঃখের
এক মাত্র ঔষধ উত্তম ;
অধোগতি হবে, যদি
প্রভু-আজ্ঞা করি অতিক্রম ॥

(আত্ম-সংযম পূর্বক) এখন তবে এই হৃদয়ের অসহ্য শোকায়
বিবেক-বারিতে নির্বাণ করে' প্রভু-আজ্ঞা পালন করি ।

কেননা :—

অনাদি সে ব্যক্ত মধ্যে —অব্যক্ত আদি অন্তে
জানিবে গো বিভ্রমের বশে :
এই যে জগৎ দেখ— পঞ্চত্ব প্রকৃতি তার
—পঞ্চরূপে গঠিত হয় সে ।
সংসার অর্ণবের বীচি-ভঙ্গ প্রবাহের
উদ্ভিদল সম
জানিবে গো এই সব পুত্র কলত্রাদির
বিয়োগ মিলন ।
জানী অন, মোহ-ছড়া না জানেন অস্ত্র কোন
শোকের কারণ ॥

শৈব্যা ।—(সংজ্ঞা লাভ করিয়া) এই পোড়া প্রাণ কেন এখন
আমাকে ত্যাগ করচে না ? (অশ্রু মোচন করিয়া) আজ্ঞা ত
এই প্রশ্ন-তরুতে আপনাকে বদ্ধন করে' আত্মহত্যা করি ।

রাজা ।—(দেখিয়া ভয়-ব্যস্ত হইয়া) ওহোহো ! আবার যে একটা ঘোর বিপদ উপস্থিত । আমি কি হত্যাভাগ্য ! এখন তবে আমি কি করি ? (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা তবে এইরূপ বলি—(অস্ত্র দিকে গিয়া)—“ধন্য গো স্বাধীন জন” ইত্যাদি ।

স্বকর্ণ-বিচিহ্ন-কলে পরলোকে ভিন্ন পথে

হেথা হতে লোক সবে

করয়ে প্রয়াণ ।

পরলোক-তত্ত্বজ্ঞেরা তাই ত্যজি’ ভব-মায়ার

মোহ-ক্ষেত্রে এ ধরায়

করে তুচ্ছজ্ঞান ॥

শৈব্যা ।—(শুনিয়া সভয়ে পাশ-রজ্জু ত্যাগ করিয়া) হা ধিক্ হা ধিক্ ! মরণের মহোৎসবে মুগ্ধ হয়ে আমি আমার দাসস্বত্ত্ব বিন্ধিত হয়েছি । তা হলে জন্মান্তরেও যে আর আমি এই দাসস্বত্ত্ব হতে মুক্ত হব না ; ভগবন্ ! দেব ! স্বামীকেও যে তাহলে আর পাব না ; ভগবান তাহলে যে আমার সর্বনাশ করবেন । এখন তবে কিছু কালের জন্ত এই ঘোর দশাবিপর্ষায় সহ্য করি ; এখন তবে দ্বিজবরের সমুচিত সেবা গুপ্তধর্ম করে’ ব্রত উপবাস নিয়মে আপনার শরীরকে শোধন করি—যাতে এই মনুষ্য-লোকে এই হতভাগিনীর আর জন্ম না হয় । (চিন্তা রচনা) ।

রাজা ।—(দেখিয়া সক্রোধভাবে) এইবে ! কালোচিত অনুষ্ঠানে এখন উনি প্রবৃত্ত হয়েছেন । (স্বগত) সাধু দেবি ! সাধু ! এই অবস্থাতেও উনি কুল-মর্যাদা অতিক্রম করেন নি । আচ্ছা এখন তবে আমি নিকটে গিয়ে প্রভুর আজ্ঞা পালন করি । (তথা করিয়া বিহ্বলভাবে) দেবি ! (এই বলিয়া মুখ ঢাকিয়া) মহাভাগে !

আমারে না জানাইয়া!

মৃতের কবল নাহি দিয়া

কেহ না করিতে পাবে

অশান-উচিত কোন ক্রিয়া ॥

এখন তবে মৃতের কবলখানা আমাকে দেও । (বাপ্পাচ্ছন্ন নেত্রে কর প্রসারণ) ।

শৈব্যা ।—(ভীত হইয়া) ওরে বাপু ! একটু দূরে দাঁড়া—আমিই তোমার কাছে নিরে যাচ্ছি ।

রাজা ।—(লজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান) ।

শৈব্যা ।—(রোহিতাস্থের শরীর হইতে বস্ত্র খুলিয়া অর্পণ করিতে গিয়া হস্ত দেখিয়া সবিস্ময়ে স্বগত) কি ! যে হস্তে চক্রবর্তীর লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, সেই হস্ত কিনা এই রূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত ? (সরিয়া গিয়া প্রীতি অঙ্গ ধীরে ধীরে অবলোকন করতঃ চিনিতে পারিয়া) কি ?—নাথ ? (সভরে) হা নাথ ! রক্ষা কর, রক্ষা কর । (ভূতলে পতন) ।

রাজা ।—(সরিয়া গিয়া) দেবি ! আমি চণ্ডাল-স্পর্শে দূষিত, আমাকে স্পর্শ করো না ।—শাস্ত হও, শাস্ত হও ।

শৈব্যা ।—(সংজ্ঞালাভ করিয়া) হা ধিক্ ! হা ধিক্ ! একি এ !

রাজা ।—আর কি—স্বকর্ণের পরিণাম । হুঃখ করে' আর কি হবে ?—ওটা নিরে এসো ।

শৈব্যা ।—(বিহ্বল হইয়া অর্পণ) (আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি) (উভরে পরস্পরের প্রতি অবলোকন)

রাজা ।—কি !—আকাশ হতে পুষ্প-বৃষ্টি ?

(নেপথ্যে) ।—আহা ! এ হরিশ্চন্দ্র নৃপতি ধীমান

—কিবা তার ক্রমা, ধৈর্য্য, কিবা তার দান!

কিবা তার শীল, সত্য, কিবা তার জ্ঞান !

শৈব্যা ।—(শুনিয়া স্নান সাহকারে) নাথের গুণ-কীর্তন করে' কে
আমার হৃদয়কে এখন আশ্রিত করচে ? নাথের যদি এইরূপ
অবস্থান্তর হয়ে থাকে, তাহলে সমস্ত ধর্মই অমূলক, সকলই অরণ্যে
রোদন, সকল বিজ্ঞানই অন্ধকারে নৃত্য ।

ধর্মের প্রবেশ ।

ধর্ম ।—মহাপতিব্রতে ! মহারাজ হরিশ্চন্দ্র ! কি ?—আমি অমূলক ?
—আমি অকারণ ? দেখ :—

সত্য, দান, যজ্ঞ-কর্ম, অস্ত্র রাজাদের বাহা
ছল'ভ নিশ্চিত,
পবিত্র শাস্ত্র সেই ব্রহ্ম-লোক দিতে আমি
হেথা উপস্থিত ॥

আর বিষয় হয়ো না । বৎস রোহিতাশ্ব ! ওঠো ! ওঠো !
রাজা ।—(দেখিয়া সহর্ষে) কি ?—সেই ভগবান ধর্ম ? ভগবন্ !
অভিবাদন করি ।

শৈব্যা ।—ভগবন্ ! প্রণাম করি ।
রোহিতাশ্ব ।—(ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন)
ধর্ম ।—

হও বৎস সমাশ্রিত
—পিতা তব ধর্মে সুরক্ষিত ;
পাল' প্রজা দীর্ঘকাল
তুমি পুন হইয়া জীবিত ॥

রোহিতাশ্ব ।—(উঠিয়া) কি ?—মা ? কে তোমাকে এখানে নিয়ে এল ?
শৈব্যা ।—জাহ্ন ! আমার অর্ঘ্য ।

ধর্ম ।—বৎস ! এই ব্রহ্ম-লোকের অতিথি তোমার পিতা দেখ তোমার সম্মুখে ।

রোহিতাশ্ব ।—ভাত ! রক্ষা কর, রক্ষা কর । (ভূতলে পতন)

রাজা ।—(নিকটে গিয়া) বৎস ! আমি চণ্ডাল-স্পর্শে দূষিত, আমাকে স্পর্শ কোরো না ।

ধর্ম ।—রাজন্ !

তোমাতে পত্নীয়ে যিনি করিলেন ক্রয়
সম্মতিক ব্রাহ্মণ তিনি জানিবে নিশ্চয় ।
চণ্ডাল বলিয়া যারে ভাবিতেছ মনে
তোমার রাজ্যও আছে তাঁহারি সদনে ।
জানিতে এ গুহ্যতত্ত্ব শোনো গো রাজন্ !
দিব্য চক্ষু তোমা এবে করিছু অর্পণ ॥

কে আছে এখানে ?

(একজন অনুচরের প্রবেশ)

অনুচর ।—আজ্ঞা করুন, ভগবন্ !

ধর্ম ।—এই দিকে এসো ।

অনুচর ।—আজ্ঞে এসেছি ।

ধর্ম ।—মহারাজ ! আপনি বিমানে আরোহণ করে' দিব্য চক্ষু দিবে এই সমস্ত অবলোকন করুন ।

রাজা ।—যে আজ্ঞে ভগবন্ ! (দিব্য-বিমানে আরোহণ হইয়া ধ্যান করত) দিক্ ! কি ভ্রম ! কি ভ্রম ! বিদ্যাদের পেয়ে পরিতুষ্ট হইয়া মহর্ষি কৌশিক, সচিবদের হস্তে আমার রাজ্য যে কিরিরে দিরাছেন দেখ্চি ।

ধর্ম ।—রাজন্ ! আপনার সত্য পরীক্ষা করবার জন্তই মূনি ঐরূপ করেছিলেন, রাজ্যার্থী হয়ে নয় ।

আর কোন ভয় নাই । এই সমস্ত এখন বিগতরূপে অবলোকন করুন ।

রাজা ।—(পুনর্বীর ধ্যান করিয়া আনন্দে) দেবি ! কি সৌভাগ্য !

তোমার গো ক্রেতা যিনি স্বভাব-দয়ানু সেই
 দ্বি-জনমা দম্পতি শিব পারবতী ;
 যোরো ক্রেতা ধর্ম নিজে সেই হেতু মম মোর
 শল্য-বিমুক্ত হয়ে শান্ত সম্প্রতি ॥

ধর্ম ।—এখন তবে পৃথিবী-রাজ্যে বৎস রোহিতাশ্বকে অভিষেক করা হোক ।

রাজা ।—যে আজ্ঞে ভগবন্ ।

ধর্ম ।—আসন আসন, ছত্র ছত্র, চামর চামর, ভূঙ্গার ভূঙ্গার ।
 অনুচর ।—

এনেছি এ সিংহাসন
 দীপ্যমান মানিক্য-খচিত ;
 এই ছত্র, শরচ্ছত্র
 প্রভা যেন করে বিকীরিত !
 হেম-দণ্ড এ চামর
 —প্রসারিত জোছনা-ধবল ;
 সপ্ত-পিঙ্গু হতে এই
 ভূঙ্গারেতে আনিয়াছি জল ॥

ধর্ম ও হরিশ্চন্দ্র ।—(রোহিতাশ্বের অভিষেক)

ধর্ম ।—(উর্ধ্বে অবলোকন করিয়া) কি সৌভাগ্য, কি সৌভাগ্য ! ঐ

চণ্ডকৌশিক ।

দেখ বিমানচারী দেবতারাও রোহিতাশ্বের অভিব্যেক-মহোৎসবে
অভিনন্দন করচেন ।

এই সব নদীগণ তীর্থ-জনে পূর্ণ করি’

আছে ধরি’ সহস্র কলশ ;

সুস্বাদু অতি ঘোর গভীর হৃদুভি নাদে

আচ্ছন্ন হল দিক দশ ;

বরষি’ মন্দার রাশি নৃত্য করে ওই দেখ

সুরাজনাগণ ;

নিজ নিজ অংশ দিয়া লোকপালগণ করে

নৃপ আরাধন ॥

“তর্জন-তৎপর ক্রুদ্ধ কৌশিকের সাথে এবে

হইবে সাক্ষাৎ ;

এ অনাধগণে ছাড়ি’ কোথা যাও এ সময়ে

—লহ সঙ্গে নাথ ।”

এই কথা বলে যারা সাক্ষনেজে দ্বানমুখে

—তাদের ফেলিয়া

কেমনে গো ব্রহ্মলোকে আশ্রয়ন্তরী-সম আমি

যাইব চলিয়া ॥

। :—রাজন ! স্বকর্ণকলে বাদের বিচিত্র বিভিন্ন স্বভাব হয়েছে, সেই
সমস্ত প্রজাদের ভাগ্যে ব্রহ্মলোক কি করে’ ঘটবে বল ?

জা ।—

অনেক, অগাধকাল প্রজাদের সঙ্গে থাকি’

তাহাদেরি লোকে আমি

করিব বিহার ;

মোর যে সঞ্চিত পুণ্য —কণামাত্র লভি' তার

লঙ্কুক গো সেই লোক

বাহা গো আমার ॥

ধর্ম ।—(সবিস্ময়ে) অহো ! এই রাজর্ষির অলৌকিক চরিত্র ! রাজন্ !
তোমার এই পুণ্য দানে, তোমার আরও পুণ্য সঞ্চয় হল ; তাই,
এই পুণ্যের বলে, তোমার সহিত তোমার প্রজাদেরও স্বাধ্বত
ব্রহ্মলোক লাভ হল । এখন বল, আর কি প্রিয়কার্য তোমার
করতে পারি ।

রাজা ।—ভগবন্ !

বিদ্যা-লাভে মহর্ষির আমা-পরে মিথ্যা ধ্বংস

হ'ল অন্তর্হিত ;

শিশুটিও লভি' প্রাণ

চক্রবর্তী নৃপ-পদে

হল প্রতিষ্ঠিত ;

তোমারেও দেব আমি করিছু প্রত্যক্ষ,
আরো গো লভিছু আমি ব্রহ্মের সালোক্য
আর কি এখন বল করিব প্রার্থনা,
এ-চেয়ে প্রিয় তো আর কিছুই দেখিনা ॥

তথাপি আমার এই প্রার্থনা :—

মহী হোক আনন্দিত সাধু সমাগমে ;

লঙ্কুক সমৃদ্ধি বহু শতের উদ্গমে ।

ভূপাল বিজয়ী হোন্ ;

কবির প্রবন্ধে বাত

গুণ-কণা থাকে গো প্রচ্ছন্ন

গুণগ্রাহিগণ তাহা

গ্রহণ করেন যেন

তার প্রতি হইয়া প্রসন্ন ॥

খিনি এই নাটকের

প্ররোগ আবেশ করি'

বহু অলসার হেথ

রাশি রাশি করিলেন দান

— সেই "কার্তিকেয়" নৃপ — অগতে তাঁহার কিস্তি

কবি-বশ-সাথে-সাথে

হইয়া গো বেন আশ্রয়ান

কীর-সমুদ্রেরো পারে

বিচরণ করে অবিরাম ॥

(সকলের প্রস্থান)



বিজ্ঞাপন ।

বিক্রেয় পুস্তক ।	মূল্য ।
পুরুষিক্তম নাটক ...	১।০
অক্ষমতী নাটক ...	১।০
সরোজিনী নাটক ...	১।০
পুনর্বসন্ত (গীতিনাট্য) ...	১।০
বসন্ত লীলা ঐ ...	১।০
ম্যানভল ঐ ...	১।০
অলৌকিক বাবু (প্রহসন) ...	১।০
হিতে বিপরীত ঐ ...	১।০
হঠাৎ নবাব ঐ ...	১।০
অভিজ্ঞান শকুন্তলা (বঙ্গানুবাদ) ...	১।০
উত্তর-চরিত ঐ ...	১।০
রত্নাবলী ঐ ...	১।০
মালতী মাধব ...	১।০
বুদ্ধা-রাক্ষস ...	১।০
মুচ্ছকটিক ...	১।০
মালবিকাগ্নিমিত্র ...	১।০
বিক্রমোর্কশ ...	১।০
মহাবীর-চরিত ...	১।০

সরলিঙ্গ-গীতি-মালা ঐ ২।০ (ডোয়ারকিন কোম্পানীর
দোকানে প্রাপ্য) । অত্র পুস্তকগুলি ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট
শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে এবং ২০২ নং মজুমদার কোম্পা-
নীর পুস্তকালয়ে প্রাপ্য ।

প্রবোধ-চন্দ্রোদয় কাটক

কল্যাণীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গার্ভাস ৭৩ খ্রঃ

কলিকাতা

B/B

4843

প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটক ।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক
অনুবাদিত ।

কলিকাতা

১২৫১১ বট্‌লু লেন, ভারতমিহির বস্ত্রে,
সাহাঙ্গল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

১৯০৭ ।

মূল্য ১৭ টাকা ।

Acc. No. 10027

Date- 29.3.96

Item No. ৬/৪ - 4843 (২)

Don. By

পাত্রগণ ।

পুরুষবর্গ ।

হৃদধার ।

কামদেব—মনের প্রবৃত্তি-পক্ষের পুত্র এবং মহামোহের অহুচর ।

বিবেক—মনের নিবৃত্তি-পক্ষের পুত্র, ও নিবৃত্তি-পক্ষের রাজা ।

দম্ভ—লোভের পুত্র ।

অহঙ্কার—মনের প্রবৃত্তি-পক্ষের পুত্র এবং মহামোহের অহুচর ।

বটু—দম্ভের পরিচারক ।

মহামোহ—মনের প্রবৃত্তি-পক্ষের পুত্র, ও প্রবৃত্তি-পক্ষের রাজা ।

চার্কা—মহামোহের অহুচর ।

লোভ—অহঙ্কারের পুত্র ;

ক্রোধ—মনের প্রবৃত্তি-পক্ষের পুত্র এবং মহামোহের অহুচর ।

দিগম্বর সিদ্ধাস্ত—পাশও মতাবলম্বী ও মহামোহের অহুচর ।

বৌদ্ধমতাবলম্বী তিব্বু ও কাপালিক সোমসিদ্ধাস্ত—মহামোহের অহুচর ।

বস্তুবিচার ও সন্তোষ—বিবেকের অহুচর ।

বিনীত—বিবেকের দূত ।

মন—আত্মার পুত্র ।

সকল—মনের মন্ত্রী ।

বৈরাগ্য—মনের নিবৃত্তি-পক্ষের দ্বিতীয় পুত্র ।

আত্মা—বিবেকের পিতামহ ।

নিদিধ্যাসন—বিমুক্তির আত্মীয় ।

প্রবোধচক্র—বিবেকের পত্নী ।

দ্বীবর্গ ।

রতি—কামদেবের দ্বী ।

মতি—বিবেকের দ্বী ও উপনিষদের সপত্নী ।

উপনিষৎ—বিবেকের আর এক দ্বী ।

ভূষণা—লোভের দ্বী ।

হিংসা—ক্রোধের দ্বী ।

বিভ্রমবতী—মিথ্যাদৃষ্টির (নাস্তিকতা) সহচরী ।

মিথ্যাদৃষ্টি—মহামোহের উপপত্নী ।

শাস্তি—শ্রদ্ধার কন্যা ।

করুণা—শাস্তির সখী ।

সাত্বিকী শ্রদ্ধা

ব্যাস-সরস্বতী (বেদান্ত)

মৈত্রী, ক্ষমা—বিষ্ণুভক্তির দাসী ।

দিগম্বর-সিদ্ধান্তের মতাবলম্বিনী শ্রদ্ধা,

সোম-সিদ্ধান্তের মতাবলম্বিনী শ্রদ্ধা,

বৌদ্ধ ভিক্ষুর মতাবলম্বিনী শ্রদ্ধা,

বিষ্ণুভক্তির সহচরী ।

—ইহার তামসী শ্রদ্ধা ।

প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটক ।

মধ্যাহ্নে যেমতিগো মার্গও-মরীচিকা
জলের প্রবাহ বলি'
মনে হয় অজ্ঞান বশতঃ,
সেটরূপ যে তব্বরে পঞ্চভূতময় এই
ত্রৈলোক্য বলিয়া মনে
সহসাগো হয় প্রতিভাত,
পরে, পুষ্প-মালিকার সর্প-কার-ভ্রম-সম
জ্ঞানীদের সন্নিকটে
যার ভ্রান্তি হয় অন্তর্ধান
—সেই সে আনন্দ-বন সুবিমল তেজোময়
আত্মজ্ঞান-প্রকাশক
পরম আশ্রয় করি ধ্যান ॥

অগিচ :—

অন্তর্নাড়ী-নিরমিত বায়ু-বোগে বাহা উঠে
ভ্রমরকু করি' অতিক্রম,
শান্তি-প্রিয় আত্ম-মাঝে প্রগাঢ় আনন্দরূপে
সকল বা' হয় উন্মীলন,

অর্জু-শেখর, সেই

যোগীন্দ্র-ললাট-দেশে

নেত্ররূপে যাহার উদয়,

সেই সে জগদ-ব্যাপী

অস্তরস্থ জ্ঞান-জ্যোতি

—হউক তাঁহার জয় জয় ॥

নান্দ্যন্তে সূত্রধার ।

সূত্র ।—অতিবাহল্যে প্রয়োজন নাই । সমস্ত সামন্তগণের চূড়ামণির
কিরণ-ছটায় যার চরণকমল উদ্ভাসিত, নরসিংহের জ্ঞান যিনি প্রবল
শত্রুগণের বক্ষ বিদীর্ণ করেছেন, প্রবণতর নরপতিকুলরূপ প্রবল-
মহার্ণবে যখন মেদিনী মগ্ন ছিল, তখন যিনি তাকে বরাহজবতা-
রের জ্ঞান উদ্ধার করেন, যার নিগন্তব্যাপী কীর্তি-বোষণায়
লোকের ঐশ্বর্য বিবর পরিপূরিত, যার প্রতাপানলের শিখা সমস্ত
চারিদিকে নৃত্য করচে, সেই শ্রীমান্ গোপাল আমাকে এইরূপ
আদেশ করেছেন :—

“আমার স্বভাব-সুহৃদ রাজা কীর্তিবর্মার দিগ্বিজয়-ব্যাপারে আমি
নিযুক্ত থাকার, পরম ব্রহ্মানন্দের পরিবর্তে, বিবিধ বিষয়-রসের
আনন্দনেই আমার বহু দিবস অতিবাহিত হয়েছে । এখন আমার
কৃতকার্য হয়েছি, এখন :—

নৃপতির বিপক্ষে ।

হইরাছে সম্পূর্ণ দমন ;

খ্যাতনামা অমাত্যেরা

বহুমতী করিছে রক্ষণ ;

নৃপতি-বস্তুক এবে

অলঙ্কৃত সাম্রাজ্য-মালায়

—সাগরী বসুন্ধরা

যেরা বধা দিছে-মেখলায় ।

অতএব আমরা এখন শান্তি রসাপ্রিত কোন নাটকের অভিনয়ে
‘আত্মবিনোদন করতে ইচ্ছা করি । ইতিপূর্বে শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র, প্রবোধ-
চন্দ্রোদয় নামক যে নাটকখানি রচনা করে’ তোমার হস্তে দিয়ে-
ছিলেন, সেইটি আজ শ্রীকীর্তিবন্দ্যার সম্মুখে তোমার অভিনয় করতে
হবে । আর, পরিষদের সহিত রাজারও এই অভিনয় দেখবার জন্ত
কৌতূহল হয়েছে ।” আচ্ছা তবে এখন গৃহে গিয়ে, গৃহিণীকে ডেকে
সঙ্গীত আরম্ভ করে’ দেওয়া যাক ।

(পরিক্রমণ ও নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া)

এইদিকে একবার এসোতো ঠাকুরণ !

নটীর প্রবেশ ।

নটী ।—এই আমি এসেছি ; আজ্ঞা কর, কি করতে হবে ।

হুজ ।—প্রিয়ে, তোমার ভো জানাই আছে, যিনি প্রতিপক্ষ ভূপতিগণের
বিপুল সৈন্তারণ্যে নিজ প্রজ্বলিত প্রতাপ-বাহু বিস্তৃত করে’ ত্রিভুবন-
বিবর আলোকিত করেচেন, ষাঁর কীর্তি বিশ্বব্যাপিনী ; যিনি কেবল
অসিমান-সহায় হয়ে’ অস্ত্র রাজাদের সবলে জয় করে’, কীর্তিবন্দ্য
ভূপতিকে পুনরবার রাজ্যে অভিষিক্ত করেচেন ; আরও :—

যে সকল রণভূমে

আজিও গো উন্মদ

রাক্ষস-ভরুণিগণ

কর আশ্ফালিয়া দেয় নৃ-কপালে তাল,

সেই তাল-ধ্বনি-সাথে

পিশাচ-অজনাগণ

একত্র মিলিয়া সবে

যন্ত হয়ে’ নৃত্য করে অতীব করাল,

সেই সম রণভূমে

এচও কুণ্ডিত বাহু সবে

করি-কুন্তে হুকারিয়া

বশোগান গাহে ঘোর হবে ।

তিনি এখন শাস্তি-পথে প্রস্থান করার, আত্ম-বিনোদনের জন্য প্রবোধ-চক্রোদয় নামক নাটক অভিনয় করতে আমাকে আদেশ করেছেন ।

অতএব, তুমি এখন নটদের বেশভূষার সুসজ্জিত হ'তে বল ।

নটী ।—(সবিস্ময়ে) কি আশ্চর্য্য ! যিনি নিজ বাহুবলে সকল নৃপ-মণ্ডলকে পরাজিত ও শত্রু-বর্ষণে অর্জুজিত করে', যশস্কেত্রে মৃত তুরঙ্গের তরঙ্গ উঠিয়েছিলেন, নিরস্তর-নিপতিত শরজালে বিখণ্ডিত শত সহস্র উত্তম মাতঙ্গ-পর্কিত সৃজন করেছিলেন ; ব্রহ্ম প্রচণ্ড ভূদণ্ড-মন্দারের আঘাতে, কর্ণরাজের পদাতি-সৈন্য-সাগর মহন করে' বিজয়-লক্ষ্মী লাভ করেছিলেন, তাঁর চিন্তে কিরূপে এখন সুনিগম-শাস্ত্র শাস্ত্রিসের উদয় হ'ল বল দিকি ?

সূত্র ।—দেখ প্রিয়ে ! ব্রহ্মজ্যোতিঃ স্বভাবতঃই শাস্ত ; কোন কারণ বশতঃ বিকার প্রাপ্ত হ'লেও, পরে আবার সে স্বভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় । দেখ, সকল ভূপাল-কুলের ক্রম প্রলয়-কালান্বিত-স্বরূপ চেদিরাজ কর্ণ, চক্রবর্তীর আধিপত্যের মূলচ্ছেদ করার, সেই আধিপত্য পুনঃপ্রতি-ষ্ঠিত করার জন্যই তিনি এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'য়েছিলেন । দেখ:—

কল্যাণে মহা-সিদ্ধ

হইয়া গো সংকোচিত

পৃথিবীর শেষ গিরি

করয়ে লঙ্ঘন,

পরে সেই মহোদধি

হইয়া প্রশান্ত স্থির

আপন সীমার পুনঃ

করে আগমন ॥

আরও দেখ, ভগবান নারায়ণ জগতের হিতের নিমিত্ত অংশরূপে

কিতিতলে অবতীর্ণ হ'য়ে, পৌরুষের কার্য সকল সম্পাদন করে', পরে আবার শান্তিলাভ করেন। পরশুরামও আর এক দৃষ্টান্তহল :—

একবিংশতি বার বহুসংখ্য নৃপতির
বসামাংস মসৃতিহ-পঙ্কের মাঝারে,
বিগলিত রুধিরের সরিৎ-সলিল-স্রোতে
অভিষেক করিলা গো যিনি আপনারে ;
নৃপ-বাহুচ্ছেদ-পটু স্ত্রীতীক্ষ্ণ পরশ দিয়া
বধিলেন যিনি বাল-বৃদ্ধ-বনিতারে
—নিজ বীর্যে পৃথ্বী-ভার করিয়া লাম্বব,
উচ্ছেদ করিয়া রণে নৃপকুল সব,—
প্রজ্জ্বলিত-কোপ সেই ঋষি আমদণ্ড্য
তপ করি' হন শেষে শান্তিরসে মগ্ন ॥

সেইরূপ, ইনিও এখন জয়লাভ করে' পরম শান্তি-নিষ্ঠা লাভ করে-ছেন। যেমন বিবেক প্রবল মোহকে পরাভূত করে' তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদন করে, সেইরূপ এই গোপালও কর্তাকে পরাজিত করে' মহারাজ কীর্তিবন্দ্যার আধিপত্য স্থাপন করেচেন।

নেপথ্যে।—আরে পাণিষ্ঠ নটীঘর ! কি ?—আমরা জীবিত থাকতে, বিবেকের নিকট আমাদের প্রভু মহামোহের পরাজয়ের কথা বল্চিলি ?
স্বত্ব :—(সত্যের দেখিয়া) এই বে !

উত্তম পীরর কুচে করিয়া পীড়ন
ছই ভূজে রতি ধারে করে আলিঙ্গন
—এ হেন শ্রীমান্ কাম, নরনের অভিমান
মদযুগিত-লোচন,

প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটক ।

মাতারে অগত-জনে

ওই দেখ রতি মনে

হেথা করে আগমন ॥

দেখে মনে হয়, আমার কথায় উনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন ; অতএব এখান
থেকে আমার চলে যাওয়াই প্রেরঃ ।

(প্রস্থান)

ইতি প্রস্তাবনা ।

কাম ও রত্নির প্রবেশ ।

[illegible]

हा हा हा !

রমণীয় হৃদয়তল,
 স্নানস্নান নবীনা নারিকী,
 ভ্রমর-গুঞ্জিত লতা,
 বিকচ ফুল নবমালিকা,

—এসব অমোঘ অস্ত্র বরষি' যখন আমি
করি বিশ্ব জয়,
কোথা থাকে তখন সে বিবেক-বিভব, আর
প্রাৰোধ-উদয় ?

রতি ।—নাথ ! আমার মনে হয়, বিবেকই মহারাজ মহামোহের বিষম
 শত্রু ।

কান্না।—প্রিয়ে! বিবেকের নাম মাত্রেই কেন তোমার মনে এই জ্বী-
হুলভ ভয় উপস্থিত হল বন দিকি? দেখ সুন্দরি!

ধাকিতে গো মোর এই পুষ্পময় বাণ, আর
 পুষ্প-শরাসন,
 সুরাসুর-বিখলোক মুহূর্ত্ত করিতে নারে
 ঠৈরজ ধারণ ॥

তুমি তো জানো :—

অহল্যার উপপতি হন সুরপতি,
 ব্রহ্মা হন অমুরক সঙ্ঘা-বালা প্রতি,
 গুরুর পত্নীরে ইন্দু করিল ভজনা,
 আমা-হতে অপথে কে, না যার বলনা ?
 বিশ্বনাশে এ বাণের হয় কি গো শ্রম ?
 —অনারাসে করিবে সে বিষয় সাধন ॥

রতি ।—সে কথা সত্য ; তবুও এই মহা-সহায়-সম্পন্ন শত্রুকে ভয় করতে
 হয় ; কেন না, শুনুতে পাই, বম-নিরমাদি এঁর অমাত্য ।

কাম ।—প্রিয়ে ! এই যে সব বিবেকের প্রবল অমাত্য দেখছ, আমরা
 আক্রমণ করবামাত্রই এরা পলায়ন করবে । দেখ :—

দাঁড়াইতে পারে কি গো আমার সম্মুখে কত
 তপস্তা, সন্ন্যাস, ব্রহ্মচর্য্য ?

—অহিংসা ক্রোধের কাছে ?—লোভের সম্মুখে, সত্য,
 অপ্রতিপ্রাহিত্য অচৌর্য্য ?

বাদের মানসিক বিকার নেই, তারাই বম, নিরম, আসন, প্রাণারাম,
 প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি সাধন করতে পারে ; তা ছাড়া
 জীলোকেরাই ওদের মারণ-দেবতা, সুতরাং তারা আমাদের আয়ত্তের
 মধ্যে । কেননা :—

সুন্দরী কামিনীদের বিলাস ও পরিহাস
 দরশন, শ্রবণ, ভাষণ,

কেলি-আলিঙ্গন আদি— জেনো মনো-বিকারের

এই সব বধেই কারণ ॥

বিশেষতঃ আমাদের প্রভুর প্রিয়পাত্র মদ, মান, মাৎসর্য্য, দম্ব,
লোভাদি, এই বম-নিরমাদিকে বধন আক্রমণ করবে, তখন তারা
নিশ্চয়ই আমাদের রাজ-মন্ত্রী-অধর্ম্মের শরণাগত হবে ।

রতি ।—ওনেছি নাকি, তোমাদের ও শমদম প্রভৃতির উৎপত্তি-স্থান
একই ।

কাম ।—প্রিয়ে ! কি বলো, উৎপত্তি-স্থান একটী ? শুধু তা নয়, আমাদের
জনকও একই ।

মারাতো, ঈশ্বর-যোগে প্রথমেই মন নামে

স্ববিধাত পুত্র এক

লভিল জনম ;

পরে সেই মন পুন ত্রিলোক করিয়া সৃষ্টি

মোদের এ কুল-ধর

করিল সৃজন ॥

ঐর প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি নামে দুই ধর্ম্মপত্নী ; তার মধ্যে, প্রবৃত্তিতে
যে কুল উৎপন্ন হয় সেটি মোহামোহ-প্রধান ; আর, নিবৃত্তিতে যে
কুল উৎপন্ন হয়, সেটি বিবেক-প্রধান ।

রতি ।—আচ্ছা নাথ ! যদি তোমাদের জনক একই হল, তবে
ব্রাহ্মগণের মধ্যে পরস্পর এরূপ শত্রুতা কেন ?

কাম ।—প্রিয়ে !

এক ত্রব্য-ভোগকারী ব্রাহ্মগণ-মাঝে

শত্রুতা তো একগুণে এসিদ্ধই আছে ।

পৃথ্বীরাজ্য-ওরে, দেখ কুরুপাতুগণ

লোক-ক্ষয়কারীযুদ্ধ করিল বিশ্বম ॥

এই সমস্ত জনও আমাদের পিতার উপার্জিত, আমরা পিতার প্রিয় পুত্র বলে' আমরাই সমস্ত আক্রমণ করেছি । আর, তারা রাজ্য অধিকার করতে পার্চে না বোলে, পিতাকে ও আমাদের বিনষ্ট করতে উদ্যত হয়েছে ।

রতি ।—(কর্ণ আবরণ করিয়া) ও পাপ কথা শুনতে নেই । তারা কি কেবল বিষেষ বশতই এই পাপ কার্যে প্রবৃত্ত হয়েছে ? সে বাই হোক, এখন এর উপায় কি ?

কাম ।—প্রিয়ে ! এর কিঞ্চিৎ নিগূঢ় কারণ আছে ।

রতি ।—নাথ ! সে কারণটা প্রকাশ কচ্চনা কেন ?

কাম ।—প্রিয়ে ! তুমি জ্বালোক, স্বভাবতঃ ভীক, এই জন্তই পাপিষ্ঠ-দের সেই দারুণ কার্যের কথা তোমার কাছে বল্চিনে ।

রতি ।—(সভরে) নাথ ! বল না, সে কিরূপ কাজ ?

কাম ।—প্রিয়ে ! ভয় পেরোনা ; এইরূপ জনশ্রুতি আছে, আমাদের এই বংশে কাল-রাজি-রূপা বিদ্যা নামে এক রাক্ষসীর জন্ম হবে ; সেই হতানদের এই একমাত্র আশা ।

রতি ।—ওমা কি হবে ! তোমাদের কুলে রাক্ষসী ?—শুনে যে আমার হৃৎকম্প হচ্ছে ।

কাম ।—প্রিয়ে ! এ কেবল জনশ্রুতি ।

রতি ।—আচ্ছা, সেই রাক্ষসী জন্মে কি করবে ?

কাম ।—প্রিয়ে ! এইরূপ আকাশ-বাণী আছে :—

সেই আদি-পুরুষের গৃহিনী যে মারা
—পরশ না করিয়াও পুরুষের কায়া—
মন নামে পুত্র এক করে সে প্রসব,
তাহাতে অক্লিল ক্রমে এই লোক সব ।

বিদ্যা নামে কড়া পুন তাঁর কুলে করিয়া গো

অনম গ্রহণ

পিতা মাতা ভ্রাতৃগণে— সমস্ত আপন কুলে

করিবে ভক্ষণ ॥

রতি ।—(ভয়ে কম্পমান হইয়া) নাথ ! রক্ষা কর ! রক্ষা কর ! (তর্ভাকৈ
আলিঙ্গন)

কাম ।—(স্পর্শস্থখে স্বগত)

তরলিত আঁখি-ভারা,

দৃষ্টিটি আকুল-পারা,

আধীর নয়ন ।

উদ্ভ্রম স্তনধর

ভয়ে বিকম্পিত হয়

—সুখ-পরশন ।

মণি-বলয়-গুঞ্জে

বাহু-ব্রতভী-বন্ধনে

কিবা আলিঙ্গন !

তবু মোর লোমাক্ষিত

—আনন্দিত সম্মোহিত

হল বে গো মন ॥

(একান্তে—দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া)

প্রিয়ে তবু নাই, আমরা জীবিত থাকতে কি বিদ্যার উৎপত্তি হতে
পারে ?

রতি ।—আচ্ছা নাথ ! সেই রাজসীর উৎপত্তি কি ভোমাদের বিপক্ষদের
অভিপ্রোভ ?

কাম ।—হাঁ, তাদের অভিপ্রোভ বৈ কি । বিবেক নিজ পত্নী উপনিষদ
দেবীতে, প্রবোধচন্দ্র ও তাঁর ভগিনী বিদ্যার উৎপাদন করবেন ;
আর, সেই বিষয়ে এই শমদর প্রভৃতি সকলেই উদ্যোগী ।

রতি ।—নাথ ! কেন সেই ছবিবীত লোকেরা আত্মবিনাশকারিনী
বিদ্যার জন্মকে রাবার দিবস মনে করচে মল দিকি ?

কাম ।—প্রিয়ে যে পাপিষ্ঠেরা কুলকরে প্রবৃত্ত হই, তারা কি আপনার
ইষ্টানিষ্ট গণনা করে ? দেখ :—

বাহারা গো স্বভাবতঃ মলিন-হৃদয় অতি
আর ক্রুর-মন,
তাদের উৎপত্তি হয় জনক ও আপনার
বিনাশ-কারণ ।
অনলে উৎপন্ন ধুম প্রথমে গো মেঘ-রূপে
হয় পরিণত ;
সেই মেঘ বরষিয়া অগ্নিরে করয়ে নাশ
—নিষেধেও নিহত ॥

নেগণ্যে ।—আরে পাপিষ্ঠ হুয়ায় ! আমাদের তুই পাপিষ্ঠ বলে' নিন্দা
করচিস্ ? দেখ :—

কার্য্যাকার্য্য জ্ঞানহীন কলঙ্ক বিপথগামী
শুক যদি হয়
উঁহায়েও পরিত্যাগ অবস্ত করিতে হবে
জানিও নিশ্চয় ॥

—পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ এইরূপ পৌরাণিকো কথা বলে' থাকেন ।
দেখ, আমাদের পিতা মন, অহঙ্কারের অমুবর্তী হয়ে, জগৎপতি পিতা-
কেও বন্দন করেছেন ; আবার আমাদের পিতা মনও মহামোহ প্রভৃতির
দ্বারা দূঢ়রূপে বদ্ধ হয়ে আছেন ।

কাম ।—(দেখিয়া)—প্রিয়ে ! ঐ দেখ, আমাদের কুল-শ্রেষ্ঠ বিবেক,
মতিদেবীর সহিত এই খানে আসছেন । ঐ দেখ :—

বন্দীভূত রাগাদির তিরস্কারে দ্রুতকাষি
কুশল লক্ষিত গো এই মামী জন ।

মান মতি-দেবী-সহ

বিরাজেন ইনি দেখ

শিশির-আচ্ছন্ন-কান্তি শশাক ধমন ।

অতএব এখানে থাকা আমাদের উচিত হয় না ।

(প্রস্থান)

ইতি বিকল্পক ।

রাজা বিবেক ও মতি-দেবীর প্রবেশ ।

রাজা ।—প্রিয়ে ! এই বটুর মদগর্জিত বাক্য শুন্নে ?—আমাদের
পাপাচারী বলে' কি না নিন্দা করে !

মতি ।—নাথ ! আপনার দোষ কি কেউ দেখতে পার ?

হুট অহঙ্কার-আদি

চিদানন্দময় সেই

নিখিল অগৎপতি নিত্যনিরঞ্জে

বন্ধন করিয়া দেখ

শত দ্রুত পাশ দিয়া

কি দশা করিল তাঁর, দেখ ভাবি মনে ॥

সেই তারা হল পুণ্যকারী, আর আমরা তাঁর পাশ মোচনে প্রবৃত্ত
হয়েছি—আমরা কিনা হলেম পাপাচারী । অহো ! এ সংসারে
হুঁরাওয়াদেরই জয় !

মতি ।—নাথ ! তুনেছি নাকি, পরমেশ্বর সহজানন্দ হৃদয়-স্বভাব,
নিত্য-প্রকাশমান, আর সকল ভুবনেই তাঁর প্রভাব দীপ্যমান ;
তবে কি প্রকারে এই হুঁরিনীড়েরা তাঁকে বন্ধন করে' মহামোহ-সাগরে
নিক্ষেপ করলে বল দিকি' ?

রাজা ।—প্রিয়ে !

কিবা বীর কিবা শাস্ত্র,

মহোৎসব, কি নীতিজ,

বন্ধ হুঁরিমল-চিত্ত, কিবা হুঁরীমন ।

সকলেই নারী হতে

হইরা গো প্রভাবিত

স্বাভাবিক ধৈর্য দ্বারা আপন ।

স্বয়ং আত্মপুরুষের

মারা-সহবাস-বশে

হ'ল এইরূপে দেখ আত্ম-বিস্মরণ ॥

মতি ।—নাথ ! রেখা-মাত্র অন্ধকারে কি সহস্র-রশ্মি সূর্য আচ্ছাদিত
হতে পারে, তবে যে দেবতা দীপ্যমান মহা-আলোক-সাগর—তিনি
মারাতে কি প্রকারে অভিভূত হবেন ?

রাজা ।—প্রিয়ে ! এ তবু বিচারের অগম্য । বেশ-বিলাসিনী যেমন
নানা প্রকার ভাব ভঙ্গীর দ্বারা পরপুরুষকে বঞ্চনা করে, সেইরূপ
মারাও অলীক সত্তার দ্বারা আত্মপুরুষকে বঞ্চনা করে, দেখ :—

স্বভাবত নির্বিকার

—ক্ষটিক মণির জ্বা

ষিনি প্রভাবিত,

সেই দেবে এই মারা

—অনার্থ্য যে অতিশয়—

করিল বিকৃত ।

সহবাসে যদিও সে

একটুও দীপ্তি তাঁর

মাশিতে অক্ষম,

তথাপি সে পুরুষের

অধীরতা উৎপাদিত

পারে বিলক্ষণ ॥

মতি ।—আচ্ছা, মারা যে এইরূপে সেই উদার-চরিত পুরুষকে প্রভাবিত
করচে—এর কারণটা কি ?

রাজা ।—কোন প্রয়োজন বা কারণ দেখে যে মারা এই কার্যে প্রবৃত্ত
হয়েচে তা নয় ; দ্রোণিশাচীদের স্বভাবই এই । তারা :—

কছু করে সম্বোধিত, ।

আনন্ডিত, কখন বা

করে বিড়ম্বনা ;

চিন্তের চাকলা আছে,

সুখ দেয়, কড় করে

বিবাদ-ঘটনা ।

আরও একটা কারণ আছে ।

মতি ।—নাথ ! সে কারণটি কি ?

রাজা ।—সেই হুঁচারিণী মারা এইরূপ ভেবে ছিল :—“আমার তো
যৌবন গেছে, এখন আমি বৃদ্ধা হয়েছি । আর এই প্রাচীন পুরুষও
স্বভাবত বিষয়-রসে বিমুখ ; অতএব এখন নিজ পুত্রকেই পরমে-
শ্বরের কাছে প্রতিষ্ঠিত করা যাক ।” সেও মাতার এই অভিপ্রায়
জানতে পেরে, পরমেশ্বরের নিতান্ত নিকটে থেকে, পরমেশ্বর পদেই
প্রতিষ্ঠিত হয়েচে এইরূপ আপনাকে মনে করলে ; তার পর সে
নবদ্বার পুর-সকল নির্মাণ করে’ :—

এক হইয়াও সে গো

ভিন্ন ভিন্ন বহুপুত্র

করিয়া প্রবেশ

—মণি-প্রতিবিম্ব প্রায়—

ভাবিল—যা করে সেই

করে পরমেশ ॥

মতি ।—যেমন মাতা, পুত্রটিও দেখ’চি সেইরূপ জন্মেছে ।

রাজা ।—তার পর, সেই আত্মা-পুরুষ মনের জ্যেষ্ঠপুত্র ও নিজের পৌত্র
অহঙ্কারের সহিত সম্মিলিত হয়ে :—

“আমার হয়েছে জন্ম,

আমার জনক ইনি

ইনি গো জননী ;

এই কুল, এই পুত্র,

এই শত্রু, এই মিত্র,

এই মোর ভূমি ;

এই পরী, এই বন,

এই সৈন্য, এই বিদ্যা,

এই মোর সুস্থ বাক্যব,”

—মায়ার আসক্ত হয়ে —অবিদ্যা-নিজার নয়—

কল্পনার দেখে স্বপ্ন সব ॥

মতি ।—নাথ ! পরমেশ্বর যদি একরূপ সুদীর্ঘ নিজার অভিভূত রইলেন,
তা হ'লে কিরূপে প্রবোধের জন্ম হবে ?

রাজা ।—(লজ্জার অধোবদন)

মতি ।—নাথ ! তুমি লজ্জার অধোবদন হয়ে, মৌন হয়ে রইলে কেন
বল দিকি ?

রাজা ।—প্রিয়ে সপত্নীর প্রতি জ্বীলোকদের স্বভাবতই জঁধা জন্মে, তাই
অপরোধীর জ্ঞান প্রকাশ করে' বলতে আমার শক্তি হচ্ছে ।

মতি ।—সামান্য জ্বীলোকেরাই সপত্নীর প্রতি জঁধা করে' থাকে ; আর,
সরস-বিষয়ে প্রবৃত্ত বা ধর্ম বাবসায়ে নিযুক্ত যে স্বামী তার মনে
ক্লেশ দেয় ।

রাজা ।—তবে শোনো বলি :—

উপনিষৎ দেবী নামে

আছে মোর অপর পতিনী,

—সুচির বিচ্ছেদে সে গো

জঁধা-ভরে হয়েচে মানিনী ।

শান্তি-আদি দৃষ্টিদের

অহুকূলতার যদি

ভীর সনে সন্মিলন হয়,

আর যদি অশকাল

তুমি থাকো মৌন হয়ে

ত্যাগ করি' ভোগের বিষয়,

তাহলে জাগ্রৎ-স্বপ্ন

সুস্থতির অন্তর্ধানে

হইবে গো প্রবোধ উদ্ভব ।

মতি ।—নাথ ! যদি এইরূপে হৃৎপ্রাণবিকল আত্মাদের সেই কুলপ্রব
আত্ম-পুরুষের বাক্য মৌচন হয়, তাহলে তুমি চিরকাল কেন

উপনিষৎ দেবীর সঙ্গে মিলিত হয়ে থাকো না ; তাতে আমি বরঞ্চ
সুখীই হব ।

রাজা ।—প্রিয়ে ! তুমি যদি প্রসন্ন থাকো, তা হলে আমাদেরও মনোরথ
সিদ্ধ হয় । দেখ :—

যিনি এক অদ্বিতীয় যিনি গো শাস্ত্রত প্রভু

জগতের আদি,

তঁারে বহু ভাগ করি' ভিন্ন ভিন্ন গৃহে বারা

রাখিয়াছে বাঁধি,'

আর বারা এইরূপে পরম সে পুরুষেরে

মৃত্যু-বশে করে আনয়ন

—বিদ্যা-যোগে সেই সব । ব্রহ্মভেদকারীদের

প্রাণাস্তিক প্রায়শ্চিত্ত

করিয়া সাধন

ব্রহ্মের একতা পুন করিব স্থাপন ॥

আচ্ছা তবে এই কার্য সাধনের জন্য শম-দমাদিদের নিযুক্ত করা
বাক্ ।

(প্রস্থান)

ইতি সংসারাবতার নামক প্রথম অঙ্ক ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

দৃশ্য ।—বারাণসী ।

(দণ্ডের প্রবেশ ।)

দণ্ড ।—মহারাজ মহামোহ আমাকে এইরূপ আদেশ করেছেন :—

“বিবেক-রাজ, আমতোর সহিত মিলিত হয়ে, যাতে প্রবোধচক্রে
উদয় হয় তদ্বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করে’, প্রসিদ্ধ-প্রসিদ্ধ সকল তীর্থস্থানেই
শম-দমাদিকে প্রেরণ করেছেন । এখন আমাদের কুলক্ষয় হবার
উপক্রম হয়েছে ; অতএব এর প্রতিবিধান করা তোমাদের
কর্তব্য ; আর, পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুক্তি-ক্ষেত্র বারাণসী নামক
নগরীতে গিয়ে, চতুর্বিধ আশ্রমীদের মুক্তিতে যাতে ব্যাঘাত
ঘটে, তারই তোমরা এখন চেষ্টা কর ।” তাই আমি এখন বারাণসী
নগরীকে বিশেষরূপে বশীভূত করে’, মহারাজ ষে রূপ আদেশ
করেছেন—সমস্তই সম্পাদন করেছি । তাই আমার অধিষ্ঠানে
এখন :—

ধূর্তগণ বেস্তা-গৃহে

সূরা-গন্ধী-মুখ-মধু

করিয়া সেবন,

মন্মথোৎসব-রসে

সমস্ত চাঁদিনী রাত

করিয়া বাপন,

বলে “মোরা সনু-বজ্র,

মোরা চির-অগ্নিহোত্রী

ব্রহ্মজ্ঞ তাপস ।”

এইরূপে জগতের

করে তারা প্রবঞ্চনা

হইলে দিবস ।

(দেখিয়া) কে এই পথিকটী ভাগিরথী পার হয়ে এই দিকে আসূচে ? দেখনা উনি আসূচেন :

প্রজ্জলিত অভিমানে

ত্রিলোক করিয়া যেন গ্রাস,

তিরস্কারি' বাক্য-জালে,

প্রজ্ঞারে করিয়া উপহাস ।

তাই আমার মনে হয়, ইনি দক্ষিণ রাঢ়দেশ হতে আসূচেন । ভালই হল, এঁর নিকটে পিতামহ অহঙ্কারের সংবাদ জানতে পারা যাবে ।

অহঙ্কারের প্রবেশ ।

অহং!—অহো! এ জগতে অধিকাংশ লোকই মূর্থ! দেখনা কেন, অনেকেরই :—

মহাশূর “প্রভাকর”

—মীমাংসাকারীর মত

করেনি শ্রবণ ;

“তুতাত-ভট্টের কৃত

তায়-দরশন থানি

করেনি দর্শন ;

“ব্যুৎপত্তি” দূরে থাক্,

“সালিকেরো” বাক্য-তত্ত্ব

জানে না কেমন ;

“মহোদধি-সূক্ত” তাও নহে অবগত ;

আরো, নাহি জানে বজ্র-মীমাংসার মত ;

বস্তুতত্ত্ব না করিয়া হুম্ম নিরূপণ

কেমনে আছে গো হুম্ম নর-পশুগণ ?

(দেখিয়া) এই যে লোক সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন কচ্ছে, এদের কেবল অধ্যয়নই সার ; এরা শাস্ত্রের অর্থ কিছুই বুঝতে পারচে না, কেবল এদেরই বিপ্লব ঘটাবে । (পুনর্বার অস্তিত্বকে গিরা) আরে ! এরা

দেখিছি ভিক্ষালাভের অন্তই বতি-ব্রত গ্রহণ করেছে ; আর, মণ্ডিত-মন্তক
হয়ে আগনাদের জানী মনে করে' বেদান্ত শাস্ত্রকে আকুল করে
ভুলেছে । (হস্ত করিয়া)

প্রমা-সিদ্ধ জ্ঞান বেই প্রত্যক্ষ-আদি,
বেদান্ত তাহার যে গো বিকল্পার্থ বাদী
—সেই বেদান্তকে যদি শাস্ত্র বলি' মানো,
কি করিল অপরাধ তবে বৌদ্ধগণ ?

(আবার অন্ত দিকে গিয়া) এই যে এইখানে এই সব শৈব পাণ্ড-
পতাদি পণ্ডর দল, আর দুরভাস্ত অক্ষপাদ-দর্শনের মতাবলম্বী পাষণ্ডেরা—
এদের দর্শন মাতেই লোকে নরকগামী হয় ; অতএব দূর হতেই এদের
দর্শন-পথ পরিহার করা কর্তব্য । (অন্ত দিকে গমন করিয়া) এরা আবার
কে ? এরা যে দেখি :—

জালুদী-তরঙ্গাহত শিলাতলে আছে বসি'
দীপ্যমান আসন পাতিয়া ;
সন্মুখে সমুজ্জল কমণ্ডলু ; মহাদণ্ড,
শুশোভিত কুশমুষ্টি দিয়া ;
অক্ষমালা-বীজগুলি অঙ্গুলীতে ব্যগ্রভাবে
একে একে করিছে গ্রহণ ;
কি আশ্চর্য ! এই সব দান্তিকেরা ধনীদের
চিন্তা সদা করয়ে হরণ ॥

(অন্ত দিকে গিয়া) এরা তো নিতান্ত ভ্রান্ত ; এদের জিহ্বা মাজ
জীবনোপার ; এরা বৈষত অবৈষত উত্তর মার্গ হতেই পরিভ্রষ্ট । (অন্ত
গিয়া) ওহে ! কার এই দারদ্র্যে উচ্চ বংশ-দণ্ড পৌতা রয়েছে ?
হৃদয় শুদ্ধ ঘোত বহু সকল সুদীর্ঘ ; হানে হানে বৃগ-চর্ম পাতা আছে ;

কোথাও বা শিলা-প্রস্তর সকল রয়েছে ; চমস উদ্বল, সুবল প্রভৃতি
বস্ত্র-পাত্র ইত্যন্ত বিকশিত ; অগ্নিতে অনবরত স্নাতাহতি দেওয়ার তার
ধূমে গগনমণ্ডল একেবারে শ্যামবর্ণ হয়ে গেছে । হাঁ তাই বটে, গঙ্গার
অনতিদূরে একটা আশ্রম দেখা যাচ্ছে । এটা নিশ্চয় কোন গৃহস্থের গৃহ
হবে । আচ্ছা তবে এই পবিত্র স্থানটিতে দুই তিন দিন বাস করা যাক্ ।

(গৃহে প্রবেশ করত দেখিয়া)

এই যে !

ললাট উদয় কর্তৃ বাহ বক্ষ পৃষ্ঠ,

আহু ও চিবুক আর উরু, গণ্ড, ওষ্ঠ

—তিলক-লাঙ্ঘিত ; আর,

কটিদেশ, কেশ, হস্ত, কাণ

কুশাস্ত্রে স্পর্শিত ;

ইনিই তো দম্ব মূর্তিমান ॥

আচ্ছা, ওঁর নিকটেই যাওয়া যাক্ । (নিকটে গিয়া) কল্যাণ
হোক !

দম্ব ।—ওঁ'হু (হকারে বারণ করত)

বটুর প্রবেশ ।

বটু ।—ব্রাহ্মণ ! দূরে থাকুন ; পাদপ্রক্ষালন করে' এই আশ্রমে প্রবেশ
করতে হয় ।

অহং ।—(সক্রোধে) আরে, আমার! দেখছি তুরক দেশে এসেছি ; তা
নইলে অতিথি ব্রাহ্মণকেও গৃহস্থেরা পাদপ্রক্ষালনের জল দেয় না ।

দম্ব ।—(হস্ত-ইঙ্গিতে আশঙ্ক করণ)

বটু ।—গুরুদেব এই আদেশ করছেন, আপনি দূর দেশ হতে এসেছেন,
আপনার কুলশীল আমাদের জানা নেই ।

অহং ।—আরে পাপিষ্ঠ ! আমাদেরও কুলশীল আবার পরীক্ষা করতে হবে ? আচ্ছা তবে শোনো ।

অত্যাশ্রম রাজ্য এক, গোড় তার নাম
—তাহারি গো। রাঢ় দেশে ভূরিশ্রেষ্ঠী গ্রাম ;
সে গ্রামে করেন বাস শ্রেষ্ঠ যোর পিতা,
তাঁর গুণী পুত্রদের কে না জানে হেথা ?
তার মাঝে সর্বোত্তম জানিবে আমারে
প্রজ্ঞা শীল বুদ্ধি ধৈর্য্যে বিনয় আচারে ॥

দম্ভ ।—(বটুকে দর্শন)

বটু ।—(তাত্র-ঘটা লইয়া প্রবেশ) মহাশয় পদপ্রক্ষালন করুন ।

অহং ।—(বটুর হস্ত হইতে তাত্র ঘটা লইয়া) আচ্ছা এতে আর দোষ কি ? (তথা করিয়া নিকটে আগমন)

দম্ভ ।—(দম্ভ পীড়ন করিয়া) ব্রাহ্মণ ! আপনি একটু সরে' দাঁড়ান ;
কি জানি, যদি আপনার গায়ের ঘর্ম্মবিন্দু বাতাসে এই দিকে
উড়ে আসে ।

অহং ।—অহো ! অপূর্ব্ব এই ব্রাহ্মণ্য !

বটু ।—এইরূপই বটে । দেখুন ব্রাহ্মণ !

যত নরপতিগণ না পারি' করিতে স্পর্শ
ও পদ-যুগল
চূড়ামণি-প্রভাজালে পাদপীঠ-ভূমি-দেশ
করেন উজ্জল ॥

অহং ।—(স্বগত) এ দেখ'চি দম্ভের অধিকৃত দেশ ; আচ্ছা, এই আসনে
বসি' থাক । (বসিতে উদ্যত)

বটু ।—(বারণ করিয়া) হাঁ হাঁ করেন কি ? করেন কি ? গুরুদেবের
আম্নন অস্ত্রে অধিকার করবে ?

অহং ।—আরে পাপিষ্ঠ ! আমবাও দক্ষিণ রাঢ়ের শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ,

আমরা এ আসনে বসবার উপযুক্ত । শোনরে মূর্থ !

মোদের জননী যিনি —তত শুদ্ধ কুলে জাত
নহেন তিনিও

যেমন আমার পত্নী —সুশ্রোত্রিয় কুলোৎপন্ন
শীলে অধিতীয় ;

তাই জানিবে গো, আমি পিতা হইতেও শ্রেষ্ঠ
অতি মাননীয় ।

মম শ্যালকের যে গো দিমাতা-মাতুল-পুত্র
—মিথ্যা দোষে হয় শাস্তি তার ;

সেই সম্বন্ধের বশে স্বগৃহিনী প্রিয়াকেও
করিয়াছি আমি পরিহার ॥

দম্ভ ।—তা হলেও, আমার বৃত্তান্ত তো আপনার জানা নেই ।

দেখুন :—

পূর্বকালে একবার গিয়াছিছু শোনো বলি
ব্রহ্মার সদনে ;

অগ্নি গো মূনিগণ উঠিল আসন ছাড়ি'
আমার দর্শনে ।

অনুমতি লয়ে ব্রহ্মা গোমর-সলিলে উরু
করিয়া মার্জিত

তত্পরি আমারে গো সমাদরে বসালেন
হয়ে স্বরাধিত ॥

অহং ।—অহো ! দাস্তিক ব্রাহ্মণের কি অত্যাক্তি ! (চিন্তা করিয়া)

অথবা ইনিই স্বয়ং মূর্ত্তিমান দম্ভ । আচ্ছা একে তবে খুব একটু
তুলিয়ে দি (সক্রোধে আঃ কেন এত গর্ব করিস্ ? ওরে শোন :—

হোন্ ইন্দ্র, হোন্ ব্রহ্ম,

হউন না ঋষিদের বাবা

তাহারা তো অতি তুচ্ছ

—তারা সবে মোর কাছে কেবা ?

শত ব্রহ্মা, শত ইন্দ্র

শত শত মুনি ঋষিগণে

পাতিত করিতে পারি

তপোবলে, জেনো ইহা মনে ॥

দম্ভ ।—(দেখিরা সানন্দে) একি ? আমাদের পিতামহ অহঙ্কার এসেছেন
দেখচি যে । মহাশয় ! আমি লোভের পুত্র, আমার নাম দম্ভ,
আপনাকে প্রণাম করি ।

অহং ।—এস এস ভাই এস, চিরজীবী হও ; স্বাপনের শেষে আমি
তোমাকে স্বপ্ন-বরক্ক বালক দেখেছিলাম । সম্প্রতি কালবশে তুমি
বার্দ্ধক্যগ্রস্ত হয়েছ, ভাই তোমাকে ঠিক চিন্তে পারি নি । ভাল,
তোমার পুত্র অসত্যের কুশল তো ?

দম্ভ ।—আজ্ঞে হাঁ ; সেও এইখানেই আছে ; তাকে ছেড়ে আমি এক
মুহূর্তও থাকতে পারি নে ।

অহং ।—তোমার পিতা লোভ ও মাতা তৃষ্ণাও কি এখানেই থাকেন ?

দম্ভ ।—আজ্ঞে হাঁ, মহারাজ মহামোহের আজ্ঞাক্রমে তাঁরাও এইখানে
থাকেন । কি প্রয়োজনে মহাশয়ের এখানে আগমন ?

অহং ।—ভাই, আমি শুনেছি, বিবেক নাকি মহামোহের বড়ই অনিষ্ট
করুচে, তাই তার বৃত্তান্ত জানবার জন্ত আমার এখানে আসা ।

দম্ভ ।—আপনার শুভাগমনে ভালই হ'ল ; মহামোহ ইন্দ্রলোক হতে
এইখানে আসুচেন শুন্ট্চি ; আর এইরূপ অনশ্রুতি যে বারাম্বসীকে
তাঁর রাজধানী করবেন ।

অহং ।—ভাঁর বারানসীতে অবস্থান করবার কারণটা কি ?

দম্ভ ।—মহাশয় ! বিবেকের কার্যে ব্যাঘাত করা, আর কিছু নয় । দেখুন

বিদ্যা ও প্রবোধোদয়— উহাদের জন্মভূমি

নিরুবিয় ব্রহ্মপুরী সেই বারানসী ;

তাই তিনি তাহাদের উচ্ছেদ-ইচ্ছুক হয়ে

তথায় করিতে বাস সদা অভিলাষী ;

অহং ।—(সত্তরে) তা বটে ; কিন্তু এর প্রতিকার করা দুঃসাধ্য ; বে-

হেতু বারানসী পুরীতে স্বয়ং ভগবান মহেশ্বর অজ্ঞানী লোকদের

ভব-ভয়-ভঞ্জন ভবজ্ঞানের উপদেশ দিবে থাকেন ।

দম্ভ ।—এ কথা সত্য ; কিন্তু যারা কাম ক্রোধে অভিভূত, তাদের

জ্ঞানোদয়ের কোন সম্ভাবনা নেই । তাই শাস্ত্রে আছে :—

যার হস্ত পদঘর

আর মন আছে স্তম্ভযত

তারি বিদ্যা, তপ, কীর্ত্তি

—তীর্থ-ফল তারি হস্তগত ॥

নেপথ্যে ।—ওহে দূরবাসিগণ ! তোমরা শোনো, মহারাজ মহামোহ

এখানে স্বাগমন করুন ।

চন্দনে সিক্ত করি'

ক্ষটিক মণির বেদি

এখনি গৌ কর সংস্কার ।

বস্ত্র-মার্গ কর মুক্ত

গৃহে গৃহে চতুর্দিকে

জল-ধারা হউক বিস্তার ।

উঠাও গো চারিদিকে

মণি-প্রভা-উদ্ভাসিত

তোরণের শ্রেণী—

উড়াও গো সৌধ-শিরে

ইন্দ্র-ধনু-চিহ্নবর্ণ

পতাকা এখনি ॥

দন্ত ।—মহাশয় !—মহারাজ নিকটবর্তী ; এগিয়ে গিয়ে ওঁর অভ্যর্থনা করুন ।

অহং ।—হাঁ, চল বাওয়া যাক । (সকলের প্রস্থান)

ইতি বিকল্পক ।

পরিজন-বেষ্টিত মহামোহের প্রবেশ ।

মহা ।—(উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া) কি আশ্চর্য্য ! এই অড়বুদ্ধিরা বা-তা অবাধে বিশ্বাস করে । তারা মনে করে—

দেহ-ছাড়া মূর্ত্তি এক আছে আত্মা-নামে

কর্ম্ম-ফল-ভোক্তা সেগো পরলোক-ধামে ।

আকাশ-কুসুম হতে

স্বাহ ফল অলীক যেমনি

ইহাদেরো মনোরথ

অবিকল জানিবে তেমনি ॥

দেখ, এই মুঢ়েরা স্বকপোল-কল্পিত আত্মার অস্তিত্ব অবলম্বন করে’
জগৎকে বঞ্চনা করচে ।

যে বস্তু নাহি, তাহা

আছে বলি’ মিছামিছি

অবিরত করিয়া জল্পনা

বাচাল সে আশ্বিকেরা

সত্যবাদী নাস্তিকের

বুধা নিন্দা করয়ে ঘোষণা ;

শোনোগো তোমরা সবে !

কালবশে পরিণামে

পঞ্চভূতে মিশে যেই দেহ

সে দেহের অতিরিক্ত

পৃথক্ বিভিন্ন জীব

তোমরা কি দেখিয়াছ কেহ ?

—তাহা হলে বলিব গো তোমাদের কথা

সমস্তই সত্য—কিছু নহেক অযথা ॥

এইরূপে এরা শুধু জগৎকে নয়—আপনাদেরও বঞ্চনা করচে ।

মুখ অবয়ব-আদি

সর্বদেহে সমান যখন,

কেমনে থাকিতে পারে

ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদ-ক্রম ?

পরের বনিতা এই—ইহা পরধন,

মোদের এ ভেদ-জ্ঞান নাহি কদাচন ॥

পরস্ব-গ্রহণ, হিংসা,

পরস্বী-গমন ব্যতিচার,

কাপুরুষেরাই তার

কার্য্যাকার্য্য করয়ে বিচার ॥

বৌদ্ধ শাস্ত্রই প্রকৃত শাস্ত্র—তাতে প্রত্যক্ষই প্রমাণ ; ক্রিয়াপ্-ভেদ মরুঘোমই তার তত্ত্ব ; অর্থ কামই পুরুষার্থ ; সে শাস্ত্রমতে পঞ্চভূত হতেই চৈতন্তের উৎপত্তি ; পরলোক নাই ; মৃত্যুই মোক্ষ । আমাদের এই মত অনুসারেই পণ্ডিত বৃহস্পতি একটা গ্রন্থ প্রণয়ন করে' চার্ব্বাককে সমর্পণ করেন । সেই চার্ব্বাক শিষ্যোপশিষ্যের দ্বারায় এই শাস্ত্র জগতে বহুল প্রচার করিচেন ।

শিষ্যের সহিত চার্ব্বাকের প্রবেশ ।

চার্ব্বাক ।—(শিষ্যের প্রতি) বৎস ! তুমি জেনো, দণ্ডনীতিই প্রকৃত বিদ্যা ; অর্থশাস্ত্রও এরই অন্তর্গত । আর, এই তিন বেদ ধর্ম্মের প্রলাপ-বাক্য বই আর কিছুই নয় ।

কর্ত্তা, ক্রিয়া, দ্রব্য নাশে তবু যদি ব্যক্তিকের

স্বর্গলাভ হয় ।

তাহলে দাবান্ন-দখ

তরুতেও হুসন্তব

বহু ফলোদয় ॥

অপিচ :—

মৃত প্রাণীদের শ্রাদ্ধ

যদি হয় তৃপ্তির কারণ,

নির্কারণ দীপের তৈল

করে তবে শিখার বর্ধন ॥

শিষ্য ।—আচ্ছা, আচার্য্য মহাশয় ! যা ইচ্ছে খাওয়া, যা ইচ্ছে পান করা,

—এই যদি পুরুষার্থ হয়, তবে তপস্বীরা সাংসারিক সুখ পরিত্যাগ করে' তীর্থবাসী হয়ে, পয়সাক, বর্ষকাল প্রভৃতি ঘোরতর কঠোর ব্রতের অমুষ্ঠান করে' নিজ শরীরকে কেন কষ্ট দেয় বলুন দিকি ?

চার্কা ।—ধূর্ত প্রণীত আগন্ন-শাস্ত্রে বে-সকল মূর্থ প্রতারিত হয়েছে, তারা এই আশা-মোদকেই তৃপ্ত হয় । দেখ :—

আয়তাক্ষী সুনন্দীরে

করি যবে গাঢ় আলিঙ্গন,

বুক-ভরা স্তনদ্বয়ে

হয় কিবা মধুর পীড়ন !

আর দেখ এই সব

কুবুদ্ধি লোকের আচরণ :—

ভিক্ষা, উপবাস, ব্রত

স্বর্ঘ্য-তাপে দেহের শোধন !

শিষ্য ।—কিন্তু তপস্বীরা বলে' থাকেন, হুঃখ-মিশ্রিত সাংসারিক সুখ পরিহার করাই কর্তব্য ।

চার্কা ।—(উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া) আঃ ! এ সব দুর্বুদ্ধি পণ্ডদের কথা ।

“দুঃখ বিমিশ্রিত বলি’ বিষয়-জনিত সুখ
কর ত্যাগ”—ইহা জেনো মূর্খের বিচার ;
হিতাকাঙ্ক্ষী কোন্ জন ভুষ-কণাচ্ছন্ন বলি’
শুভ্র-সুভঙ্কল-ব্রীহি করে পরিহার ?

মহা ।—ওহে, বহুকালের পর এই সপ্রমাণ বাক্যগুলি যে আমার কাণে
আসূচে । (অবলোকন করিয়া সানন্দে) আরে ! আমাদের প্রিয়
চার্কা ক’ য়ে !

চার্কা ।—(দেখিয়া) একি ! মহারাজ মহামোহ যে ! (নিকটে
গিয়া) জয় মহারাজের জয় । আমি চার্কা—প্রণাম ।

মহা ।—চার্কা ক’ ! এসো এসো, এইখানে বোসো ।

চার্কা ।—(বসিয়া) মহারাজ ! কলি আপনাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম
জানিয়েছেন ।

মহা ।—কলির সর্কাদীন কুশল তো ?

চার্কা ।—মহারাজের প্রসাদেই সমস্ত কুশল । মহারাজের আদর্শ
কর্তব্য কাজটি শেষ করে’ ফিরে এসেই মহারাজের ত্রীচরণ তিনি
দর্শন করবেন ।

অরাতি নিপাত করি’, প্রভুর পাইয়া পরে
মহান আদেশ,
তখনি ফিরিয়া আসি’ দর্শন মানসে স্তবী
হইয়া অশেষ,
ধস্ত হরে সেই দাস, প্রণমে’ গো প্রভু-পদে
আসি অবশেষ ॥

মহা ।—সে কার্যটি কি কিছু সম্পন্ন হয়েছে ?

চার্কা ।—মহারাজ !

বেদ-বহির্ভূত মার্গে হইয়া গো প্রবর্তিত
করিছে বা-ইচ্ছা-তাই
যত সাধুজন ।

না কলি, না আমি এ কাজের প্রবর্তক
—প্রভুরি প্রভাবে সব
হতেছে সাধন ॥

আর, উত্তর দেশের পণ্ডিত ও পাশ্চাত্যবাসীরা বেদ পরিত্যাগ করেছে ;
কেহ আর শম-দমাদির চিন্তাও করে না । অত্যাশ্চর্য্য বেদ এখন কেবল
জীবিকা মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েচে । তাই আচাৰ্য্য বৃহস্পতি বলেচেন :—

অগ্নিহোজ, তিন-বেদ ত্রিদণ্ড ধারণ, আর
ভাস্কর লেপন
—বুদ্ধি ও পৌরুষ-হীন লোকদের জানিবে গো
জীবিকা-সাধন ॥

সেই অস্ত্র কুরুক্ষেত্রাদি স্থানে বিদ্যা ও প্রবোধের যে উদয় হবে, এ
কথা মহারাজ স্বপ্নেও আশঙ্কা করবেন না ।

মহা ।—তা বটে, কলি যে মহাতীর্থস্থান-গুলিকে ব্যর্থ করে' দিয়েছে ।

চার্কা ।—আরও কিছু নিবেদন করবার আছে ।

মহা ।—বল ।

চার্কা ।—বিষ্ণুভক্তি নামে মহাপ্রভাব একজন যোগিনী আছে ; যদিও
কলির প্রভাবে সৰ্ব্বস্থানে তার গতিবিধি নাই, তথাপি তার অহু-
গৃহীত ব্যক্তিদের যে আমরা দেখ্‌ব—সে ক্ষমতাও আমাদের নাই ।
এ বিষয়ে মহারাজের একটু মনোযোগী হতে হবে ।

মহা ।—(সভয়ে স্বগত) আঃ ! এই প্রসিদ্ধ মহাপ্রভাব যোগিনী স্বভা-
বতঃই আমাদের বিষেবী ; তাকে উচ্ছেদ করাও কঠিন । আচ্ছা
ভাল (প্রকাশ্যে) কোন ভয় নাই ; কাম ক্রোধাদি প্রতিপক্ষ

থাকতে বিষ্ণুভক্তি কোথায় আর উদয় হবে ? তথাপি, ক্ষুদ্র শত্রুকে
উপেক্ষা করা ভিগীষু ব্যক্তির কর্তব্য নয় ।

ক্ষুদ্র যদিও হয় রাজার অরাতি
বিপাকে ফেলিয়া সেও কষ্ট দেয় অতি ।
অতি ক্ষুদ্র হইলেও কষ্টক-অক্ষুর
—বিধিয়া চরণে দেয় বেদনা প্রচুর ॥

ওরে ! কে আছিল এখানে ?

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবা ।—আজ্ঞা মহারাজ !

মহা ।—কাম ক্রোধ মদ মান মাৎসর্যাদিকে আদেশ কর, যেন তারা অব-
হিত হয়ে বিষ্ণুভক্তি নামে বোগিনীর কার্যাদির প্রতিবিধান করে ।

দৌবা ।—বে আজ্ঞা মহারাজ । (প্রস্থান)

পত্র হস্তে একজন দূতের প্রবেশ ।

দূত ।—আমি উৎকল দেশ হতে এসেছি । সেখানে সমুদ্র-তীর-সমীপে
পুরুষোত্তম নামে এক দেবালয় আছে—সেখানে মহারাজ তাঁর
অমুচর মদ্যমান প্রভৃতির কাছে আমাকে পাঠিয়েছিলেন । (চারিদিকে
দেখিয়া) এই তো বারাণসী—এই রাজবাটী—প্রবেশ করা বাক ।
(প্রবেশ করিয়া ও চারিদিক দেখিয়া) এই যে, চার্বাকের সঙ্গে
মহারাজ কি মন্ত্রণা করছেন—এইরার নিকটে যাওয়া বাক । (নিকটে
গিয়া) জয় মহারাজের জয় ! এই পত্রখানি দেখতে আজ্ঞা হোক ।
(পত্র সমর্পণ)

মহা ।—(লইয়া) তুমি কোথেকে ?

দূত ।—আমি পুরুষোত্তম থেকে আনুটি ।

মহা ।—(স্বগত) সেইখানে বোধ হয় আমার বিশেষ কিছু অনিষ্ট ঘটে

ধাক্বে । (প্রকাশ্যে) চার্লস ! দেখ, কাজ-কর্মে এখন তোমার
একটু বিশেষ মনোযোগী হতে হবে ।

চার্লস ।—যে আজ্ঞা মহারাজ ! (প্রস্থান)

মহা ।—(পত্র লইয়া পাঠ)

“স্বস্তি ! বারানসীর মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত মহামোহ-মহা-
রাজের শ্রীচরণ-কমল-যুগলে সার্বজনীন প্রণিপাত পূর্বক পুরুষোত্তমবাসী মদ-
মানের নিবেদন এই :—আমরা উভয়ে এখানে ভাল আছি । পরস্তু শ্রদ্ধা
এবং তাহার কত্যা শাস্তি—এই দুইজননে দূতী হইয়া, উপনিষদেবীর সহিত
বিবেকের সহবাস ঘটাইবার নিমিত্ত অহর্নিশ চেষ্টা করিতেছে । এবং
কামের সহচর ধর্মকে কাম হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার অভিপ্রায়ে, বৈরাগ্য
প্রভৃতি তাহাদের গোপনে পরামর্শ দিয়া থাকেন, ইহাও দেখিতে
পাইতেছি । আর, ঐরূপ মন্ত্রণার ধর্মও কোন কোন সময়ে কামের সংসর্গ
ছাড়িয়া গুপ্তভাবে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন । এক্ষণে সমস্ত
অবগত হইয়া মহারাজ যেরূপ আদেশ করেন, আমরা তদনুযায়ী হইব ।
ইতি ।”

মহা ।—(সক্রোধে) আঃ ! এই অতিমূর্খেরা শাস্তিকেও ভয় করে ?

আমি জীবিত থাকিতে শাস্তির সম্ভাবনা কোথায় ? দেখ, সাধ্বিক

যারা তাদেরই শাস্তি—কিন্তু প্রকৃত সাধ্বিক কেহই হতে পারে না—

এমন কি, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও সাধ্বিক নন ।

বিশ্ব-সৃষ্টি-রত ধাতা

—তিনি তো গো রম্যোৎপাদিত ;

গৌরি-আলিঙ্গন-সুখে

শঙ্করের নেত্র বিষ্ময়িত

আরো, দক্ষ-যজ্ঞ-নাশী ;

—তিনি তাই ভ্রমোৎপাদিত ;

কমলা-কপোল-খানি

নিজ বক্ষে রাখি নারায়ণ

কামো-জন-সম তিনি

জলধিতে করেন শয়ন ।

এইরূপ যদি হয় ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবে

কোথায় বলগো শাস্তি অস্ত্র ক্ষুদ্র জীবে ?

(দূতের প্রতি) দেখ জাম, তুমি এখনি কামের নিকটে গিয়ে আমার
এই আদেশ জানাও ; বল, ছরাত্মা ধর্মের অভিসন্ধি আমরা বুঝতে
পেরেছি, তাকে এক মুহূর্তের অস্ত্র ও আর বিশ্বাস কোর না,—তাকে
দৃঢ়রূপে বদ্ধ করে' রাখো ।

দূত ।—বে আজ্ঞা মহারাজ । (প্রস্থান)

মহা ।—এখন শাস্তিকে দমন করবার কি উপায় ?—আর অস্ত্র উপায়ের
প্রয়োজন কি ?—ক্রোধ ও লোভকে নিরোগ করলেই কার্য সফল
হবে । ওরে ! কে আচ্ছিন্ এখানে ?

দূতের প্রবেশ ।

দূত ।—আজ্ঞে মহারাজ ।

রাজা ।—ক্রোধ ও লোভকে ডেকে নিয়ে আর ।

দূত ।—বে আজ্ঞে মহারাজ । (প্রস্থান)

ক্রোধ ও লোভের প্রবেশ ।

ক্রোধ ।—দেখ সখা ! আমি ওনেছি, শাস্তি, শ্রদ্ধা ও বিষ্ণুভক্তি, মহা-
মোহের প্রতিকূলতাচরণ করচে । আঃ ! আমি জীবিত থাকতে
তাদের এই হুঃসাহসের কাজ ?

অন্ধ করে' রাখি আমি এ তিন ভুবনে,

বধির করিগো আমি ধীর-চিত্ত জনে,

সচেতন যেই জন

তারে আমি করি অচেতন ;

কর্তব্য দেখেনা সে গো,

হিত-বাক্য না করে শ্রবণ,

ধীমান পণ্ডিত—সেও

শাস্ত্র-অর্থ না করে গ্রহণ ॥

লোভ ।—আমি বাদেই ধরি, তারা আশা-নদীই পার হতে পারে না, তো

শাস্তি-আদির চিন্তা কি করবে ? দেখ সখা !

মদজল-স্রাবী হস্তী

দীর্ঘ-বেগ তুরঙ্গম

আছে মোর কত ;

এখনো বাগনা মোর

—গজ অর্থ আরো অল্প

লভি শত শত ;

ইহা লভিয়াছি আমি,

অধিক লভিব আরো আরো

—এই চিন্তাতেই শুধু

মানবের চিন্ত অরঙ্গর ;

ইহারি গো তরে দেখ যত আকুলতা,

দূরে রেখে দেও তুমি সে শাস্তির কথা ॥

ক্রোধ !—সখা ! আমার প্রভাব তো তোমার জানা আছে ।

তুষ্ট-পুত্র বেত্রাস্বরে

স্বরপতি করেন নিধন ;

ব্রহ্মার মস্তক শিব

নিজ হস্তে করেন ছেদন ;

বিশ্বামিত্র-হতে হত

বনিষ্ঠের শতেক নন্দন ॥

আরো দেখ :—

বিদ্যাবান, কীর্ত্তিমান, সদাচার গুণ্যবান,
উচ্চকুল, পৌরুষ-ভূষণ,
—ইহাদের সবাকারে মুহূর্ত্তের মাঝে আমি
করিতে গো পারি উন্মূলন ॥

লোভ ।—(নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) প্রিয়ে তুষে ! এই দিকে এসো তো ।

তুষার প্রবেশ ।

তুষা ।—কি বল্চ নাথ ?

লোভ ।—প্রিয়ে ! শোনো বলি :—

তুমি যদি তুষা দেবি, প্রসন্ন হইয়া কর
তব তুঙ্গ অঙ্গের বিস্তার,
তাহা হলে প্রাণী যত, —আশা-স্বপ্ন-বন্ধ-মন—
কোথা পাবে বল শাস্তি আর ?
ক্ষেত্র, গ্রাম, বন, অদ্বি, পত্তন, নগর, দ্বীপ,
সকল ধরণী
লভিলেও আরো চা'বে, লক্ষ ব্রহ্মাণ্ডেও তৃপ্তি
না হবে কখনি ॥

তুষা ।—নাথ ! আমি তো স্বয়ং এর অন্ত নিত্য নিযুক্ত, আবার সম্প্রতি
আচার্য্য-পুত্র বেক্রপ আজ্ঞা করেচেন তাতে কোটি ব্রহ্মাণ্ডেও আমার
উদয়-পূর্ত্তি হবে না ।

ক্রোধ ।—হিংসে ! এই দিকে এসো তো ।

হিংসার প্রবেশ ।

হিংসা ।—এই আমি এসেছি—আমাকে ডাক্চ কেন নাথ ?

ক্রোধ ।—প্রিয়ে ! তুমি আমার সহ-ধর্মিনী, তুমি সঙ্গে থাকলে, পিতা-
মাতাকেও আমি অনায়াসে বধ করতে পারি । দেখ :—

জননী পিশাচী সে তো,

জনক কেই বা সেই জন ?

ভ্রাতারা তো কীট-প্রাণ,

কুটিল সে জাতি বহুগুণ ॥

(হস্ত নিস্পীড়ন করিয়া)

যাবৎ গো ইহাদের

আগর্ভ সমস্ত কুল

করিতে না পারি নিষ্পেষিত

তাবৎ এ ক্রোধানল

প্রজ্জ্বলিত রবে সদা

—কুলিঙ্গ ও না হবে শমিত ॥

(অবলোকন করিয়া) এই যে আমাদের প্রভু, এইবার তবে ওঁর
নিকটে যাওয়া যাক্ ।

সকলে ।—(নিকটে গিয়া) অর মহারাজের অর !

মহামোহ ।—(অবলোকন করিয়া) দেখ, প্রজ্ঞার কন্তা শাস্তি আমাদের
কুল-দেবী, তাকে তোমরা বিধিযুক্তে নিগ্রহ করবে ।

সকলে ।—যে আজ্ঞে মহারাজ !

(সকলের প্রস্থান ।)

মহা ।—প্রজ্ঞা-তনয়ার দমনের জন্য আর একটা উপায় আমার মনে
হয়েচে । দেখ, শাস্তি প্রজ্ঞার অধীনা ; কোনও উপায়ে উপনিষদের
নিকট চলে প্রজ্ঞাকে যদি আকর্ষণ করা যায়, তাহলে শাস্তি মাতৃ-
বিরোগ-দুঃখে অভ্যস্ত ক্ষীণ হয়ে দেহ ত্যাগ করবে ; অথবা, অবসন্ন
হয়ে শীঘ্র পরায়ন করবে । দেখ, মিথ্যা-বৃত্তি নামে একজন প্রগল্ভা
বারবিলাসিনী আছে, প্রজ্ঞাকে আকর্ষণ করবার জন্য তাকেই নিযুক্ত

করা যাক্ । (পার্শ্বে অবলোকন করিয়া) দেখ বিভ্রমবতী ! শীঘ্র
মিথ্যাদৃষ্টিকে এখানে ডেকে আনো ।
বিভ্রমবতী ।—যে আজ্ঞে মহারাজ !

মিথ্যাদৃষ্টিকে লইয়া বিভ্রমবতীর প্রবেশ ।

মিথ্যা ।—সখি ! বহুকাল মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ হয় নি, আমি এখন
কি রূপে তাঁর সম্মুখে যাই ; আমাকে দেখে মহারাজ তো তিরস্কার
করবেন না ?

বিভ্র ।—সখি ! তোমাকে দেখে যদি তাঁর চেতনা থাকে তবেই তো
তোমাকে তিরস্কার করবেন ?

মিথ্যা ।—কেন অলীক সৌভাগ্যের কথা বলে' আমাকে বঞ্চনা কর
বল দিকি ?

বিভ্র ।—সখি ! কেমন তোমার অলীক সৌভাগ্য এখনি তা দেখতে
পাবে । তোমার চক্ষু-দুটি দেখিচি ঘুর্ণচে—আচ্ছা প্রিয়সখি, সে কি
রাজস্বাগরণের দক্ষণ নিজার আবেশে ?

মিথ্যা ।—সখি ! যে নারী একজনের প্রিয়া, তারই যখন নিজা হয় না,
তাতে আমি তো বহুজনের প্রিয়া, আমার কি নিজা আসূতে পারে ?

বিভ্র ।—আচ্ছা প্রিয়সখি, তুমি কার কার প্রিয়া বল দিকি ?

মিথ্যা ।—সখি ! আমি মহারাজ মহামোহের, কামের, ক্রোধের,
লোভের,—আর বিশেষ করে' কত বলব—এই বংশে যে যে জন্ম-
গ্রহণ করেছে,—কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ—তাহাদের সকলেরই
আমি প্রিয়া ।

বিভ্র ।—সখি । কামের রতি, ক্রোধের হিংসা, লোভের তৃষ্ণা—ইত্যাদি
সকলেরই তো একএকটি প্রিয়তমা পত্নী আছে শুনেছি ; আচ্ছা,
তারা কি তোমার ঈর্ষা করে না ?

মিথ্যা ।—ও কথা কি বলচ, তারাও আমাকে ছেড়ে এক মুহূর্ত থাকতে পারে না ।

বিদ্র ।—সখি ! যখন তোমার সপত্নীরাও তোমার প্রতি ঈর্ষা করে না, তখন বলতে হবে তোমার মত সৌভাগ্যবতী নারী এ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই । আর একটা কথা বলি শোনো, তুমি এইরূপ নিজাকুল হয়ে, স্থলিত চরণে, নুগুনের বন্ধার করতে করতে, মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্চ, আমার মনে হয়, তিনি এতে একটু সশঙ্কিত হতে পারেন ।

মিথ্যা ।—এতে ভয়ের বিষয় কি আছে ? দেখ, মহারাজের বিরহই আমার অধৈর্য্যের কারণ । আর, যে সকল পুরুষ আমাকে দেখবা মাত্রই প্রসন্ন হয়, তাদের আবার মনে ভয় কিসের ?

মহা ।—(অবলোকন করিয়া) এই যে আমার প্রিয়তমা মিথ্যাদৃষ্টি এসেছেন । আহা !

অলস নিতম্ব-ভারে, ঈষৎ-স্থলিত মালা

স্বস্থানে স্থাপনের ছলে

উত্তোলিয়া ভূজ-ধর দেখায় নখের চিহ্ন

উন্মুক্ত পরোধর-স্থলে ।

নীলোৎপল-দাম তুল্য সুদীর্ঘ নেত্রের দৃষ্টি

—তাঁহে চিত্ত হরণ করিয়া

বাহুধর আন্দোলনে বিলোল কঙ্কণ-হতে

বনংকার কিবা উঠাইয়া

ওই যে গো আসে মোর প্রিয়া ॥

বিদ্র ।—ঐ আমাদের মহারাজ, নিকটে এগিয়ে যাও ।

মিথ্যা ।—(নিকটে গিয়া) জয় মহারাজের জয় !

শ্রীন-উচ্চ প্রেরণি লো !

বোসো আসি' কোলের উপরে,

পড়ুক নথাক যোর

ও তব দলিত পয়োথরে ।

শকরের অঙ্ক-স্থিত।

গিরিজার সে বিলাস-লক্ষ্য

করগো অমুকরণ

সুন্দরি লে ! অগ্নি হরিণাক্ষি !

মিথ্যা ।—(সন্মিত-ভাবে তথা করণ)

মহা ।—(আভিলন সুখ-অমুভব করিয়া) কি আশ্চর্য্য ! প্রিয়ার আলি-
ঙ্গনে যেন আমার নবযৌবন আবার ফিরে এল ।

পূর্বে সে যৌবনকালে চিত্ত-উন্মথনকারী

হ'ত যেই মন্মথ-বিকার,

প্রগাঢ় আনন্দ সেই —বার্দ্ধক্যে বিষয়াভাবে—

উপভোগ করি নাই আর ;

এবে তব আলিঙ্গনে মনোবৃত্তি জড়ীভূত

—প্রেম হল বর্ধিত আবার ॥

মিথ্যা ।—মহারাজ ! আমিও যেন আবার নবযৌবনা হয়েছি ; দেখুন,
পূর্ব্বপ্রেমের ভাব-সূত্র কস্মিন-কালেও ছিন্ন হয় না । এখন আত্মা
করুন কি অন্ত আমাকে স্মরণ করেচেন ।

মহা ।—প্রিয়ে ! তোমাকে আবার স্মরণ করব কি ?

তাকেই স্মরণ করে

যে থাকে গো হৃদয়-বাহিরে ;

তুমি যে পুষ্ঠলি-সম

বিরাজিছ এ হৃদি-মন্দিরে ॥

মিথ্যা ।—সে আপনার নিতান্ত অমুগ্রহ ।

মহা ।—আর একটা কথা বলি শোনো ; সেই দাসী-পুত্রী শ্রদ্ধা হৃতী

হয়ে, যাতে বিবেকের সঙ্গে উপনিষদের সংঘটন হয়, তারই চেষ্টা
করচে। অতএব :—

অতিকুলচাৰিণী সে

विपक्ष-कूल-मञ्जुषा

পানীয়জী পাণানুবর্তিনী ;

কেশ আকর্ষিয়া, সেই

রঙারে পাষাণ-হাতে

সমর্পণ করহ এখনি ॥

মিথ্যা ।—এ তুচ্ছ বিষয়ের জন্য মহারাজের এত চিন্তা কেন ? মহারাজের
আজ্ঞা মাত্রেই সে দাসীর ত্রায় মহারাজের আজ্ঞা পালন করবে ।
ধর্ম মিথ্যা, মোক্ষ মিথ্যা, সুখের বিয়কারী শাস্ত্রের প্রলাপ সব মিথ্যা
—এই কথা বলে' তাকে বেদমার্গ হতে আমি বিচ্যুত করব । বেদ-
মার্গই যদি সে ত্যাগ করে, তাহলে উপনিষদের তো কথাই নেই ;
তা ছাড়া বিষয়-সুখ-বর্জিত মোক্ষের দোষ দেখিয়ে উপনিষদের
প্রতি প্রকার বিরাগ জন্মিয়ে দেব ।

মহা ।—তা যদি করতে পার তা'হলে আমি বড়ই সুখী হই । (পুনর্বার
আলিঙ্গন ও চুম্বন) ,

মিথ্যা।—মহারাজ ! প্রকৃতভাবে এরূপ করলে আমি লজ্জা পাই।

মহা ।—আচ্ছা এসো তবে বিশ্রাম-ভবনে যাওয়া যাক্ ।

(সকলের প্রস্থান ।)

ঠতি মহামোহ-প্রধান নামক দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক ।



শান্তি ও করুণার প্রবেশ ।

শান্তি ।—(সাক্ষ নয়মে) মা গো ! মাগো !—কোথায় তুমি,
উত্তর দেও ।

কুরঙ্গ আতঙ্ক-হীন

যে কাননে সতত বিচরে,

যে সকল শৈল হতে

নির্ঝরিণী অবিরত ঝরে,

পুণ্যালয়—বেধা ধাক্কা

ভগ্নস্বী সন্ন্যাসী সাধু বতি

সেই সব স্থান তব

ছিল বেগো সাধের বসতি ;

—হায় হায় সেই তুমি

চণ্ডালের গৃহ-গত

•

কপিলা গাভিটির মত

কেমনে করিবে মাগো

জীবন ধারণ বল

পাষণ্ডের হয়ে হতগত ?

অথবা হায় ! তাঁর জীবনের আশা করাই বুধা ।

কেননা :—

মোরে না দেখিয়া বেগো

না করে আহার মান

না করে শয়ন,

আমা-হীন সেই শ্রদ্ধা

না করিবে কণমাত্র

জীবন ধারণ ॥

করণা ।—(সাক্ষ লোচনে) সখি ! বিষম অগ্নি-শিখা-প্রদীপ্ত শলা-
কার মত এরূপ হঃসহ বাঁক্য বলে' তুমি যে আমাকে প্রাণে বধ্চ ।
বলি, তুমি একটু ধৈর্য্য অবলম্বন কর দিকি । এসো আমরা ততক্ষণ
মুনিগণের আশ্রমে, বহুবিধ মহাস্বা-জনে অলঙ্কৃত ভাগীরথী-তীরে,
ইতস্ততঃ একবার ভাল করে' অন্বেষণ করে' দেখি । বোধ হয় তিনি
মহামোহের ভরে কোথাও লুকিয়ে আছেন ।

শান্তি ।—সখি ! কোথায় আর অন্বেষণ করবে বল ।

সন্ন্যাসীদিগের বাস

—নদীকূল নীবার-চিহ্নিত,

বাস্তিকগণের গৃহ

—সমিৎ-চমস-বিকীরিত,

অন্বেষণ করিলাম

চারি আশ্রমীর বত স্থান,

কোথাও না পাইলাম

শোনো সখি তাঁহার সন্ধান ॥

করণা ।—তিনি সত্যই যদি শ্রদ্ধা হন তাহলে তাঁর মত লোকের এরূপ
হুগতি কখনই হতে পারে না ।

শান্তি ।—সখি ! বিধাতা প্রতিকূল হলে কি না ঘটতে পারে ? দেখঃ—

দশানন রাক্ষসের

লঙ্কাপুর-মাঝে ছিল

লক্ষ্মী-সম সীতা ;

ভগবতী বেদজয়ী

পাতালে দানব দ্বারা

হইলা গো নীতা ;

দৈত্যোক্ত পাতাল-কেতু

মদালসা নামে সেই

গন্ধর্ব্ব-হুহিতারে করিলা হরণ ;

তাই বলি, বিধি যদি

হয় প্রতিকূল তবে

কি কার্য না পারে সে গো করিতে সাধন ॥

সে বাই হোক, এখন চল, পাষাণদের গৃহে গিয়ে অন্বেষণ করা যাক ।
করুণা ।—(সভয়ে) রাক্ষস !—রাক্ষস !

শাস্তি ।—রাক্ষস কোথায় ?

করুণা ।—সখি ঐ দেখ, বিগলিত-মল-লিপ্ত বীভৎস-দেহ, হৃদর্শন, উড়ন্ত-
কেশ, উলঙ্গ, ময়ূরপুচ্ছ-পাখা হাতে এই দিকে আসূচে ।

শাস্তি ।—সখি ! ও রাক্ষস নয়, দেখ চনা ও অতি নিবীৰ্য্য হুর্দল ।

করুণা ।—তবে ও কে ?

শাস্তি ।—সখি ! আমার মনে হয় ওটা পিশাচ ।

করু ।—সখি ! এখন তো দিবস—এখন প্রচণ্ড মার্ভণ্ড ভূমণ্ডলের উপর
অলস্ত কিরণ বর্ষণ করছেন, এ সময়ে পিশাচের আসা কি সম্ভব ?

শাস্তি ।—সখি ! তবে বোধ হয়, কোন মহানারকী, নরক-কুণ্ড হতে
উঠে এখানে আসূচে । (নিরীক্ষণ ও চিন্তা করিয়া) হাঁ চিন্তে
পেরেছি ;—ও যে মহামোহের প্রবর্তিত অশুচর দিগম্বর-সিদ্ধাস্ত ।

(পরিত্রাজক দিগম্বর-সিদ্ধাস্তের প্রবেশ)

দিগ ।—অর্হৎক প্রণাম ; যিনি এই নবদ্বার-বিশিষ্ট শরীর-গৃহে অলস্ত
প্রদীপ—জিনবর বলেছেন—সেই জীবাত্মাই পরমার্থ স্মৃথ মোক্ষ দান
করেন । (পরিক্রমণ)

(আকাশে প্রদীপ) ওরোরে সাধকেরা, তোরা শোনু :—

মলয়র দেহ-পিণ্ড

—ভার শুদ্ধি জলে হয় কিবা ?

(আকাশে উত্তর) দেহ শুদ্ধি হয় যদি

ঋষিদের করা যায় সেবা ॥

কি বলচ ?—ঋষিদের সেবা কিরূপ—এই কথা জিজ্ঞাসা করচ ?

দূর হতে প্রশ্নমিবে তাঁদের চরণ,
সংকার করিবে দিয়া মিষ্টান্ন ভোজন ;
তব পত্নী-পরে যদি

কছু পড়ে তাঁহাদের চোখ,

ঈর্ষা কর্তব্য নয়,

—পাপ জেনো সে ঈরিষা-কোপ ॥

(নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ওগো শ্রদ্ধে ! এই দিকে এসোতো একবার ।

উভয় ।—(সতরে অবলোকন)

দিগম্বর-সিদ্ধাস্তের সদৃশ বেশ-ধারিণী শ্রদ্ধার প্রবেশ ।

শ্রদ্ধা ।—কি আজ্ঞা করচেন মহাশয় ?

শান্তি ।—(মুচ্ছিত হইয়া ভুতলে পতন)

দিগ ।—দেখ শ্রদ্ধে ! তুমি সাধকদের ছেড়ে এক মুহূর্ত্তও কোথাও বেওনা ।

শ্রদ্ধা ।—বে আজে । (প্রস্থান)

করণা ।—প্রিয় সখি ! শাস্ত হও, শাস্ত হও, নাম শুনেই ভয় পেয়ো না । আমি আন্তিক ও নাস্তিক এই উভয় মতাবলম্বিনী অহিংসার কাছে ওনেছি, পাষণ্ডদের সঙ্গে তমোভুগের একটি কত্তা আছে, তারও নাম শ্রদ্ধা ; তাই, এহেছে তামসী শ্রদ্ধা ।

শান্তি ।—(আশস্ত হইয়া) সখি ! তাই বটে ।

সদাচারী জন যোগো

কেমনে হইবে ছর্য্যচার ?

প্রিয়-দরশন যোগো

কিসে হবে এ হর্গতি তার ?

তাই বলি, জননীর •

অসম্ভব এ হেন আকার ॥

আচ্ছা চল, একবার বৌদ্ধদের গৃহে গিয়ে অনুসন্ধান করা যাক ।
(পরিক্রমণ)

পুস্তক হস্তে বৌদ্ধ ভিক্ষুকের প্রবেশ ।

ভিক্ষু ।—(চিন্তা করিতে করিতে)

নিরাশ্রয় এই সব ক্ষণস্থায়ী উপস্থিত
মানসিক ভাব
বাহিরে অর্পিত হয়ে বহির্জগৎরূপে
হয় আবির্ভাব ।
এক্ষণে সে স্থায়ী জ্ঞান অখিল বাসনা হতে
হইয়া বিচ্যুত
—বিষয়োপরাগ-হীন— দেখে কিবা ক্ষুণ্ণ পায়
হইয়া বিমুক্ত ॥

(পরিক্রমণ পূর্বক প্লাব-সহকারে) অহো ! এই বৌদ্ধধর্মই শ্রেষ্ঠ,
বেহেতু এতে সুখ মোক্ষ ছুইই আছে । দেখে—

মনোহর গৃহে বাস ; আরামে উপবেশন ।
সুখকর সুন্দর আসনে ;
মনোমত্ত বেষ্ঠা-সেবা ; দ্রব্যাদ্রব্য কালাকাল
বিচারাদি নাহিক অশনে ;
মৃদু আন্তরণ-শয্যা ; আনন্দে বাপন আর
জ্যোত্স্না-রাজি যুবতীর সনে ॥

কর ।—দেখ সখি ! তরুণ তাল-তরুর মত দীর্ঘকায় সুশীতল-মস্তক
শিখাধারী, রক্ত-বস্ত্র-পরিধান কে ও লোকটি এই দিকে অসুচে ?

শান্তি ।—সখি ! উনি বৌদ্ধ ভিক্ষু ।

ভিক্ষু ।—ওগো উপাসকেরা ও ভিক্ষুক সকল ! তোমরা ভগবান বুদ্ধদেবের
বাক্যাবৃত্ত শ্রবণ কর ।

(পুস্তক পাঠ) আমি দিব্যচক্ষু লোকদের সুগতি ও দুর্গতি দেখতে
পাচ্ছি ; সকল বস্তুই ক্ষণিক, স্থায়ী আত্মা নাই ; অতএব, ভিক্ষুও যদি
পরদারাসক্ত হয়, তার প্রতি ঈর্ষা করবে না ; ঈর্ষাই চিন্তের মল ।

(নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) শ্রদ্ধে ! এই দিকে
এসো তো ।

বৌদ্ধ-ভিক্ষুর বেশ-ধারণী শ্রদ্ধার প্রবেশ ।

শ্রদ্ধা ।—কি আত্মা করচেন মহাশয় ?

ভিক্ষু ।—তুমি সর্বদাই এইখানে উপাসক ও ভিক্ষুদের গাঢ় আলিঙ্গন
করবে, বুঝলে ?

শ্রদ্ধা ।—বে আত্মে মহাশয় । (প্রস্থান)

শান্তি ।—সখি ! ইনি কি তামসী শ্রদ্ধা ?

করু ।—হাঁ, টনি তামসী শ্রদ্ধা ।

দিগম্বর ।—(ক্ষণককে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে) ওরেরে ভিক্ষু ! এই দিকে
আয়, আমি তোকে কিছু জিজ্ঞাসা করব ।

ভিক্ষু ।—(সক্রোধে) আরে পাপিষ্ঠ পিশাচ ! কেন তুই একরূপ প্রলাপ
বলচিসু ?

দিগম্বর ।—ওরে রাগ করিসুনে । একটা শাস্ত্রীয় কথা তোকে জিজ্ঞাসা
করব ।

ভিক্ষু ।—আরে ! ক্ষণক আবার শাস্ত্র কথা জানে ?—আচ্ছা শোনাই
বাক । (নিকটে গিয়া) কি জিজ্ঞাসা করবি ?

দিগ ।—বল্ দিকি, তুই ক্ষণ-বিনাশী হয়ে কি জন্তু এরূপ ব্রত ধারণ করেচিস্ ?

ভিক্ষু ।—ওরে শোনু ! আমাদের মতে চলে' লোকে যখন বাসনা ত্যাগ করে, তখনি তার জ্ঞানোদয় হয় ; জ্ঞানোদয় হলেই মুক্তি হয় ।

দিগ ।—ওরে মূর্থ ! যদিওবা কোনও মনুষ্যেরে কস্মিন্-কালে কোনও ব্যক্তির মুক্তি হয়, তাহলে তোর তাতে কি উপকার হবে ? তুই যে অল্প কালের মধ্যেই মরবি । আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, কে তোকে এইরূপ ধর্মের উপদেশ দিয়েছে ?

ভিক্ষু ।—সর্বজ্ঞ ভগবান বুদ্ধই আমাকে এইরূপ উপদেশ দিয়েছেন ।

দিগ ।—ওরে ! বুদ্ধ যে সর্বজ্ঞ, তা তুই কি করে' জানলি ?

ভিক্ষু ।—তাঁর শাস্ত্রেতেই এই কথা প্রসিদ্ধ আছে যে তিনি সর্বজ্ঞ ।

দিগ ।—ওরে বোকা ! যদি তার কথাতেই তার সর্বজ্ঞত্ব প্রতিপন্ন হয়, তবে আমিও বল্চি আমি সর্বজ্ঞ ; তাহলে তুই পিতা পিতামহ প্রভৃতি সাতপুরুষের সহিত আমারও তবে দাস হয়ে থাক্ ।

ভিক্ষু ।—(সক্রোধে) আরে পাপিষ্ঠ মলপঙ্ক-ধর পিশাচ ! কি বল্লি, আমি তোমার দাস ?

দিগ ।—ওরে দাসী-বিহারী ছুষ্ট ভূজঙ্গ ভিক্ষুক ! এটা কেবল একটা দৃষ্টান্ত দেখালেম মাত্র । এখন তোর হিতের কথা বলি শোনু :—তুই বৌদ্ধধর্ম পরিত্যাগ করে' অহিংস-এর মত অবলম্বন করে' দিগম্বর-ব্রত ধারণ কর্ ।

ভিক্ষু ।—আরে পাপিষ্ঠ ! তুই স্বয়ং নষ্ট হয়েচিস্—আবার পরকেও নষ্ট করতে চান্ ?

উৎকৃষ্ট অনিঙ্গিত

স্বর্গ-রাজ্য করি' পরিত্যাগ

লোকনিন্দ্য পিশাচেষু

কার বল হয় অমুরাগ ?

তাছাড়া অর্হৎ যে সর্বজ্ঞ, এই বা কে বিশ্বাস করবে ?

দিগ ।—(উচ্চ হাস্য করিয়া) ওরে ! গ্রহ-নক্ষত্রের গতি ও চন্দ্র-সূর্য্য-

গ্রহণের গণনা দেখেই অর্হৎ-এর সর্বজ্ঞত্ব জানা গেছে ।

ভিক্ষু ।—(হাসিয়া) ওরে অনাদি- প্রবৃত্ত জ্যোতিঃশাস্ত্রের অধীন অতী-

ত্মীয় জ্ঞানে প্রতারিত হয়ে, তুই এই অতি কষ্টকর ব্রত অবলম্বন

করেচিস্ ? দেখ্ :—

দেহ-পরিচ্ছিন্ন জীব

কেমনে সান্নিধ্য-বিনা

দূর হতে ত্রৈলোক্যের

জ্ঞান লাভে বল দেখি হইবে-সক্ষম ?

কুন্তে যে নিহিত দীপ

সুশিখা সে হইলেও

ঘরের ভিতরে থাকি

বহির্বস্তু প্রকাশিতে পারে কি কখন ?

তাই বলচি, এই অর্হৎ-এর মত ত্রিলোকের বিব্রত ; আর বৌদ্ধ

দর্শনট প্রেষ্ঠ—অতি সুখাবহ—অতি রমণীয় !

শান্তি ।—সখি ! এসো আমরা অন্ত দিকে যাই ।

কর ।—হাঁ সেই ভাল । (পরিক্রমণ)

কাপালিক-রূপধারী নোমসিদ্ধান্তের প্রবেশ ।

নোম ।—(পরিক্রমণ করিয়া)

নর-অস্থি-মালা দিয়া

বিরচিত মনোহর

এ মোর ভূষণ ;

শ্মশান-নিবাসী আমি

নৃকপাল-পাত্রে দেখ

করি গো ভোজন ;

যোগাজনে শুদ্ধ দৃষ্টি করিয়া ধারণ
জগতেরে করি আমি সম্যক দর্শন ।
জগৎ যদিও হয় ভিন্ন পরস্পর
অভিন্ন দীশ্বর হতে উহা নিরন্তর ।

দিগ ।—ওরে ! এই লোকটি দেখ'চি কাপালিক ব্রত ধারণ করেছে, তা
একে কিছু জিজ্ঞাসা করা যাক ।

(নিকটে গিয়া) ওরে নরমুণ্ড-ধারি কাপালিক ! তোর ধর্ম্মে অথ
মোক্ষ কিরূপ বল দিকি ?

কাপা ।—ওরে দিগম্বর ! আমাদের ধর্ম্ম কি তা শোনুঃ—

মস্তক বসায় সিন্ধু নর-দেহ-মাংস মোরা
অনলে আহুতি করি দান ;
ব্রাহ্মণ-মাথার খুলি তাহাতে চবক করি'
পারশেতে করি সুরাপান ।
সদ্যচ্ছিন্ন অুকঠোর কণ্ঠ হতে বিনিঃসৃত
অভীষণ শোণিত-ধারায়
—মহাভৈরব-দেবে নরবলি অরপিয়া—
অরচনা করি মোরা তাঁয় ॥

ভিক্কু ।—(কর্ণ চাকিয়া) বুঝেছি, বুঝেছি, তোমাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান অতি
ভয়ানক ।

দিগ ।—অর্হৎ ! অর্হৎ ! না জানি কোন্ ঘোর পাপিষ্ঠ এই বেচারাকে
প্রভারণা করেছে ।

সোম ।—(সক্রোধে) আরে পাপিষ্ঠ, পাবণাধম, চণ্ডালবেশী ভাড়া
কোথাকারে ! বিনি চতুর্দশ ভুজনের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা, বেদান্ত-
সিদ্ধান্তে ধার বিভবের কথা প্রসিদ্ধ, সেই জগদান ভ্রামণীপতি কিনা

প্রবন্ধক ? আজ্ঞা আমাদের ধর্মের মহিমা তোকে তবে একবার
দেখাই ;—

হরিহর ব্রহ্মা আদি হরশ্রেষ্ঠ দেখ আমি
করি আনরন ;
গগনে বিচরে যেই নক্ষত্রাদি—কমি দেখ
তার সঞ্চরণ ;
জলে মহী করি' পূর্ণ নগ ও নগর-আদি
বত আছে স্থান,
আবার মুহূর্তে আমি সমস্ত সে জলরাশি
করি দেখ পান ॥

দিগ ।—তাই তো বল্চি, কোনও ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার বা ভোজবাজি
দেখিয়ে তোমাকে কেউ বঞ্চনা করেছে ।

সোম ।—(সক্রোধে) আরে পাণ্ডিষ্ঠ ! তুই আবার পরমেশ্বরকে ঐন্দ্র-
জাল ব'লে গাল দিচ্চিসু ? (চিন্তা করিয়া) এর দৌরাত্ম্য তো আর
সহ্য হয় না । (খড়্গ আকর্ষণ করিয়া)

এ করাল করবালে
ক'র ওর করিয়া ছেদন,
বুদবুদ-ফেন-যুক্ত
রক্ত-শ্রোত করি নিঃসারণ,
কালিকাকে নিবেদিয়া
করি তাঁর সন্তোষ সাধন ;
ভয়ঙ্কর হবে তাঁর

অবশিষ্ট সে কথার

করিলে তাহার শেবে পান ॥

(খড়্গ উন্মোচন)

দিগ ।—(সভরে) মহাশয় ! অহিংসা পরমোদ্যম ।

(ভিক্ষুকের কোড়ে প্রবেশ)

ভিক্ষু ।—(কাপালিককে নিবারণ করিয়া) আহা, কোতুকহলে একটা
বাক্যবিতণ্ডা হচ্ছিল, এর দক্ষণ বেচারাকে প্রহার করা কি উচিত ?

সোম ।—(খড়্গ কিরাইয়া লইয়া) হির ভাবে অবস্থান)

দিগ ।—(আশঙ্ক হইয়া) মহাশয় ! যদি আপনি ক্রোধ সংবরণ করে
থাকেন, তবে পুনর্ব্বার কিছু জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করি ।

সোম ।—জিজ্ঞাসা কর ।

দিগ ।—আপনার পরম ধর্ম্মের কথা তো শুন্থে, এখন জিজ্ঞাসা করি,
আপনার মতে-মোক কিরূপ ?

সোম ।—শোন তবে :—

বিবহু-আনন্দ ছাড়ি’

বল দেখি হৃথ-বস্ত

দেখা গেছে কোথা ?

জীবের আত্মার স্থিতি

যে মুক্তি—কে চাহে সে

উপল-অবস্থা ?

চন্দ্র-চূড়-বগু ধরি’

পার্কতীর প্রতিরূপ

প্রেরণীরে মহানন্দে করি’ আলিঙ্গন

বেই অম জীড়ানোদে

হৃথে বিচরণ করে

সেই মুক্ত—বলেন গো

যেব জিলোচন ।

ভিক্ষুক ।—মহাশয় ! বাসনা-বিরহিত হলেই যুক্তি হয়—এ কথা কি অপ্রচেষ্ট ?

মিস ।—ওরে কাপালিক ! যদি রাগ না করিস্ তবে বলি, শরীরী যুক্তি সিতাভই যুক্তি-বিরুদ্ধ ।

সোম ।—(স্বগত) প্রজ্ঞার অভাবেই দেখছি এদের অন্ধকরণ বিক্ষিপ্ত হয়েচে ; অতএব প্রজ্ঞাকে একবার এদের কাছে আনা যাক ।
(একান্তে)

প্রজ্ঞে ! এখানে একবার এসো তো ।

কাপালিকের রূপ ধরিয়া প্রজ্ঞার প্রবেশ ।

কল্পনা ।—(শাস্তির প্রতি) সখি ! দেখ দেখ, এ হচ্ছে রাজসী প্রজ্ঞা ।

অবিকল নীলোৎপল

সুচকল ইহার নয়ন ,

নর-অস্থি মালিকার

বিরচিত ইহার ভূষণ ;

নিতম্ব ও পীন স্তনে

সুমহরা টহার গো গতি

পূর্ণেশু-বদনা এই

বিলাসিনী মনোরমা অতি ॥

প্রজ্ঞা ।—(পরিত্রস্ত করিয়া) এই এসেছি নাথ, কি আভা হয় বল ।

সোম ।—প্রিয়ে ! এই হুয়তিমানী ভিক্ষুককে গ্রহণ কর ।

প্রজ্ঞা ।—(ভিক্ষুককে আলিঙ্গন)

ভিক্ষু ।—(সানন্দে আলিঙ্গন করিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া) আহা ! এই কাপালিনী কি সুখন্দারী !

কত শীন-পরোধরা

বিধবার অহুরাগে

গাঢ়তর আলিঙ্গন

করিয়াছে এই ভুজবর ;

কিছু হেন শীনস্তনী

ললনার আলিঙ্গনে

—বুড়্য-দিব্যা—কত নাহি

হইয়াছে এত সুখোদর ॥

আহা এই কাপালিক-দর্শন কি পূণ্যজনক ! ধন্ত সোমসিদ্ধান্ত !
আশ্চর্য্য এই ধর্ম্ম ! দেখুন মহাশয় ! আমি এখনি বুদ্ধ-ধর্ম্ম পরিভ্যাগ
করে আপনার তৈরবী-ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হলেম । আপনি আমার গুরু,
আমি আপনার শিষ্য হলেম । আপনি আমাকে তৈরবী-ধর্ম্মে দীক্ষিত
করুন ।

দিগ ।—ওরে ভিক্ষুক ! তুই কাপালিনীর আলিঙ্গনে দূষিত হয়েচিস্ ;
দূর হ, আমাকে স্পর্শ করিস্ নে ।

ভিক্ষু ।—ওরে ! তুই কাপালিনীর আলিঙ্গন-সুখে বঞ্চিত, তাই এই কথা
বলচিস্ ।

সোম ।—প্রিয়ে ! এই দিগম্বরকে গ্রহণ কর ।

শ্রদ্ধা ।—(দিগম্বরকে আলিঙ্গন)

দিগ ।—(রোমাঞ্চিত হইয়া) অর্হৎ ! অর্হৎ !

আহা ! কাপালিনীর আলিঙ্গন কি সুখস্পর্শ ! হুন্দরি ! আমাকে
আর একবার আলিঙ্গন কর ।

(স্বগত) আমার বে অত্যন্ত ইন্দ্রিয়-বিকার উপস্থিত হল—এখন
করি কি ?

অরি শীন-বনস্তনী ঘোহিনী ললনা !

চতুর্দিক-দৃষ্টিপাতী কুরঙ্গ-নয়না !

হও যদি কাপালিনি মম প্রেমাবদ্ধা,

কি করিবে পত্নী যোর জুড় সেই শ্রদ্ধা ?

আহা ! কাপালিক কর্ণনই একমাত্র সুখ-মোকের সাধন । ভগ্নো
আচার্য্য মহাশয় ! আমি এখন থেকে আপনাদের দাস হলেম, আমা-
কেও মহা-ভৈরব ধর্ম্মে দীক্ষিত করুন ।

সোম ।—তোমরা বোসো ।

উত্তরে ।—(উপবেশন)

সোম ।—(সুরাপাত্ত আনিয়া দ্ব্যানে মগ্ন)

শ্রদ্ধা ।—সুরায় পাত্ত পূর্ণ করেচি ।

সোম ।—(পান করিয়া অবশিষ্ট সুরা ভিক্ষুক ও দিগবরকে অর্পণ) এই
পবিত্র ভব-মহোবধ-অমৃত পান কর ।

এই ভব-মহোবধ

পবিত্র অমৃত কর পান

পশু-পাশ-ছেদক এ

—ভৈরব-ধরম-অমৃতান ॥

উত্তরে ।—(পরামর্শ)

দিগ ।—আমাদের অর্হৎ ধর্ম্মে সুরাপান নাই ।

ভিক্ষু ।—কাপালিকের উচ্ছিষ্ট সুরা কিরূপে পান করি ?

কাপা ।—কি পরামর্শ হচ্ছে ? (শ্রদ্ধার প্রেতি) প্রিয়ে !

এখনও এদের পশুত্ব ঘাইনি ; তাই এরা আমার উচ্ছিষ্ট সুরা অপবিত্র
মনে করচে । অন্তএব, তোমার মুখস্পর্শে পবিত্র করে' তারপর এদের
অর্পণ কর ; কেননা শাস্ত্রকারকেরা বলেন, “স্বীমুখ সকা-ভুচি” ।

শ্রদ্ধা ।—বে আজে । (পানপাত্ত গ্রহণ করিয়া পীতাবশিষ্ট প্রদান)

ভিক্ষু ।—এ মহাপ্রসাদ । (চবক গ্রহণ করিয়া পান)

আহা ! এ সুরার কি সৌরভ, কি মাধুর্য্য !

ইতি পূর্বে কতবার স্ববদনা রূপবতী
 বেষ্টাদের সাথে আমি
 হইয়া মিলিত,
 তাহাদের মুখোচ্ছিষ্ট সুরা করিয়াছি পান
 বিকচ বকুল-পুষ্প-
 গন্ধে আমোদিত ;
 কিন্তু এবে আনিলাম কাপালিনী-মুখ-সুরা
 না লভিয়া সুরগণ
 সূধা-লালারিত ॥

দিগ ।—ওরে ভিক্ষুক ! সব পান করিস্নে—কাপালিনীর মুখোচ্ছিষ্ট সুরা
 আমাকে কিছু দিস্ ।

ভিক্ষু ।—(দিগম্বরকে চবক প্রদান)

দিগ ।—(পান করিয়া) আহা ! এ সুরার কি মধুরত !—কি স্বাদ !
 কি গন্ধ ! কি সৌরভ ! হায় ! আমি এককাল অর্হৎ-মর্শে থেকে
 এমন সুরা-রসে বঞ্চিত ছিলাম ? ওরে ভিক্ষুক ! আমার গা ঘুচে,
 আমি একটু শুই ।

ভিক্ষু ।—হাঁ, আমিও শুই । (উভয়ের তথা করণ)

কাপা ।—দেখ প্রিয়ে ! আমি এই অমূল্য ছটি ক্রীত দাস পেয়েছি—
 এসো এখন আমরা নৃত্য করি । (উভয়ের নৃত্য)

দিগ ।—ওরে ভিক্ষুক ! এই কাপালিক—নানা—আমাদের আচার্য্য
 মহাশয় কাপালিনীর সঙ্গে কেমন সুন্দর নৃত্য করচেন, ওদের সঙ্গে
 এসো আমরাও নৃত্য করি । (পদখলিত নৃত্য)

দিগ ।—(“অগ্নি পীন-ঘনভনী মোহিনী ললমা” ইত্যাদি গান করণ)

ভিক্ষু ।—চমৎকার এই কাপালিক ধর্ম ! এতে অক্লেশে মনোবাহা পূর্ণ
 হয় ।

সোম ।—এই ধর্ম কেমন চমৎকার ! দেখঃ—

এ ধরমে বাহারা গো করিয়াছে স্তুতি লাভ
—লভিয়াছে মহাসিদ্ধি না ত্যজি' বিধর-রাগ ;
আকর্ষণ, সম্মোহন প্রমথন, প্রকোপন

উচ্চাটন-আদি বলে বার

সে সব ভো দ্বন্দ্ব সিদ্ধি— বিদ্যাবান সাধকের

সে সকল বোগ-অস্তরার ।

দিগ ।—(উদ্ভ্রত হইয়া) ওরে কাপালিক ! অথবা ওরে আচার্য্য ! অথবা
ওরে আচার্য্য-মশায় !

ভিক্ষু ।—(উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া) সুরাপানে অনভ্যাস-বশত ও দেখ'চি
মাতাল হয়ে পড়েছে—ওর এখন নেশা ছুটিয়ে দিন ।

সোম ।—আজ্ঞা তাই করচি । (হৃদুখোচ্ছিষ্ট তাম্বুল দিগধরকে প্রদান)

দিগ ।—(স্তব্ধ হইয়া) আচার্য্য মহাশয় ! জিজ্ঞাসা করি, সুরা আহারে
আপনার কেবল ক্ষমতা, স্ত্রী-পুরুষ প্রভৃতি আকর্ষণেও কি আপনার
সেইরূপ ক্ষমতা আছে ?

সোম ।—তুমি অত কেন জিজ্ঞাসা করচ ? দেখঃ—

কিবা বিদ্যাধরী কিবা স্বর্গ-সুরাদনা,
নাগ-কন্তা অথবা গো যক্ষের ললনা,
এতিন ভুবন মাঝে যারে চাহি আমি
তাৎকালিক বিদ্যা-বলে হেথা টেনে আনি ।

দিগ ।—ওহে ! আমি গণনা করে জেনেছি, আমরা সবাই মহামোহের
কিঙ্কর ।

উত্তরে ।—বাপু, তুমি ঠিকই জেনেছ ।

দিগ ।—এখন তবে রাজ-কার্য্য কি করতে হবে, এসো আমার মন্ত্রণা করা বাবু ।

সোম ।—কি কার্য্য ?—বল ।

দিগ ।—মহারাজের আজ্ঞা, সঙ্কল্পের কথা সাধ্বীকী-প্রকারে আমাদের আকর্ষণ করে' আনতে হবে ।

সোম ।—বল, সেই দাসীপুত্রী এখন কোথায় আছে, আমি কিন্যাবলে এই দণ্ডেই তাকে এখানে আনু'চি ।

দিগ ।—(খড়ি লইয়া গণনারস্ত)

শান্তি ।—সখি ! হতভাগারা আমার মার কথা বলচে শুন্'চি যে—মনো-
যোগের সহিত সমস্ত ব্যাপারটা তবে দেখা বাক্ ।

কক ।—হাঁ সখি ! (উভয়ের তথা করণ)

দিগ ।—জলে নাস্তি, স্থলে নাস্তি,

নাস্তি সে গো গগনের মাঝে ;

আছে বিকু-ভক্তি-মনে

—মহাত্মাগণের হৃদে রাজে ॥

কক ।—(সানন্দে) সখি ! বাঁচা গেছে, প্রজ্ঞা এখন বিকু-ভক্তির কাছে আছেন ।

শান্তি ।—(হর্ষ)

ভিক্ষু ।—ওহে দিগম্বর ! কামনার নিকট হতে বিছিন্ন হয়ে নিকাম ধর্ম
এখন কোথায় আছেন তাও গণনা করে' বল ।

দিগ ।—(পুনরায় গণনা করিয়া "জলে নাস্তি স্থলে 'নাস্তি" ইত্যাদি
পুনরায় পাঠ)

সোম ।—(সবিশ্বাদে) হার হার ! মহারাজের মহাকষ্ট উপস্থিত দেখছি ।
দেবী বিকু-ভক্তি বিনি

একমাত্র সিদ্ধির কারণ,

তীর সাধে হয় যদি

সব-কল্যাণ প্রকার মিলন ;

ধর্ম যদি কাম হতে

মুক্ত হয়ে করেন বিয়ক্তি ;

তা' হলেই সিদ্ধ যে গো

হবে সেই বিষয়ের কাজ ।

এখন অর্ধবার করেও আমাদের প্রভু মহামোহের কার্য সাধন করা
কর্তব্য । অতএব এস, এখন আমরা ধর্ম ও প্রজ্ঞাকে আকর্ষণ করবার
জন্য মহাভৈরবী বিদ্যাকে সেখান পাঠাই । (প্রস্থান)

শান্তি ।—আমরাও এস এই হতভাগাদের সমস্ত ব্যাপার সেবী বিকু-
ভান্তিকে জানাই গে ।

(প্রস্থান)

ইতি পাবণ্ড বিড়ম্বন নামক তৃতীয় অঙ্ক ।

চতুর্থ অঙ্ক ।

— ৩৯৫ —

মৈত্রীর প্রবেশ ।

মৈত্রী ।—আমি সুদীর্ঘ নিকটে গুলেম, ভগবতী বিকৃত্তি আমাদের
প্রিয়সখী প্রজাকে মহাভৈরবীর হাত হতে উদ্ধার করেছেন ।
না আমি প্রজা এখন কোথায় ; তাকে দেখবার জন্য আমার হৃদয়
উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে । (পরিত্রাণ)

(ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রজার প্রবেশ)

প্রজা ।—কানে দোলে নৃ-কপাল-কুণ্ডল ভীষণ ;

দৃষ্টি-হতে বিহ্বাচ্ছটা ছুটে অতুফণ ;

সুরতি সে ভয়ঙ্কর,

অনলের শিখা-সম

কেশ তার পিঙ্গল-বরণ ;

দন্ত চন্দ্রকলাকুর,

তাহার ভিতর হতে

লোল জিহ্বা করে নির্গমন ;

—গেই মহা ভৈরবীরে

হেরিয়া কদলী-সম

কাঁপিতে এখনো মোর মন ॥

মৈত্রী ।—(দেখিয়া) ঐ যে, প্রিয়সখী প্রজা ভয়ে কদলি-পত্রের মত
কাঁপতে কাঁপতে কি বলছেন ; আমি ওঁর সম্মুখে আছি, তবু আমাকে
দেখতে পাচ্ছেন না ; আচ্ছা তবে নিকটে গিয়ে ওঁর সঙ্গে কথা কই ।
(নিকটে গিয়া) প্রিয়সখী প্রজা, আজ তোমাকে এত অভয়নয়
দেখচি কেন বল দিকি ? আমি তোমার সম্মুখে রয়েছি, তবু
তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ না ?

প্রদা—(মৈত্জীকে দেখিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) এ কি! প্রিয়সখী
মৈত্জী বে।

করাল যে কাল-রাজি

আহার নষ্টের মাঝে

ছিন্ন এতদ্বয়,

তোমারে দেখিয়া সখি

পাইকু স্মারক যেন

ନୂତନ ଜୀବନ ॥

এসো সুখি আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন কর।

মৈত্রী.—(তথা করিয়া) সখি! বিমুক্তিক্তি তো সেই মহাত্মারবীর প্রভাব
নষ্ট করেছেন, তবু এখনও তোমার সর্বান্ন কাঁপচে কেন বল দিকি ?

ଅବା ।—("କାଳେ ନୋଳେ ନୃକମାନ" ଇତ୍ୟାଦି)

মৈত্রী।—(সব্বাসে) উঃ! হতভাগিনীর কি ভয়ঙ্কর মৃত্তি! সে এনে কি
করলে বল দিকি।

ଅହା ।—ସଖି ! ଶୋନେ ।—

শোন-পক্ষী-স্বয়ং সে গো।

উদ্ধ হতে সবেগে নাযিক্ত।

এক হতে ধরায়েরে

—অন্য হস্তে আমারে ধরিয়া,

সবেগে উঠিল পুনঃ পুনঃ গগনে তখুনি

নখাগ্রে ধরিত্রা মাংস বেমতি শুকুনী ॥

बैद्यो ।—कि मर्स्नाथ ! कि मर्स्नाथ ! (वृष्टिः)

ବକା ।—ମଧି ! ଆମତ୍ତ ହତ ।

ମେଞ୍ଚି ।—(ଆସନ୍ତ ହେବା) ତାର ପର—ତାର ପର ।

স্বপ্ন।—তার পর আবার আর্জ-নাদে দেবী বিকৃতভঙ্গির স্বরন আত্ম' হল।

তিনি কখনঃ—

ভুলভ্রম ভরস্বর

সকোপ কুটিল ঘোর

রক্তিম লোচনে

করিলেন দৃষ্টিপাত ;—

অমনি সে নত হতে

পড়িল গো ভূমে

বজ্রাহত শিলা-সম,

—ভর্জরিত ভগ্ন-অস্থি

হরে সে পতনে ।

মৈত্রী ।—ব্যাক্তীর মুখ হতে করিলেন জ্ঞায়—কি ভাগ্যি শ্রদ্ধা ভৈরবীর হাত
থেকে রক্ষা পেলেন । তার পর প্রিয়সখি, তার পর ?

শ্রদ্ধা ।—তার পর, দেবী বিকৃত্তক্তি নিরুদ্ভিগ্ন হরে আমাকে বল্লেন ; “দেখ
শ্রদ্ধা ! হুরাক্ষা মহাসোহ আমাকে বড়ই অবজ্ঞা করে ; আমি তাকে
সমূলে বিনষ্ট করব । আর তুমি বিবেকের নিকটে গিয়ে বল, তিনি
যেন কামক্রোধাদিকে জয় করবার জন্ত এখন উদ্যোগ করেন ;
তাহলেই বৈরাগ্যের প্রাচুর্ভাব হবে । আমিও প্রসন্ন হরে বথাসময়ে
প্রাণারামাদি-বারা তোমাদের সৈন্তকে অহুপ্রাণিত করব ; আর
ঋতসম্ভাবা আদি দেবীরাও, শাস্তি আদির কৌশলে, বিবেকের সহিত
উপনিবদ্য দেবীর সন্মিলনে যাতে প্রবোধের জন্ম হয়, তার উপায়
চিন্তা করবেন ।” তাই আমি এখন বিবেকের নিকট যাচ্ছি ।
তুমি এখন কি করে’ দিন কাটাতে বল দিকি সখি ?

মৈত্রী ।—আমি এখন বিকৃত্তক্তির আজ্ঞায়, যুদিভা দয়া ও উপেক্ষা এই
তিন ভগিনীকে সঙ্গে নিয়ে, বিবেকের কার্য-সিদ্ধির নিমিত্ত মহাক্ষা
সামুদ্রের স্বতরে বাস করব ।

সুখীজন-প্রতি তার

করিলেন মিত্র-ব্যবহার

জনমিবে অল্পকল্প।

হঃখীনের হেরি' হঃখ-ভার ;

পূণ্য-কার্যে তাঁহাদের

হটবে গো আনন্দ অপার ;

কুশতি জনের প্রতি

করিবেন উপেক্ষা বিস্তার।

আত্মা কলুষিত হলে'

রাগ লোভ ঘেব আদি-জন্ত

আমাদের অধিষ্ঠানে

এইরূপে হরগো প্রসন্ন।

তাই, আমরা এই চার ভগিনী মিলে, বাতে প্রবেশের জন্ত হর, এখন তারই চেষ্টার থাকবে। প্রিয়সখি এখন তুমি কোথায় গিয়ে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করবে বল দিকি ?

প্রজ্ঞা।—দেবী বিষ্ণু ভক্তি আরও এই কথা বলেন :—রাঢ় নামে একটি জনপদ আছে, সেইখানে ভাগীরথী-তীরের অলঙ্কার-স্বরূপ ভূতচক্র নামে যে তীর্থ, সেইখানে বিবেক ব্যাকুল-চিত্ত হরে, বীমাংসা-অলুগত বুদ্ধির দ্বারা কোনরূপে প্রাণ ধারণ করে', উপনিষদের সহিত মিলিত হবার জন্ত তপস্যা করতেন।

মৈত্রেয়ী।—তুমি তবে যাও প্রিয়সখি, আমিও আমার কাজ করিগে।

প্রজ্ঞা।—আচ্ছা সখি। (প্রস্থান)

ইতি প্রবেশক।

রাজা বিবেক ও প্রতীহারীর প্রবেশ।

রাজা।—আরে পাণ্ডিট মোহ হতভাগা। তুই এই মহাত্মা পুরুষকে নিম্নাঙ্কই বধ করবি দেখছি। এই আত্মা গুরুত্ব এখন :—

অনন্ত-মহিম শাস্ত চিত্তানন্দ নিরন্তর
 নিস্তরঙ্গ এমন যে অমৃত-সাগর-জল
 —ধাকিয়াও ময় তাহে নাহি করে আচমন ;
 আর মৃগতৃষ্ণারি —অসার সে যে এমন—
 তাতেই আনন্দ তার —তাতেই অবগাহন,
 সে জলেই আচমন, সে জলই করয়ে পান,
 তাগতেই নিমজ্জিত থাকে সে গো অবিরাম ॥

অথবা, সংসারচক্র-বাহক সেই মহামোহের যে অবোধ-মূল, তা' কেবল প্রবোধচন্দ্রোদয়ের দ্বারা ই উন্মূলিত হবে । কেননা:—

ঈশ্বরোপাসনা-বীজ —বাহা হতে ভবজ্ঞান

স্বতঃ জন্মায়—

তাহা ছাড়া, ভব-তরু —মোহ-মূল নাশিবার

নাহিক উপায় ॥

পুরাষেকাগণ বলেন, কৃতিদের কার্যে দেবতারা প্রায় সহায় হন । দেবী বিকৃতজিও আমাকে আদেশ করেছেন যে, তুমি কাম ক্রোধদের জয় করবার জন্য উদ্যোগ করবে ; আর, তিনিও এই বুঝে আমাদের পক্ষ অবলম্বন করুবেন । কাম তো বস্তুবিচারের অভাবেই বেঁচে আছে—অতএব, কামকে জয় করবার জন্য বস্তু-বিচারকেই পাঠান বাক । (পার্শ্বে অবলোকন করিয়া) বেত্রবতি ! বস্তুবিচারকে ডেকে নিয়ে এসো তো ।

প্রতী ।—বে আজে দেবি । (প্রস্থান করিয়া বস্তুবিচারের সহিত পুনঃ প্রবেশ)

বস্তু ।—বাস্তবিক কোন সৌন্দর্য আছে কিনা তা বিচার না করে, কেবল সৌন্দর্যের অভিমানেই হতভাগা কাম বুদ্ধি পেয়ে, অগতকে সর্বদাই বকনা করতে ; অথবা, চুরাঙ্গা মহামোহেরই এই কাজ । দেখ :—

প্রত্যেক গো বেধিয়াও অণুচি-পুত্রিকা নারী,

পণ্ডিতেও উনমত্ত

প্রমোদিত অত্যাগস্ত

হর কাম-বশে ;

কতই প্রশংসা করে ;— বলে, কিবা পদ্ম-নেত্র

কিবা ভ্রু, কিবা গুরু

নিতম্ব, উন্নত স্তন

কমল-বদনা সে ॥

আরও, যে সকল বুদ্ধিমান লোক বখার্ত বস্ত্রবিচার করে' থাকেন, রক্ত-মাংস-অস্থি পঙ্কর-ক্রেদময়ী নারীতে তাঁদেরও বিরাগ নেই স্পষ্ট দেখা যায়। বস্ত্রত নারীতে নিজস্ব সৌন্দর্য্যগুণ কিছুই নেই ; তাতে কেবল ইতর গুণের অধ্যাস করা হয় মাত্র। দেখে:—

চাক মুক্তাহার লতা,

কুহু-কুহু মণিময়

কনক-নুপুর,

কুহুম-সম্ভব রাগ,

বিচিঞ্জ কুহুম-মালা,

অগন্ধ মধুর,

বিচিঞ্জ হুকুল-বাস,

—এই সবে রমণীর

কল্পিত সৌন্দর্য্য দ্বাথে

অন্ন-বুদ্ধি লোক ;

কিন্তু যারা বেধিয়াছে

অন্তর বাহির তার,

তাহারাই জানে—নারী

বিতীর নরক ॥

(আকাশে) আরে পালিষ্ঠ চণ্ডাল কাম ! তুই বিনা-অবলম্বনে অধিষ্ঠিত হয়ে মহাপুরুষদের বে বাহুল করে' তুলচিস্। দেখ, কাম ছোঁব কাহিনীকে দেখলেই মনে করে:—

এ ইন্দু-বদনা বালা চাহেগো আমারে ;
সানন্দে আমার পানে কটাক্ষে নেহারে ;
এই কমলাক্ষ নারী তনু-অঙ্গিনে
মিলিতে ইচ্ছুক অতি দেখ আমা সনে ॥

কিছু ওরে মুখ !

কে করে গো ইচ্ছা তোরে,

ওরে পশু ! কে দেখে বল তো ?

মাংসাস্থি-নির্মিত, নারী

এর কিছু নহে অবগত ;

কেমনে সে দেখিবে গো

পুরুষেরে—যে গো অমরত ।

প্রতী ।—এই দিক দিয়ে আসুন, এই দিক দিয়ে ।

(উভয়ের পরিক্রমণ)

প্রতী ।—ঐ মহারাজ বিবেক বসে আছেন, আপনি নিকটে গমন করুন ।

বহু ।—(নিকটে গমন করিয়া) মহারাজের জর হোক ! আমি বহু-
বিচার, প্রণাম করি ।

রাজা ।—(সসম্মানে) এইখানে বোসো ।

বহু ।—(বসিয়া) মহারাজ ! এই আপনার কিছুর উপস্থিত ; অনুগ্রহ
করে' আভা করুন ।

রাজা ।—দেখ বাপু ! মহামোহের সহিত আমার সংগ্রাম উপস্থিত ;
এই বুড়ে মহামোহের প্রধান বীর হচ্ছে কাম ; আর, তোমাকেই তার
প্রতিযোগী বোদ্ধা স্থির করা গেছে ।

বহু ।—(সহর্ষে) মহারাজ আমাকে যেদূর সম্মানিত করেছেন, তাতে
আমি ধন্য হইম ।

রাজা ।—আচ্ছা, কোন শত্রুবিদ্যার দ্বারা কামকে তুমি জয় করবে বল দিকি ?

বসন্ত ।—আঃ ! যে পুণ্ড্রবাহু-কামের শঙ্কশর মাত্র সফল, তাকে জয় করতে কি শত্রু গ্রহণের অপেক্ষা করে ? দেখুন:—

নারীয়ে বখনি কেহ
করিবে গো স্মরণ দর্শন,
অমনি ইন্দ্রিয়-দ্বার
দৃঢ়রূপে করি' আচ্ছাদন,
প্রতি মুহু ধ্যান করি'
শেষের বিরস পরিণাম,
আর দেহ-বীভৎসতা
চিহ্নন করিয়া অবিরাম,
—এইরূপে আশা হতে
উন্মূলিত হইবে সে কাম ॥

রাজা ।—সাদু ! সাদু !

বসন্ত ।—আরও দেখুন :—

বিপুল-পুলিন নদী, পতন্ত নির্ঝর-জলে
সুসংগ শৈল-শিলা
বেধা বিদ্যমান ;
ঘন-তরু বনরাজি ; —ব্যাস-উক্ত শান্তি-বাণী
বেধার গো উচ্চারিত
হয় অবিরাম ;
সঙ্কণ্ঠ-বিভূষিত পতিতগণের বেধা
হয় সঙ্গাম ;

যেথা কি থাকিতে পারে মাংস-বসাময়ী নারী,
অথবা মদন ?

তা ছাড়া :—নারীই কামের প্রধান অস্ত্র ; অতএব তাকে জয় কর-
লেই, তার যে সব সহায়, তারাও বিফল-চেষ্টে ও ভ্রমোন্মাদ হয়ে পলায়ন
করবে । তখন :—

চন্দ্র ও চন্দন, আর
জ্যোত্স্না-শুভ্র রাতি মনোরম ;
ভ্রমর-কুল-গুঞ্জন-
মুখরিত বিলাস-কানন ;
সুচারু বসস্তোদয় ; মেঘ-মস্ত-গরজন
বনুবা-দিবস ;
কদম্ব-কুসুম গন্ধে সুর্য্যভিত সমীরণ
—মুহুর-পরশ ;
শৃঙ্গার-প্রমুখ এই
কামের সহায় আছে বত
নারীরে করিলে জয়
ইহারাও হইবে নিহত ॥

অতএব আর বিলম্বে প্রয়োজন কি, আজ্ঞা করুন মহারাজ আমি
যুদ্ধ-যাত্রা করি ।

কুক-সৈন্য বিনাশিয়া যথা রণ-মাঝে
অর্জুন করিল বধ শেষে সিদ্ধ রাজ্যে,
আমিও গো সেইরূপ আচ্ছন্ন করিয়া দিক্
বিচারের বাণে,
নাশিয়া অরাতি-সৈন্য বধিব গো অবশেষে
হুটে সেই কামে ॥

রাজা ।—(প্রাসন্ন হইয়া) আজ্ঞা তুমি তবে এখন শত্রু-বিজয়ের জন্য
সজ্জিত হও ।

বসন্ত ।—যে আজ্ঞা মহারাজ । (প্রস্থান)

রাজা ।—বেঙ্গবতি ! ক্রোধ-জ্বরের জন্ত ক্রমাক্রে ডেকে নিরে এসো ।

প্রতী ।—যে আজ্ঞা মহারাজ ! (প্রস্থান করিয়া ক্রমাক্রে লইয়া পুনঃ
প্রবেশ)

কমা ।—(ধৈর্য্য-সহকারে)

‘বিস্তারি’ ক্রোধাক্রকার

স্ববিকট ক্রকুটী-ভরঙ্গ ভয়ঙ্কর,

সাক্ষা কিরণ সম

নিঃস্পিরা আরক্তিম দৃষ্টি ঘোরতর,

শত্রুরা যে মুকঠোর

পরিন্দা কটুবাণ্য

উচ্চারণ করে শত শত,

ধৈর্য্যশালী জনগণ

—নিঃস্প নিরমল

সুগভীর সাগরের মত—

সেই সব নিন্দাবাক্য

নির্ভীকার-চিত্তে দেখ

সহিয়া থাকেন অবিরত ॥

(শ্লাঘা-সহকারে) দেখ ! আমার—

বচনে না হয় গ্রানি,

শিরোবাণ্য মনস্তাপ

দস্ত-পীড়ন আদি নাহি যায় দেখা ।

হিংসাদি অনর্থ-যোগ

তাহাও ঘটে না মোর,

—ক্রোধ-জ্বরে আমি শ্লাঘ্য একা ॥

(উত্তরে পরিক্রমণ করিতে করিতে)

প্রতী ।—প্রিয়সখি ! ঐ মহারাজ, এইবার নিকটে এগিয়ে যাও ।

কমা ।—(নিকটে গিয়া) মহারাজের জয় হোক ! আমি আপনার দাসী
কমা, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি ।

রাজা ।—বৎসে ! এইখানে বোসো ।

কমা ।—(বসিয়া) আজ্ঞা করুন মহারাজ, এ দাসীকে কেন ডেকেচেন ।

রাজা ।—দেখ কমা ! এই সংগ্রামে ছুরাছা ক্রোধকে তোমার জয়
করতে হবে ।

কমা ।—মহারাজের শ্রীচরণ-প্রসাদে আমি মণামোহকেই জয় করতে
পারি, তো ক্রোধ ;—ক্রোধ তো তার অল্পচর মাত্র ; তাকে আমি
অচিরে জয় করব ।

যেই জন অকারণে বাধা দেয় বেদ-পাঠে,

যজ্ঞাদিতে, তপ-অনুষ্ঠানে,

অগ্নির কুলিক-সম

ক্রোধ যার অবিরত

ছুটিতেছে যুগল নয়নে,

সেই পাপিষ্ঠের আমি

করিব নিধন

—মহিষেরে কাণ্ডারনৌ বধিলা যেমন ॥

রাজা ।—আচ্ছা বল দেখি কমা, তুমি কি উপায়ে ক্রোধকে জয় করবে ।

কমা ।—মহারাজ ! নিবেদন করি :—

হ'লে কেহ ক্রোধাবিষ্ট

উপেক্ষিয়া হাসি-মুখে

দেখাইব সুপ্রসন্ন ভাব ;

নিন্দা সে করয়ে যদি

কুশল পুছিব তার

কিছুমাত্র না করিয়া রাগ ;

প্রহার করয়ে যদি

পাপ নাশ হল বলি

আনন্দিত হইব অন্তরে ;

“অজিতাঙ্গা জীবগণ

—দৈববশে হুণিবার—

হঠাৎ গো এই কাজ করে

—দিক্ তারা কৃপাপাত্ৰ" ! —ইহা ভাবি' দয়াবশে

আজি যদি হয় গো হৃদয়,

বল দেখি মহারাজ তখন কি হইতে পারে

চিন্ত-মাঝে ক্রোধের উদয় ?

রাজা।—সাবু ! সাবু !

কমা।—মহারাজ ! ক্রোধকে জয় করতে পারলেই, হিংসা, কঠোরতা,

মদ, মান মাৎসর্য্যও আপনা হতেই পরাজিত হবে ।

রাজা।—আচ্ছা তবে তুমি তাদের বিজয়ের নিমিত্ত বাজা কর ।

কমা।—বে আজ্ঞে মহারাজ ! (প্রস্থান)

রাজা।—(প্রতিকারীর প্রতি) আচ্ছা, এখন লোভকে জয় করবার জন্য
সন্তোষকে ডাকো ।

প্রতী।—বে আজ্ঞে মহারাজ ! (প্রস্থান করিয়া সন্তোষের সহিত পুনঃ
প্রবেশ)

সন্তোষ।—(চিন্তা করিয়া অহুকম্পা সহকারে)

নানাবিধ বৃক্ষধরে

কতশত শ্বেচ্ছালভ্য ফল ;

স্থানে স্থানে পুণ্যনদী

—তাহে মিষ্ট স্নানীতল জল ;

সুখস্পর্শ শয্যা রহে

সুললিত লতাপত্রময় ;

তবু কৃপাপাত্ৰগণ

ধনীর ছায়ারে কষ্ট নয় ॥

(আকাশে) ওরে মূৰ্খ ! তোদের এই মোহ কি হুশ্বেদ্য !

এই তুচ্ছ ধন-ভৃষ্টা

—বৃগভৃষ্টা-সাগর সমান

দেখিরা তবুও কিরে

নাহি হয় আশার বিগ্রাম ?

শতধা বিদ্রোহ নাহি

হয় কিরে তোদের হৃদয় ?

বজ্র প্রস্তরে উহা

দেখিতেছি গঠিত নিশ্চয় ॥

তা ছাড়া, এই লোভ চিত্র-মাঝে ক্রমশই বৃদ্ধি পায় ।

পাইরাছি এত ধন, আরো ধন 'পাব,

মূলধন করি এরে আরো তা বাড়াব ;

এইরূপ ধন-চিন্তা

—অহো কি আশ্চর্য্য দেখি—

করিতেছ তুমি দিবারাত,

ভাবোনা পিশাচী আশা মোহ-রাত্রে ঘেরি তোমা

সবলে প্রাসিবে অচিরাত ॥

অপিচ :—

যদিও গো কোনরূপে লব্ধ হয় ধন,

নিশ্চয় তাহার হবে বিলয় সাধন ।

ধন নাশে, তব নাশে

দুরেতেই ধনের বিরোগ ;

তোমার বিনাশে দেখ

ধন তব না হইবে ভোগ ।

ধনলাভ, ধননাশ

—এর মাঝে কোন্টিগো পথ্য ?

লব্ধ ধন নাশ, কিবা

ধনাতার—বল দেখি সত্য ?

আরও দেখ :—

সদভয়ে করে নৃত্য
 নৃত্য এই মাথার উপরে ;
 অরাক্ষণী ঘোর সর্প
 তোমার গো দেখ গ্রাস করে ;
 বিষয়ের লোভ-গুণ
 গ্রাসে' আর সর্ব চরাচরে ।
 অতএব ধৌত করি' কোম-অঙ্গে
 অবোধ-বহুল বুলিআল,
 সন্তোষ অনুতাপবি—তারি তলে
 নয় করে থাকে চিরকাল ॥

প্রভা ।—ঐ আমাদের মহারাজ—আপনি নিকটে এগিয়ে বান ।

সন্তোষ ।—(তথা করিয়া) মহারাজের জয় হোক—আমি সন্তোষ,
 প্রণাম করি ।

রাজা ।—এইখানে বোসো । (আপনার কাছে বসাইয়া)

সন্তোষ ।—মহারাজ ! আপনার এই ভূতা উপস্থিত, এখন অনুগ্রহ
 করে' আজ্ঞা করুন ।

রাজা ।—তোমার প্রভাব তো জানাই আছে ; তুমি অবিলম্বে লোভ
 জয়ের জন্য বারণসী যাত্রা কর । *

সন্তোষ ।—বে আজ্ঞে মহারাজ :—

নান-মুখী লোভ সেই

—বে করে গো ত্রিলোক বিজয়—

তারে মহারাজ আমি

অনায়াসে জিনিব নিশ্চয়,

বখা রাম বধিল সে

দ্রুত রাজা দশাননে

—বে ছিল প্রবৃত্ত সদা

দেব-বিজ-বন্ধন-নিধনে ।

(পরিক্রমণ করিয়া প্রস্থান)

“বিনীত” দূতের প্রবেশ ।

বিনী ।—মহারাজ ! যুদ্ধযাত্রার মঙ্গল্য-জব্য-সকল আহরণ করা হয়েছে ;

আর, গণক এসে গমনের শুভ সময় নিরূপণ করে’ দিয়েছেন ।

রাজা ।—আচ্ছা তা হলে সেনাপতিদের সৈন্ত পাঠাতে বল ।

বিনী ।—বে আজ্ঞে মহারাজ ! (প্রস্থান)

নেপথ্যে ।—ওহে তোমারা শোনো !

যাহাদের কুস্ত্রচ্যুত

মদে মত্ত হয় ভুজ

—এ হেন করীন্দ্রগণে করহ সজ্জিত ;

যাহাদের বেগ-বলে

পরাজিত প্রভঞ্জন

হেন তুরঙ্গম রথে করহ যোজিত ;

কুস্ত্রান্তে, স্মজন করি’

দিগন্তে নীলাজ-বন

বিচরুক পদাতি প্রথম ;

তার পর, অসিলাতা

করিয়া ধারণ করে

অখারোহী করুক গমন ॥

রাজা—আচ্ছা এখন তবে মঙ্গলাচরণ করে’ যাত্রা করা যাক । (পারি-

পার্শ্বিকের প্রতি) ওহে ! সারথিকে আমার সাংগ্ৰামিক রথ সজ্জিত করে আনতে বল ।

পারি ।—বে আজ্ঞে । (প্রস্থান)

রথ লইয়া সারথির প্রবেশ ।

সারথি ।—মহারাজ ! এই রথ সুসজ্জিত করে আনা হয়েছে, এখন আরোহণ করুন ।

রাজা ।—(মঙ্গলাচরণ করিয়া রথে আরোহণ)

সারথি ।—(রথবেগ দেখাইয়া) মহারাজ ! দেখুন, দেখুন :—

খুরাঞ্চে চুম্বিয়া ভূমি অশ্বগণ লরে বার

রথখানি গগন-সীমার ;

এমনি প্রচণ্ড বেগ গতি শুধু অহুমিত

খুরোখিত পথের ধূলার ।

কি ঘোর রথের শব্দ ঘর্ঘর ভীষণ !

মনে হয়, হইতেছে সাগর মছন ॥

মহারাজ ! ঐ দেখুন অনতিদূরে ত্রিলোকপাবনী বারানসী নগরী ।

সুধাকর-কর-সম স্তম্ভবর্ণ এই সব

সউধ-শিখর ;

ধারা-বজ্র হতে ওই স্নানিত হইয়া জল

ঝরে বর বর ;

উচ্চে সুশোভিত ওই বিচিত্র পতাকাবলি

—সউধ-শিখরে বার দেখা

নিরমল শরতের মেঘ-প্রান্তে বিলসিত

বেন চাক্র তড়িতের লেখা ॥

(পরিক্রমণ করিয়া)

প্রত্যেক মুকূলে অলি লগ্ন হয়ে করয়ে গুঞ্জন ;

প্রস্ফুটিত পুষ্প হতে বিন্দু বিন্দু ঝরি মকরন্দ

—মনে হয় বর্ষা এল ; পুষ্প-গন্ধে দিক্ আমোদিত ;

নিবিড় ভ্রামরময় তরুণের ঘন পত্র-পুষ্প
বিত্তারে তরল ছায়া ; সমীরণ—সেও দেখে কিবা
পাণ্ডপত-ব্রতধারী তাপসের মত অভিসিক্ত
গজাজলে ;—নাতিদূরে, নগর-পর্যন্ত-সীমার
এ হেন অরণ্য-ভূমি মহারাজ ওই দেখা যায় ॥
গজাজলে হরে আজ

মাখি শুভ পুষ্প-রেণুকণা,
সমীরণ চ্যুত-পুষ্পে
শিবে যেন করে গো অর্চনা ;
ভ্রমর-শুভ্রনে আর
করে দেখে কিবা স্তুতি পাঠ,
লতা-ভুজ-আন্দোলনে
আরো দেখে কিবা নৃত্য-নাট ॥

রাজা —(সানন্দে অবলোকন করিয়া) সারথি ! দেখে দেখে :—
চন্দ্রচূড়-বাসভূমি এই বারাণসী পুরী
আকৃষ্ট করে মোর মন ;
ব্রহ্মানন্দ-বিধায়িনী বিদ্যা যেন তমো নাশি'
মুক্তি পদে করে আনয়ন ।
ধরা-কণ্ঠ-বিলম্বিনী
সুকুটিল মুক্তাবলী-প্রায়
ফেন-হাসো গজা যেন
উপহাসে' শশাঙ্ক-কলার ॥

সারথি ।—(পরিক্রমণ করিয়া) মহারাজ ! দেখুন দেখুন ; এই সেই
ভাগীরথীর তীরের অলঙ্কার-স্বরূপ ভগবান আদি-কেশব নামক
বিকুর পবিত্র মন্দির ।

রাজা।—(দেখিয়া সহর্বে) একি!

এ যে সেই দেব ধীরে পুরাবেস্তাগণ

এ ক্ষেত্রের আশ্চার্যরূপে করেন কীৰ্ত্তন।

হেথা পুণ্যবান লোক ত্যজি' দেহ, শেখ

মুক্তি লভি' ধীর মধ্যে করে গো প্রবেশ ॥

সারথি।—মহারাজ! দেখুন, দেখুন,—এট কাম ক্রোধ লোভ আদি
আমাদের দর্শন মাত্রের দূরে পলায়ন করচে।

রাজা।—তাই বটে। এসো এখন আমরা ভগবান দেব আদি-কেশবকে
নমস্কার করি। (রথ হইতে নামিয়া, প্রবেশ ও অবলোকন করিয়া)

জয় জয় ভগবন! দেব-সেনা-চূড়ামণি-শ্রেণী

নৃত্তিত ওপাদপদ্মে; আর তারি নখর-প্রভাষ

তব পাদপীঠ-ছাতি বিমিশ্রিত; তুমি বৈত-ব্রাহ্মি-

সন্তপ্ত ত্রিলোকের ভ্রম-নিদ্রা হরণে সুদক্ষ;

বরাহ-মুরতি ধরি জলমগ্ন পৃথিবীতে তুমি

উদ্ধারিল; তাহে ক্ষিপ্ত হ'ল তব দংষ্ট্রাপ্রভাগ;

তবু সেই দংষ্ট্রাগ্রে বিদরিলে কত মণাগরি।

বামনের পাদদ্বয়ে লোকদ্বয়ে হলে তুমি ব্যাপ্ত;

শ্রীকৃষ্ণের দেহ ধরি' বাহুবলে করি উত্তোলন

মহা গোবর্দ্ধন গিরি—ছত্ররূপে করি' তা ধারণ,

ইন্দ্রকুত আকস্মিক সুপ্রচণ্ড অতি বৃষ্টি হতে

রক্ষিলে গোকুল-জন, বিস্মিত করিয়া সর্ব জন।

বিধবা করিয়া সব অশ্রু-বধূরে—প্রভু ওগো—

তাদের সীমন্ত-হতে সিন্দূর করিয়া অগনীত

লেপন করিলে তাহা স্বর্ঘ্য-দেহে;—তাই সেগো এবে

লোহিত-বরণ; আর, হবে নয়-সিংহরূপ ধরি'

হিরণ্য-কশিপু-বক্ষ দশ নখে বিদারিলে তুমি
 —সেই হস্ত-বিগলিত সুবিস্তীর্ণ শোণিত-বারাণ
 'মগ্ন হল ত্রিভুবন ; আবার, সে জ্বিলোকে বরিণ
 কইটত-অমুরের স্তব্ধ ঠিন কণ্ঠ-অস্থি যবে
 করিলে ছেদন তুমি,—সুদর্শন-চক্র হতে তব
 বহু-জ্যোতি উজ্জ্বল-ছটা হইয়া গো বিনিঃসৃত
 প্রচণ্ড দোদণ্ড তব প্রকটিত করিল জগতে ।
 চন্দ্র-অর্ধ-শেখরের প্রেমাস্পদ তুমি যে গো প্রভু ;
 সমুদ্র-মস্থল-কালে তব বাহুবলের প্রভাবে
 ঘুরায় মন্দর-গিরি বিক্ষোভিলে ক্ষীরদ-সাগর ;
 —তার্হ হতে উঠি লক্ষী আলিঙ্গিল তোমা-ভুজ-পাশে
 —সেই আলিঙ্গন-ভরে পৌনঃস্তু-পজাবলী-চিহ্ন
 পড়ে ওই বক্ষস্থলে—এবে যাঁহে শেতে মুক্তামালা ।
 বৈকুণ্ঠদেব ওগো ! করি আমি তোমার প্রণাম,
 সংশয়-বন্ধন কাটি' ভকতেরে দাও প্রভু জ্ঞান ॥

(মন্দির হইতে নির্গত হইয়া অবলোকন পূর্বক) দেখ সারথি !
 এই উৎকৃষ্ট স্থান বারাণসীই আমাদের বাস-যোগ্য ; অতএব এই স্থানেই
 শিবির সন্নিবেশ করা হোক ।

(উভয়ের প্রস্থান)

ইতি বিবেকোদ্যোগ নামক চতুর্থ অঙ্ক ।

পঞ্চম অঙ্ক ।

প্রকার প্রবেশ ।

প্রকা ।—(চিন্তা করিয়া) এই তো প্রসিদ্ধ পদ্মা ; কেন না :—

এ বৈর-সম্ভব ক্রোধ কত কত আতি কুল
করয়ে দহন

—পবন-আহত ওরু- ঘরঘণ-জাত যথা
বন হতাশন ॥

(সাক্ষ লোচনে) আহ' ! সোদর-বিনাশ-জনিত শোকানল অতি দাক্ষ
ছর্গিবার ; শতশত বিচার-জলধরও তা মন্দীভূত করতে পারে না ।

সিদ্ধ, মহী, শৈল, নদী —ইহাদেরি ধ্বংস হবে
ঘটিকে নিশ্চয়,

তখন এ তৃণ-লঘু কণধ্বংসী জীব-নাশে
কিসের সংশয় ?

বহুর নিধনে তবু,

এ বিষম শোক-হতাশন

বিচার-শক্তি নাশি'

করে মোর হৃদয় দহন ॥

কাম-ক্রোধাদি ভ্রাতৃগণ আমার অপকার করলেও তাদের বিনাশে :—

মর্দছেদ করে মোর,

যেহ মোর করয়ে শোষণ ;

হবে মোর অন্তরাঙ্গ।

অলস এ শোক-হতাশন ॥

চিন্তা করিয়া) সে বাই হোক, দেবী বিষ্ণুভক্তি আমাকে এইরূপ আদেশ করেছেন ; “দেখ বৎসে ! আমি এখানে থেকে হিংসা ব্যাপারময় সংগ্রাম দেখতে পারব না ; অতএব বারাণসী পরিত্যাগ করে,” আমি এখন শালগ্রাম নামক ভাগবত-ক্ষেত্রে গিয়ে কিছুকাল বাস করব। সেখানে তুমি যুদ্ধের যথাযথ বৃত্তান্ত আমাকে জানাবে ।” তাই এখন আমি দেবীর নিকটে গিয়ে যুদ্ধ-বৃত্তান্ত নিবেদন করিগে । (পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই তো সেই চক্রতীর্থ ; এখানেই সংসার-সাগর-তরণীর কর্ণধার ভগবান হরি বাস করেন ; (প্রণাম করিয়া) এই যে, ভগবতী বিষ্ণুভক্তি সাধুজন বেষ্টিত হয়ে, আমার কল্পা শাস্তির সহিত কি কথা কছেন । এইবার তবে নিকটে বাই ।

বিষ্ণুভক্তি ও শাস্তির প্রবেশ ।

শাস্তি ।—দেবি ! আপনাকে এত চিন্তাকুল দেখছি কেন ?

বিষ্ণু ।—বৎসে ! এই বীরকর-মহাযুদ্ধে, প্রবল মহামোহের আক্রমণে বৎস বিবেকের না জনি কি ঘটেচে—তাই আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছে ।

শাস্তি ।—এর জন্য চিন্তা কি, আপনার অনুগ্রহ থাকলে, নিশ্চয়ই মহারাজ বিবেকের জয় হবে ।

বিষ্ণু ।—দেখ বৎসে !

সুহৃদজন-অভ্যাদয় হইলেও সপ্রমাণ,

তাদের অনিষ্ট-শঙ্কা হৃদে হয় অবিরাম ॥

বিশেষতঃ শ্রদ্ধা বহুকাল না আসার, আমার মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে ।

শ্রদ্ধা ।—(সহসা নিকটে আসিয়া) দেবি প্রণাম ।

বিষ্ণু ।—এস, এস শ্রদ্ধা এস ;—মঙ্গল তো ?

শ্রদ্ধা ।—দেবীর প্রসাদে সমস্তই মঙ্গল ।

শান্তি ।—মা ! প্রণাম ।

শ্রদ্ধা ।—এস বৎসে ! আমাকে আলিঙ্গন কর ।

শান্তি ।—(তথা করণ)

বিষ্ণু ।—শ্রদ্ধে ! এখন সেখানকার সমস্ত বৃত্তান্ত বল ।

শ্রদ্ধা ।—দেবীর প্রতিকূলচারীদের সমুচিত শাস্তি হয়েছে ।

বিষ্ণু ।—সমস্ত সবিস্তারে বর্ণনা কর ।

শ্রদ্ধা ।—

দেবি ! শ্রবণ করুন । আপনি আদি-কেশবের মন্দির হতে কিরে আসবার পর, ভগবান ভাস্কর যখন কক্ষিৎ পাটলবর্ণ কিরণ বিকীর্ণ করতে আরম্ভ করলেন, সেই সময়ে বিজয়-ঘোষণার আহ্বানমান বীরবর্গের সিংহ-নাদে দিগ্বিভাগ বধির হয়ে গেল ; রথ-অশ্বের খুরোখিত ধূলিজালে সূর্য্যমণ্ডল আচ্ছন্ন হল ; মদমত্ত করিগণের কুস্তস্থিত সিন্দূরে দশদিক সন্ধ্যার মত প্রভিভাত হতে লাগল ; তাদের ও আমাদের সৈন্ত-সাগরের মধ্যে প্রলয়-কালীন মেঘ-গর্জনের ত্রায় ভীষণ শব্দ হতে লাগল । সেই সময় মহারাজ বিবেক, ত্রায়-দর্শনকে দূত করে' মহামোহের কাছে পাঠিয়ে দিলেন । ত্রায়-দর্শন সেখানে গিয়ে মহামোহকে এইরূপ বলেন :—

অমুচর-সহ ভূমি

তাজি' বিষ্ণুদেব-নিকেতন,

নদীকূল, পূণ্যবন,

আর পূণ্যবানদের মন,

যাও চলি' স্নেহ-দেশে ; নতুবা খড়গাঘাতে
 প্রতি অঙ্গ হবে খান-খান ;
 তাহা হতে বিগলিত রক্তধারা পান করি'
 ফেঁকগণ সব
 ফেউ ফেউ রব করি' মহানন্দ প্রকাশিয়া
 করিবে উৎসব ।

বিষ্ণু ।—তার পর—তার পর ?

শ্রদ্ধা ।—তার পর, দেবি ! মহামোহ ললাট-তটে বিকট ক্রকুটি বিস্তার
 করে' বলে :—“হতভাগা বিবেক এই দুর্নীতির ফল ভোগ করুক” ;
 আর, এই কথা বলে', অতিপাষণ্ডদের সহিত পাষণ্ড-শাস্ত্র-সকলকে
 বুকে পাঠালে । তারপর, আমাদেরও সৈন্তগণের সম্মুখে,—

পুরাণ বেদ-বেদাঙ্গ স্মৃতি-আদি ধর্মশাস্ত্র
 আর ইতিহাস
 —এই সবে বিভূষিতা সরস্বতী হইলেন
 সহসা প্রকাশ ॥

বিষ্ণু ।—তার পর, তার পর ?

শ্রদ্ধা ।—তার পর, বৈষ্ণব-শৈবাদি সর্বশাস্ত্র দেবীর নিকটে এসে উপস্থিত
 হলেন ।

বিষ্ণু ।—তার পর ?

শ্রদ্ধা ।—তার পর :—

মীমাংসা ও জ্ঞান সাংখ্য মহাভাষ্য-শাস্ত্রাদিতে
 হয়ে পরিবৃত,
 জ্ঞানশাস্ত্র শতবাহু বিস্তারিয়া, দিকদশ
 করি' উদ্ভাসিত,

জিনরনা বেদজরী

—ধরমেশু-কান্তিমুখী—

দুর্গার সমান

সমর-উৎসুক হয়ে

বাগ্‌দেবী-সনমুখে

হল অধিষ্ঠান ॥

শাস্তি ।—(সবিস্ময়ে) কি আশ্চর্য্য ! স্বভাব-প্রতিদ্বন্দ্বি পরস্পর-বিরুদ্ধ
শাস্ত্রদের মধ্যে কিরূপে সম্মিলন ঘটল ?

শ্রদ্ধা ।—বৎসে !

সুমবংশজাত জন

হলেও বিরোধী পরস্পর,

শত্রু-আক্রমণে, লভে

জয়-লক্ষ্মী হয়ে একতর ॥

এই হেতু, বেদ-প্রসূত এই সকল শাস্ত্রের মধ্যে তত্ত্ববিচারে অবাস্তর-
বিরোধ থাকলেও, বেদ-সংরক্ষণ ও নাস্তিকপক্ষ খণ্ডন-বিষয়ে তাদের
সকলেরই মধ্যে ঐক্য দেখা যায় ।

অনন্ত, অব্যয়, শাস্ত,

অজ, জ্যোতি, এক পরব্রহ্ম

বহুবিধ শাস্ত্রাগমে

বহুরূপে হন প্রতিপন্ন ।

রম্যোত্তমে মুখ্য করি’

কেহ করে ব্রহ্মারে কীর্তন ;

সম্বত্তমে মুখ্য করি’

কেহ করে বিষ্ণু আরাধন ;

তমোত্তমে মুখ্য করি’

কেহ করে শিবেরে স্থাপন,

জলের প্রবাহ-সব নানা পথ দিয়া বধা
শেষে আসি' জলধিতে
হরগো পতন ;
সেইরূপ নানা শাস্ত্র ভিন্ন পথে, বেদ-মূল
জগদীশ্বরেট সবে
করে নিরূপণ ॥

বিষ্ণু ।—তার পর ?—

শ্রদ্ধা ।—তার পর দেবি ! সহস্রধারায় অজস্র শরবর্ষণ করে' উভয় পক্ষের
চতুরঙ্গিণী-সেনা পরস্পর তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হল ।

বহুল শোণিত-নদী
খরবেগে হল প্রবাহিত ;
মাংস-পক্ষে কঙ্ক-পুষ্কী
বসে সবে হইয়া ক্ষুধিত ।

শর-হত হয়ে যত উত্তম মাতঙ্গ পড়ে
পর্যন্তের প্রায়,
তাহে স্রোতোবেগ লাগি, প্রবমান ছত্র-সম
চূর্ণ হয়ে যায় ॥

সেই দারুণ সংগ্রামে বৌদ্ধশাস্ত্র, পাষণ্ড-শাস্ত্রের অগ্রে ছিল ; ওদের
মধ্যে পরস্পর বিরোধ থাকায়, পরস্পরের মর্দনে বৌদ্ধ-শাস্ত্রের বিনাশ
হল । এইরূপে, পাষণ্ড-শাস্ত্র নির্মূল হয়ে বেদান্তাদি শাস্ত্র-স্রোতে ভেসে
গেল । এই দেখে বৌদ্ধেরা সিদ্ধ, গান্ধার, পারসীক, মগধ অজ কলিঙ্গ
প্রভৃতি দেশে প্রবেশ করলেন ; পাষণ্ড দিগম্বর সিদ্ধান্ত, কাপালিক
সৌমসিদ্ধান্ত প্রভৃতির পামর-পূর্ণ পাকাল, মালব, আভীর দেশে গিয়ে
শুণ্ডভাবে বিচরণ করতে লাগল ; আর নাস্তিকদের তর্কশাস্ত্র-সকলও,

ভার ও মীমাংসার দারুণ প্রহারে অর্জরিত হয়ে, বৌদ্ধশাস্ত্রের পশ্চাদ্-
গামী হল ।

বিষ্ণু ।—তার পর, তার পর ?

শ্রদ্ধা ।—তার পর, বস্তুবিচারের দ্বারা কাম হত হল ; ক্রোধ হিংসা ও
নির্ভরতাদের সংহার করলেন কামা ; লোভ ভৃক্ষা দৈত্যাদি চৌর্য
মিথ্যাবাদ, প্রতিগ্রহ—এদের দমন করলেন সন্তোষ । আর, অন-
শ্রুতা জয় করলেন মাৎসর্য্যকে, ও পরোৎকর্ষ-কামনা জয় করলেন
মদকে ।

বিষ্ণু ।—তা বেশ হয়েছে ; এখন মহামোহের সংবাদ কি ?

শ্রদ্ধা ।—দেবি ! মহামোহ যোগ-ব্যাঘাতের সহিত কোথায় যে লুকিয়ে
আছে তা কিছুই জানা যাচ্ছে না ।

বিষ্ণু ।—তবে তো দেখ চি মহা-অনর্থের অবশিষ্ট এখনও কিছু রয়েছে ;
এখনি এর পরিহার করা কর্তব্য । কেননা :—

পরম-সম্পদ-কামী

বিষম জন উপেক্ষা করিয়া

অগ্নি-শেষ, ঋণ-শেষ

শত্রু-শেষ না দেয় রাখিয়া ॥

আচ্ছা, মনের সংবাদ কি বল দিকি ?

শ্রদ্ধা ।—দেবি ! তিনিও পুত্র পৌত্রাদির বিনাশ-জনিত শোকে অত্যন্ত
কাতর হয়ে জীবন বিসর্জন করতে উদ্যত হয়েছেন ।

বিষ্ণু ।—(হীহৎ হাসিয়া) তার জীবন গেলে, আমরা তো সবাই কৃতার্থ
হই, আত্মাপুঙ্খও পরম শান্তি লাভ করেন ; কিন্তু তার মৃত্যু
কোথায় ?

শ্রদ্ধা ।—দেবি ! আপনি যে প্রবোধের অঙ্গদানে কৃতসংকল্প হয়েছেন, সেই
প্রবোধের উদয় হলেই, মন আর শরীরের সঙ্গে থাকতে পারবে না ।

বিষ্ণু ।—আচ্ছা, বোসো, আমি তার বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য ব্যাস-
সরস্বতীকে (বেদান্ত দর্শন) পাঠাচ্ছি ।

(প্রস্থান)

ঠতি বিকল্পক ।

মন ও সঙ্কল্পের প্রবেশ ।

মন ।—(সাক্ষ্যলোচনে) হা পুত্র কাম ক্রোধ ! হা বৎস অহঙ্কার !
তোমরা কোথায় গেলে ?—উত্তর দেও । রাগ ঘেব মদ-মান-মাৎ-
সর্ঘ্য !—তোমরা আমাকে আলিঙ্গন কর । আমার সর্কাজ অবসর
হয়ে পড়চে । (চারিদিকে অবলোকন করিয়া বিহ্বলভাবে) এই
অনাথ বৃদ্ধের সহিত যে কেহই সম্ভাষণ করচে না—আমার সেই
অম্মরা প্রভৃতি কল্লারা কোথায় ? আর আশা তৃষ্ণাদি পুত্রবধূগণ
তারাই বা কোথায় ? আমার মত হতভাগ্যের সঙ্গে থাকার, তারিও
কি দৈব-কর্তৃক অপহৃত হল ? (বিহ্বল হইয়া) ওহোহো !

বিমানল-সম ইহা

সর্ক অঙ্গে করে সঞ্চরণ ;

দেহে মর্শ্ব-স্থল মোর ;

—সর্ক দেহে বেদনা বিষম ;

বিবেক বিনুশ্ত হয়

—হৃদয়-চেতনা করে নাশ ;

অহো ! এই শোক-অর

সবলে জীবন করে গ্রাস ॥

(মূর্ছিত হইয়া পতন)

সঙ্কম ।—রাজন্ ! আশ্রয় হোন্ ।

মন ।—(সংজ্ঞালোভ করিয়া) কি ?—আমার এই অবস্থা দেখে দেবী
প্রবৃত্তিও আমাকে সাধনা করচেন না ?

সকল ।—(সাধনলোচনে) মহারাজ ! দেবী প্রবৃত্তি এখন আর
কোথায় ? তিনি যে পুত্রশোকানলে দগ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করেছেন ।

মন ।—(আবেশ-সহকারে) হা প্রিয়ে ! কোথায় তুমি ?—উত্তর দেও ।
স্বপনেও দেবি তুমি না করিতে স্মৃতিভোগ
আমার বিহনে,

আমিও গো তোমা বিনা মৃতবৎ থাকিতাম
নিজার শরনে ।

দারুণ বিধাতা এবে তোমারে গো আমা হতে
করিয়াছে দূর,

তবু আমি আছি বেঁচে —তবু এ পাষণ-প্রাণ
না হইল চূর ।

(পুনর্বার মুচ্ছিত হইয়া পতন)

সকল ।—রাজন্ ! আশ্রয় হোন—আশ্রয় হোন ।

মন —(আশ্রয় হইয়া) আর আমার প্রাণধারণের প্রয়োজন নাই ।

সকল ! তুমি আমার চিতা রচনা কর ; আমি চিহ্নানলে প্রবেশ
করে' শোকানল নির্ঝাণ করি ।

ব্যান-সরস্বতীর প্রবেশ ।

সরস্বতী ।—ভগবতী বিকৃতকৃষ্ণ এই কথা বলে' আমাকে পাঠিয়ে দিলেন
যে, “সখি ! মন, সন্তান-বিরোগ-হৃৎখে অত্যন্ত কাতর হয়েছে—
তুমি গিয়ে তাকে প্রবোধ দেও, বাতে তার বৈরাগ্যোৎপত্তি হয় তার
চেষ্টা কর ।” তা, এইবার আমি তবে নিকটে যাই । (নিকটে
গিয়া) বৎস ! তুমি শোকে একরূপ অভিভূত হয়েছ কেন ? তুমি

তো জানো সংসারের সকল বস্তুই অনিত্য ; আর তুমি ইতিহাস,
উপাখ্যানাদিও তো পাঠ করেছ।

কল্পশত দীর্ঘজীবী

ব্রহ্মা ইন্দ্র দেবাসুরগণ,

মন্ত্র-আদি মুনি, আর

কোটি কোটি অর্নাধি ভুবন,

সবে হয় কালে নষ্ট ;

অতএব সিদ্ধ-ফেন-প্রায়

পঞ্চাশ্বক দেহ এই

যখন গো পঞ্চদ্বারে পায়,

—কেন লোকে করে শোক ?

—এক ঘোর মোহ, হায় হায় !

তাই বলি, সংসারের অনিত্যতা চিন্তা কর, নিত্যানিত্য-বস্তু-দর্শকে
শোকাবেশ স্পর্শ করতে পারে না।

কেননা :—

একব্রহ্ম অদ্বিতীয়

নিত্য সত্য তিনিই কেবল ;

আর সব বিকল্পিত

যাহা কিছু দেখে এ সকল।

একত্বকে দেখে যে গা সর্ব বস্তুময়

—তার কাছে কোথা মোহ, কোথা শোকোদয় ॥

মন।—শোক দূষিত মনে বিবেকই স্থান পায় না, তো সংসারের
অনিত্যতা-চিন্তা স্থান পাবে কি করে ?

সন্ন।—দেখ নৎস ! স্নেহদোষে এইরূপ হয়ে থাকে ; তাই স্নেহই সকল
অনর্থের বীজ বলে' প্রসিদ্ধ। দেখ :—

প্রিয়া নামে ক্লেশরাপি —বিষ-বহুবীজ সেই—

করে নর প্রথমে বগন ;

নীত্র তাহা হতে হয় অশনি-অনল-গর্ভ

স্নেহময় অঙ্গুর উদ্গম ;

তাহা হতে জনমিয়া শত দীপ্ত শাখাযুক্ত

শোক-ক্রম যত

ভূষের অনল সম মানব-শরীর করে

দগ্ধ অবিরত ॥

মন ।—দেবি ! স্নেহ বশতই এইরূপ হয় তা আমি জানি, তবু শোকাগ্নি-
দগ্ধ প্রাণ আর আমি ধারণ করতে পারিচি নে । বাইহোক, অস্তিম-
কালে যে আপনার দর্শন পেলেম এই আমার পরম সৌভাগ্য ।

সরস্বতী :—দেখ, আত্মহত্যার চেষ্টাও অত্যন্ত গর্হিত । তা ছাড়া, এত
অপকারীদের জন্ত তোমার কেন এত শোকাবেগ ? দেখ :—

এ অপত্য-বান্ধবাদি করেনা, করেনি কতু,

কখনই করিবে না তব উপকার ;

উহারি গো মনুষ্যের হৃথের নিমিত্ত নহে

—বিচ্ছেদে মরমচ্ছেদ হয় মাত্র সার ।

তবু হায় জীবগণ তাহাদেরি তরে দে-

কতই আরাস ক্লেশ সতে অনিবার ।

তাছাড়া তাদের জন্ত :—

কত ভরা-মদী তুমি না করেছ পার ;

কত না গো লজ্জিরাছ পর্কত পাহাড় ;

কত হিংস্র জীবপূর্ণ হৃতীকণ বনভূমে

করেছ প্রবেশ ;

ধনমদ-মসীমান ধনী-মুখ হেরি' কত

পাইরাছ ক্রেশ ;

কতই না পাপিষ্ঠের।

তোমা-দিয়া করারেছে

ছুরিত অশেষ ॥

মন ।—সে কথা সত্য, তথাপি :—

বহু দিন হ'তে বারা

যতনে লালিত হয়ে

বিচরে গো হৃদয়ের মাঝে,

সেই সব আত্মজের

দারুণ বিচ্ছেদ-কষ্ট

প্রাণমর্শ্বচ্ছেদ-সম বাজে ॥

সর ।—বৎস ! মমতা-নিবন্ধনই এই মোহ উৎপন্ন হয়—কথার
বলে :—

গৃহ-কুকুটে 'বিল্লি'

ভক্ষণ করিলে, হুঃখ

ছদি-মাঝে বত খানি হয়,

মমতা-বিহীন কোন

চটক মুষিকে খেলে

তত হুঃখ না হয় উদয় ॥

অতএব, সর্বানর্থ-বীজ যে মমতা, আরই উচ্ছেদার্থ বন্ধ করা কর্তব্য ।

মেধ :—

দেহ হতে কত কীট হয় গো উৎপন্ন

—লোকে তাহা করে দূর করি' কত বন্ধ ।

জগৎ-জনের হায় একি মোহ-মেহ !

—অপতা-কীটের তরে শোবে নিজ দেহ ॥

মন ।—দেবি ! তা হলেও, আমার মনে হয়, মমতা-গ্রাসি হুঃছেদ্য ।

যে মমতা,—ওগো দেবি !—

নিরন্তর অভ্যাসের বশে

জীবদের মেহ-স্বপ্নে

প্রথিত রয়েছে দৃঢ় পাশে

—জানেন কি ভগবতি !—এ হেন বন্ধন

কি উপায়ে—কেমনে গো হয় বিমোচন ?

সর ।—বৎস ! সংসারের অনিত্যতা-চিন্তাই মমতা-বন্ধন ছেদনের
প্রথম উপায় । বোধ :—

কত তব দারাহুত

কত পিতা পিতামহ

আর খুল্লতাত,

বিস্তৃত আবহমান

এই এ সংসারে আসি'

কোটিবার গত ;

বিছাতের প্রভা-সম

কণহারী এই সব

সুহৃদ-সঙ্গম ;

—সুখী হও, এই কথা

পুনঃ পুনঃ চিন্ত-মাঝে

করিয়া স্থাপন ॥

মন ।—ভগবতি ! আপনার প্রসাদে আমার মোহ দূর হল । কিন্তু —

তব মুখ চক্ৰ-হতে

বিগলিত যে ঝিল

উপদেশামৃত

—ধউত হলেও তাহে—

শোক-উর্ধ্ব-ভলে তবু

জ্ঞান এই চিত ॥

অতএব, এই আজ্ঞা স্নেহ-প্রহারের যদি আর কোন ঔষধ থাকে তো
স্বাস্থ্য করুন ।

সর ।—এর উপদেশ তো মুনিরাই দিয়ে গেছেন ;—

সহসা উৎপন্ন বেই

মর্ম্মভেদী গাঢ় শোকভার

—অচিন্তা ঔষধ তার

—উহাতেই হয় প্রতীকার ॥

মন ।—ভগবতি ! একথা সত্য ; কিন্তু আমার চিত্ত যে ছুঁনিবার ।

বাতাহত মেঘ যথা ইন্দু-বিষে বারম্বার

করে আচ্ছাদন,

সেইরূপ চিন্তা-রাশি

অভিভূত করে চিত্ত

না মানি' বারণ ॥

সর ।—বৎস, শোনো বলি, তুমি তবে শাস্তিরসাপ্রিত কোন বিষয়ে চিত্ত
নিবেশ কর ।

মন ।—সে শাস্তিরসাপ্রিত বিষয়টি কি, ভগবতি আজ্ঞা করুন ।

সর ।—বৎস ! যদিও সেটি গোপনীয়, তথাপি শোকাক্ত ব্যক্তিকে সে
বিষয়ের উপদেশ দিতে দোষ নেই ।

স্বরণ করিবে নিত্য

জলধর-শ্রাম সে হরিরে

—কেউর-কুণ্ডল হার

মুকুটাদি ধৃত যে শরীরে ।

কিছা ব্রহ্মে হয়ে মগ্ন

—যিনি শুদ্ধ আনন্দ কেবল—

লভহ আত্মার শাস্তি

ত্রীয়ে যথা হৃদ সুশীতল ॥

মন ।—(চিন্তা করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস) ভগবতি ! আপনিই আমাকে জ্ঞান
করলেন । (পদতলে পতন)

সর ।—বৎস ! এখন তোমার হৃদয় উপদেশ-সহিষ্ণু হয়েছে—এখন
তবে আরও কিছু উপদেশ দি শ্রবণ কর ।

পিতাপুত্র স্নহদেরা পড়িলে গো মৃত্যুমুখে,
 অড়বুদ্ধি মূঢ়জন
 শোক-বশে অধীর হইয়া
 করে সবে উদর ভাঙন ।
 এ বিরস-পরিণাম অসার সংসার-মাঝে,
 বিয়োগ, স্মধীর মনে,
 শাস্তি-সুখ আনি' করে
 বৈরাগ্যের দৃঢ়তা সাধন ॥
 বৈরাগ্যের প্রাবণ ।

নীলোৎপল-প্রাস্ত-সম স্নান্ন্যস্ত চন্দ্র দিয়া
 না করিত বিধি যদি দেহ আচ্ছাদন ;
 তাহা হলে তৎক্ষণাৎ কাক গৃধ্র ব্যাঘ্র আসি'
 দেহ-চ্যুত রক্ত-মাংস করিত ভক্ষণ
 —বল তো কে নিবারণিত তাদের তখন ?

আরও দেখ :—

বিষয়-জনিত রস চঞ্চল চপলা সম
 বিরস অস্ত্রিমে ;
 মৃত্যু রাজে দেহে দেহে, নাশ সদা বিদ্যমান
 স্ত্রীচুর ধনে ;
 প্রতি লোক করে শোক,
 বহল অনর্থ ললনার ;
 তবু লমে ঘোর পথে
 —নহে রত ব্রজে কেহ হার !

সর।—বৎস ! এই দেখ তোমার বৈরাগ্য উপস্থিত, একে সত্যাপন
 কর ।

মন ।—বাছা, তুমি কোথায় ?

বৈরাগ্য ।—এই যে আমি, প্রণাম করি ।

মন ।—বৎস ! তুমি জন্মগ্রহণ করেই আমার পরিত্যাগ করে গিয়েছিলে,
এখন আমাকে আলিঙ্গন কর ।

বৈরাগ্য ।—(তথা করণ)

মন ।—বৎস ! তোমাকে দেখে আমার শোকের উপশম হল ।

বৈরাগ্য ।—এতে আবার শোক কিসের ?

পাখিমধ্যে হয় যথা

পান্থ-সনে পান্থের মিলন ;

তরুতে তরুতে যথা

নদী-স্রোতে হয় গো সঙ্গম ;

মেঘে মেঘে হয় স্পর্শ

যেমতি গো গগনের তলে ;

সাগরে মিলন যথা

পরস্পর বণিকের দলে ;

সেইরূপ, পিতামাতা

ভ্রাতা পুত্র স্নহদের

জানিবে সংযোগ ;

সুবিজ্ঞ পণ্ডিত জন

জানিয়া এ সার কথা

করে কি গো শোক ?

মন ।—(সানন্দে) দেবি ! বৎসের কথাই ঠিক—ওর কথা শুনে :—

নবীন-যৌবনা নারী,

মধুপ-রক্ষারী ক্রম,

প্রফুল্ল নব মলিকা—

সুসজ্জিত মন্দ সমীরণ ;

—উদাত্ত বিবেক-বলে দূর হয়ে তমোরানি—

মৃগ ভূকিক্যুর প্রায়

এ সমস্ত দেখি গো এখন ॥

সর।—বৎস ! তা হলেও, গৃহী ব্যক্তির ক্ষণকালও অনাশ্রমী হয়ে থাকতে নেই ; অতএব, আজ থেকে নিবৃত্তিই তোমার সহধর্মিণী হোন ।

মন।—(সলজ্জ) বে আজ্ঞে দেবি ।

সর।—দেখ বৎস ! শম, দম, সন্তোষ প্রভৃতি তোমার পুত্রগণ তোমার সেবা করুক ; বম নিয়মাদি অমাত্যবর্গ তোমার সহচর হয়ে থাকুক ; তোমার অর্থে পুত্র বিবেক তোমার অনুগ্রহে উপনিষৎ দেবীর সহিত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হোক ; মৈত্রী, দয়া, ক্ষমা, তিতিক্ষা, এই যে চার ভগিনী—এদের ভগবতী বিষ্ণুভক্তি পরিচারিকা করে' তোমার নিকটে পাঠিয়েছেন—এদের উপর তুমি প্রসন্ন থেকে ।

মন।—ভগবতি ! আপনার সমস্ত আজ্ঞাট শিরোধার্য্য । (সহর্ষে পদ-তলে পতন)

সর।—বৎস ! তুমি বম, নিয়ম, আসন, প্রাণারাম প্রভৃতির প্রতি সাদর দৃষ্টি রাখো ; আর, তোমার সঙ্গে এদের রেখে চিরকাল সাম্রাজ্য ভোগ কর । তুমি সুস্থ থাকলে, কেন্দ্রজ পুরুষ আত্মাও প্রকৃতিস্থ হবেন । কেন না :—

ভব সঙ্গবশে আত্মা জন্মমৃত্যুজরায়ুক্ত

ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তি লভি'.

—এক, নিত্য, হইয়াও— ধরে বহুমূর্ত্তি, বধা

সাগর-তরঙ্গে দেব রবি ।

বহির্বিষয়িনী বুদ্ধি সংহারিয়া কোন মতে

পার' যদি করিতে গো তুচ্ছীরে ধারণ,

তাহলে লভিবে আত্মা

প্রগাঢ় সহজানন্দ

—মুখচ্ছারা ধরে বধা স্বচ্ছ দরপণ ॥

আচ্ছা এখন তবে, জ্ঞাতীদের তর্পণের নিমিত্ত ভাগীরথী-জলে অব-
তরণ কর ।

মন ।—যে আক্ষে দেবি !

(সকলের প্রস্থান)

ইতি বৈরাগ্যোৎপত্তি নামক পঞ্চম অঙ্ক ।

ষষ্ঠ অঙ্ক ।

শান্তির প্রবেশ ।

শান্তি ।—মহারাজ বিবেক আমাকে এইরূপ আদেশ করলেন, “দেখ
শান্তি, তুমিতো জান :—

মনের তনয়গণ হইলে নিঃশেষ,
মহামোহ পলাইল হয়ে নিরুদ্ধেশ ।
বৈরাগ্যকে পেয়ে মন প্রশান্ত হুস্থির,
পঞ্চক্লেশ আর তারে না করে অধীর ।
সে আত্মা-পুরুষ এবে হয়ে মুক্তদ্বার
তত্ত্বজ্ঞান চারিদিকে করিছে বিস্তার ॥

অতএব তুমি উপনিষৎ দেবীকে অমুনয় করে’ শীঘ্র আমার নিকটে
নিরে এসো ।”

একি ! আমার মা শ্রদ্ধা কি একটা কথা বলতে বলতে এই দিকেই
আসুচেন যে ।

শ্রদ্ধার প্রবেশ ।

শ্রদ্ধা ।—আহা ! আজ অনেক দিনের পর মহারাজ বিবেকের রাজধানী
দেখে আমার চক্ষু অমৃত-রসে পূর্ণ হল ।

অসাধুর দণ্ড বেধা,

পূজ্য বেধা যম-আদিগণ,

—আর করে বশবর্গ

জগৎ-পতিরে আরাধন ॥

শাস্তি ।—(নিকটে আসিয়া) মা ! তুমি কি-একটা কথা বলতে বলতে কোথায় যাচ্ছ ?

প্রহ্লা ।—বৎসে ! “অসাধুর দণ্ড যেথা” ইত্যাদি ।

শাস্তি ।—মা ! এখন মনের প্রতি সেই জগৎ-পতি আত্মার কিরূপ ভাব বল দিকি ?

প্রহ্লা ।—বধ্য ও নিগ্রহ-যোগ্য ব্যক্তির প্রতি যেরূপ ভাব হয়ে থাকে সেইরূপ !

শাস্তি ।—তবে কি প্রভু আত্মা স্বয়ংই স্বরাজ্য অলঙ্কৃত করবেন ?

প্রহ্লা ।—হাঁ তাই বটে ; কিন্তু মন যদি আত্মার অনুগত হয়ে থাকে, তা হলে, স্বরাজ্যের কেন, মনও সর্বরাজ্যের অধীশ্বর হতে পারে ।

শাস্তি ।—আচ্ছা, মায়ার প্রতি আত্মার কিরূপ অনুগ্রহ বল দিকি ?

প্রহ্লা ।—মায়ার প্রতি নিগ্রহের কথা জিজ্ঞাসা না করে’, অনুগ্রহের কথা কেন জিজ্ঞাসা করচ ? আত্মা, মায়াকে সকল অনর্থের বীজ জেনে, তাকে নিগ্রহেরই যোগ্য বিবেচনা করেন ।

শাস্তি —আচ্ছা, তাহলে এখন রাজকুলের অবস্থা কিরূপ ?

প্রহ্লা ।—শোনো বলি :—

“নিত্যানিত্য-বিচারণা”

“স্বমতির” সখী প্রণয়িনী ;

যম-আদি “মন”-মিত্র

—শম দম-আদি সখা গণি ;

মৈত্রী, দয়া, ক্ষমা-আদি, আর সে তিতিক্ষা

—ইহারাই জানিবে গো তাহার সেবিকা ;

“সুপ্তি-ইচ্ছা” আত্মার সে নিত্য-সহচরী ;

সবলে উচ্ছেদ-যোগ্য তাহার বে অরি

—তার মধ্যে সঙ্কল্প, মমতা, মোহ, ধরি ॥

শান্তি ।—আচ্ছা, এখন ধর্মের সহিত আত্মার কিরূপ প্রণয় ?

ব্রহ্মা ।—বৈরাগ্যের সংসর্গে এসে অবধি, আত্মা ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ ভোগাভিলাষেই বিরত হইবেচেন ।

পাপ-কল নরকেরে

যেক্রূপ করেন তিনি ভয়,

পুণ্য-কল স্বর্গাদিও

এবে তাঁর ভয়ের বিষয় ;

সকল কামনা-রাশি করি' বিসর্জন

পুণ্য-করমেও তাঁর নাহি এবে মন ॥

আর ধর্মও এখন ভাবচেন, আত্মার অন্তর্দৃষ্টি প্রবল হওয়ার তাঁর কার্য সিদ্ধি হয়েছে ; তাই, তিনিও এখন শিথিল-চেষ্টে হয়ে পড়েচেন ।

শান্তি ।—আচ্ছা, মহামোহ যেসকল যোগ-বিদ্যদের সঙ্গে নিয়ে লুকিয়ে ছিল, এখন তাদের সংবাদ কি ?

ব্রহ্মা ।—সেই হতভাগ্য মহামোহ দুর্দশাপন্ন হয়েও, সংসারিক স্রুথে আত্মাকে প্রলোভিত করবার জন্য, “মধুমতী” নামক সর্বভোগ-সিদ্ধির সহিত যোগ-বিদ্যদের আত্মার নিকট পাঠিয়েছিল । তাতে মহামোহের অভিপ্রায় এই যে, আত্মা এদের প্রতি অমুরক্ত হলে, বিবেক ও উপনিষদের কথা একবার চিন্তাও করবেন না ।

শান্তি ।—তার পর, তার পর ?

ব্রহ্মা ।—তার পর, তারা আত্মার নিকটে উপস্থিত হয়ে, কোন এক প্রকার ভেল্কি দেখিয়ে দিলে । তখন :—

শতেক বোজন হতে

পশিল আত্মার কানে

নানা দিক্ হতে নানা শব্দ আরাব ;

পুরাণ, ভারত, বেদ বাঙমর গাথা-আদি
 অশ্রুত হইলেও হ'ল আবির্ভাব ;
 ইচ্ছা-অনুসারে আত্মা সংযোজি' বিত্তক পদ
 কত শাস্ত্র, কত কাব্য
 করিল রচনা ;
 ভ্রমিল সকল লোকে, দেখিল গো অনারাসে
 মেরুস্থিত রত্নস্থলী
 —দীপ্তি অতুলনা ॥

এইরূপে আত্মা যখন “মধুমতী” সিদ্ধি লাভ করলেন, তখন স্রমেষ্ক বাসাভিমানিনী দেবতা-রূপধারিণী অঙ্গনারা তাঁকে ছলনা করে' এইরূপ বলতে লাগল :—“ওগো ! তুমি এইখানে এসো, এখানে জরা নাই, মৃত্যু নাই, এ স্থানটি স্বভাবতই রমণীয়। এই দেখ, বিবিধ-বেশ-বিলাসিনী রূপলাবণ্যবতী প্রণয়-মনোহারিণী বিদ্যাধরী-সকল মঙ্গলার্ঘ্য হস্তে করে' তোমার অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত। এখানে :—

কনক-সিকতাময়ী নদী বহমানা ;
 নারী সব ঘন-উরু, কমল-আননা ;
 • মরকত-মণি-দল শোভে বন-শ্রেণী
 পুণ্যার্জিত সর্ব-ভোগ ভুঞ্জহ এখনি” ॥

শাস্তি ।—তার পর—তার পর ?

শ্রদ্ধা ।—ক'সে ! এই কথা শুনে মায়া বলে, “আত্মার পক্ষে এ অতি প্লাবনীয়”, ;—মনও অনুমোদন করলে ; সঙ্কল্পও আত্মাকে উৎসাহ দিলে ; আত্মাও তাতে সম্মত হলেন ।

শাস্তি ।—(খেদ সহকারে) হা ধিক্ ! আত্মা আবার সেই সংসার-মায়া-জালে পতিত হলেন ?

শ্রদ্ধা ।—না না, তা নয় ।

শান্তি ।—তার পর, তার পর ?

প্রহ্লা ।—এই সময়ে আত্মার পার্শ্ববর্তী তর্ক, “মধুমতী”-প্রভৃতিদের প্রতি ক্রোধ-কষাঘ্নিত নেত্রে দৃষ্টিপাত করে, ‘আত্মাকে সম্বোধন করে’ এইরূপ বলেন :—প্রভো ! সভা-তর্কের দ্বার সমাপ্তি-রহিত এই সকল বিষয়ামিষ-লুপ্ত ব্যক্তিদের সংসর্গ ত্যাগ করুন। আপনি যে পুনর্বার বিষয়-রূপ অন্ধার-রাশির মধ্যে পতিত হয়েছেন, তা কি বুঝতে পাচ্ছেন না ? দেখুন :—

ভবসিদ্ধ তরিবারে

বহুদিন হতে যেই

যোগ-তরি করিলেন

অবলম্বন

তাহারে ত্যজিয়া এবে

মদ-বশে কেমনে গো

অন্ধারের নদী-মাঝে

হলেন মগন ?

শান্তি ।—তার পর, তার পর ?

প্রহ্লা ।—তার পর সেই কথা শুনে, “বিষয়দের মজল হোক—তাতে আমার প্রয়োজন নাই”—এই কথা বলে’ আত্মা মধুমতীকে উপেক্ষা করলেন ।

শান্তি ।—সাধু সাধু ! মা ! তুমি এখন কোথায় বাচ্চ ?

প্রহ্লা ।—প্রভু আত্মা আমাকে এইরূপ আদেশ করলেন, “আমি বিবেকের সহিত সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছি, তুমি শীঘ্র তাঁর কাছে যাও”—তাই আমি এখন মহারাজের নিকট বাচ্ছি ।

শান্তি ।—মহারাজও আমাকে উপনিষৎকে আনুভূতি আদেশ করেছেন ।

তা এসো, এখন আমরা প্রভুর আদিষ্টকার্য সম্পাদন করি ।

(প্রস্থান)

ইতি প্রবেশক ।

আত্মা পুরুষের প্রবেশ ।

অহুচর :—(চিন্তা করিয়া সহর্ষে) অহো ! ভগবতী বিকৃত্তির কি
মাহাত্ম্য ! তাঁর প্রসাদে আমি :—

ক্লেশের তরঙ্গ ঘোর হইয়াছি পার ;
করেছি মমতা-ভ্রম সব পরিহার ;
মিত্র কলত্র-আদি মকরের প্রাস আমি
করেছি লঙ্ঘন ;
নিভারেছি ক্রোধানল ; ভৃষ্ণা-লতা-পাশ সব
করেছি ছেদন ;
সংসার-সাগর ঘোর পার হতে আছে বাকি
অল্পই এখন ॥

উপনিষৎ ও শাস্ত্রের প্রবেশ ।

উপ ।—সখি ! বিনি ইতর লোকের জ্বর জ্বর বহুদিন হতে আমাকে
একলা ফেলে চলে গিয়েছিলেন, এখন কি করে' আমি সেই নির্দয়
স্বামীর মুখাবলোকন করব ?

শাস্তি ।—দেবি ! কেন তাঁকে ভর্ৎসনা করচেন ? তিনি অত্যন্ত বিপদে
পড়েছিলেন বলেই' আপনার' নিকটে আসূতে পারেন নি ।

উপ ।—সখি ! আমার কি হৃদ্রুদ্রা হয়েছিল তা তো তুমি দেখনি,
তাই এইরূপ বল্চ । শোনো তবে :—

হৃর্ভাগ্যবশত মোর কোন কোন অরসিক
পাপাত্মা হেথায় আসি'

—বিবেক থাকিলে দূরে— কতনা করেছে চেষ্টা
করিতে গো মোরে দাসী ।

বাহর কতন-মণি

করিয়াছে ভগন দলিত

লুটিয়া চুড়ার রত্ন

কেশ পাশ করেছে দুবিত ॥

শান্তি ।—দেবি ! এ সমস্ত মহামোহেরই হুশ্চেটা ; এতে মহারাজ বিবেকের কোন অপরাধ নাই । কেন না, ইতিপূর্বে সেই মহামোহই কামক্রোধাদির দ্বারা মনকে বুঝিয়ে বিবেককে দুরীভূত করে । আর দেখ, স্বামী কোন বিপদে পড়লে, তাঁর জন্ত প্রতীক্ষা করে' থাকাই কুলবধূদের নৈসর্গিক ধর্ম । এখন তবে আপনি দর্শন দিয়ে ও প্রিয় কথার আলাপ করে' স্বামীর ভুটিসাধন করুন । সম্ভ্রান্তি তাঁর সমস্ত শত্রু বিনষ্ট হয়েছে,—সমস্ত মনোরথ পূর্ণ হয়েছে ।

উপ ।—সিঁ! আমি যখন এখানে ফিরে এলেম, বাছা গীতা আমাকে এই কথা বলে যে, “তোমার স্বামী বিবেকের, ও তোমার শত্রুর আত্মাপুরুষের প্রেমের অহরূপ উত্তর প্রদান করে' তাঁদের তুষ্ট কর, তা হলেই প্রবোধের জন্ম হবে ।” কিন্তু এখন আমি গুরুজনদের সমক্ষে কেমন করে' ঘৃষ্টতা করি বল ।

শান্তি ।—নানা, তাঁর এই বাক্য অবিচারে আপনার পালন করা কর্তব্য । ভগবতী বিকৃতভক্তিও প্রবোধ-চক্রোদয়ের কথা, মহারাজ বিবেক ও আত্মাপুরুষের কাছে বলেছেন । এখন তবে নিজ স্বামী ও আত্মাপুরুষকে দর্শন দিয়ে আপনি তুষ্ট করুন ।

উপ ।—আচ্ছা প্রিয়সখি, তাই করব ।

(পরিক্রমণ)

রাজা বিবেক ও শ্রদ্ধার প্রবেশ ।

রাজা ।—প্রজা ! শান্তি কি আমার প্রিয়া উপনিষৎকে দেখতে পাবে ?

শ্রদ্ধা ।—মহারাজ ! শাস্তি তাঁর বাসের সন্ধান কেনেই তাঁর কাছে গেছে,
কেন তাঁকে দেখতে পাবে না ?

রাজা ।—কি করে' সন্ধান জানতে পারলে ?

শ্রদ্ধা ।—মহারাজ ! দেবী বিষ্ণুভক্তিতে একথা পূর্বেই বলেছেন যে,
উপনিষৎ-দেবী তর্কবিদ্যার ভয়ে, মন্দর-পর্বতে বিষ্ণু-মন্দিরে গীতার
সহিত বাস করতেন ।

রাজা ।—তর্কবিদ্যা হতে তাঁর আবার ভয় কিসের ?

শ্রদ্ধা ।—সে কথা তিনি নিজেই আপনাকে বলবেন । তবে আশুন মহা-
রাজ ! ঐ দেখুন প্রভু আত্মাপুরুষ আপনার আগমন প্রতীকার
নির্জ্বল স্থানে বসে আছেন ।

রাজা ।—(নির্জ্বলে গিয়া) প্রভো ! অভিবাদন করি ।

আত্মাপুরুষ ।—বৎস ! তুমি যে আমাকে প্রণাম করচ—এটা নীতি-
নিকট ; কেন না, তুমি জ্ঞান-বৃদ্ধ ; উপদেশদানে তুমি আবার পিতৃ-
স্থানীয় হয়েচ ।

পুরাকালে দেবগণ

ধর্মপথে হ'লে হতজ্ঞান,

বলিতেন পুত্রগণে

উপদেশ করিবারে দান ।

ধর্ম উপদেশকালে সেই পুত্রগণ

করিত গো পিতাদের পুত্র-সম্বোধন ॥

তুমিও এখন সর্বপ্রকারে পিতার ভায় আমাদের প্রতি ব্যবহার কর—
এইটাই ধর্ম-সঙ্গত ।

শাস্তি ।—দেবি ! ঐ দেখুন, প্রভু আত্মাপুরুষ মহারাজ বিবেকের সহিত
নির্জ্বলে বসে আছেন, ওঁর নিকটে গিয়ে প্রণাম করুন ।

উপ ।—(আত্মার নিকটে গমন)

শান্তি । প্রভো !—ইনি উপনিষৎ-দেবো, আপনার পাদ-বন্দনা কর্ত্তে এখানে এসেছেন ।

আত্মা ।—না না, উনি যেন আমাকে প্রণাম না করেন ; কেন না, 'আমাকে ভক্তজ্ঞান প্রদান করে' উনি আমার মাতৃতুল্য পূজনীয়া হয়েছেন । অথবা :—

কার অমুগ্রহ বেশি

—একবার কর যদি ধ্যান

—দেবী ও মাতার মাঝে

দেখিবে গো বহু ব্যবধান ;

মাতা সে মমতা পাশ করেন বন্ধন,

আর দেবী সেই পাশ করেন ছেদন ॥

উপ ।—(বিবেককে দেখিয়া নমস্কার করিয়া দূরে উপবেশন)

আত্মা ।—মা ! বল দিকি এতদিন কোথায় কাটালে ?

উপ ।—প্রভো !

মঠের চত্বর-আদি

আর যেথা যত আছে

শূন্ত গর্ভ দেব-নিকেতন ।

—সেই সব স্থানে আমি

মুখর মূৰ্খ-সনে

করিমু গো দিবস যাপন ॥

আত্মা ।—আচ্ছা, তারা কি তোমার নিগূঢ় তত্ত্ব জানে ?

উপ ।—না না—কিছুমাত্র না ।

মম বাক্য তর্ক তারা

না করি বিচার যথাযথ

—জাবিড়-দ্বী উক্তি-সম—

ব্যাখ্যা করে নিজ ইচ্ছামত ॥

তাই আমার মনে হয়, পরের অর্থ গ্রহণই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ।
 আত্মা ।—তার পর, তার পর ?

উপ ।—

পশ্চিমধ্যে একদিন দেখিলাম যজ্ঞবিদ্যা
 আছেন বেষ্টিত *
 কৃষ্ণাজিন, অগ্নি, কাষ্ঠ যজ্ঞ পণ্ড, সোমলতা,
 যজ্ঞাদি-সহিত ;
 কর্ণকাণ্ড করিতেছে
 উপদেশ কার্যের পদ্ধতি,
 আর তিনি শুনিছেন
 হইয়া গো সমুৎসুক অতি ॥

আত্মা ।—তার পর, তার পর ?

উপ ।—তার পর আমি ভাবলেম, এই পুস্তক-ভার-বাহিনী যজ্ঞবিদ্যা
 কি আমার তত্ত্ব জান্তে পারবে ?—আচ্ছা, এঁর সঙ্গেই নয় কিছুদিন
 কাটান যাক ।

আত্মা ।—তার পর ?

উপ ।—তার পর, আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হলে, তিনি আমাকে
 বল্লেন, “ভদ্রে ! তুমি কি মনে করে’ আমার কাছে এসেছ ?” আমি
 উত্তর করলেম “আমি অনাথা, আপনার সহিত বাস করতে ইচ্ছা
 করি ।”

আত্মা ।—তার পর, তার পর ?

উপ ।—তিনি বল্লেন, “তুমি এখানে থেকে কি করবে ?” আমি
 বল্লেম :—

বীহা হতে হয় এই বিশ্বের উদয়,
 বীহাতে করয়ে ক্রীড়া, বীহাতে হয় লয় ;

বীহার প্রকাশে তার জগৎ-সংসার,
 যিনি গো সহজানন্দ তেজের আধার,
 অক্রিয় শাস্ত শাস্ত সর্বভূতেশ্বর,
 পুনর্জন্ম এড়াইতে যোগী কৃতী নর
 বৈত-অঙ্ককার-রাশি করি' অতিক্রম
 বীর মধ্যে ধ্যান-যোগে করেন মগন
 —আমি সেই পুরুষেরে করিব কীর্তন ॥

যজ্ঞবিদ্যা চিন্তা করে' বলেন :—

অকর্তা পুরুষ যে গো
 জীবর সে হইবে কেমন ?
 ভব-পাশছেদী—ক্রিয়া,
 —তত্ত্বজ্ঞান নহে কদাচন ।
 শাস্ত্রমনা জন তাই
 মুক্তিপ্রদ ক্রিয়া-কর্ম করি',
 করে সদা অভিলাষ
 বাচিতে গো শতবর্ষ ধরি ॥

অতএব, আমার বিবেচনার এখানে তোমার থাকবার প্রয়োজন নাই ;
 তবে যদি পাপ-পুণ্যের কর্তা ও ভোক্তা জীবাত্মার স্তব স্তুতির ওস্তাদ এখানে
 কিছুকাল থাকতে ইচ্ছে কর, তাহা হইলে কোন দোষ দেখি নে ।

রাজা ।—(উপহাস-সহকারে) কি আশ্চর্য্য ! যজ্ঞকুণ্ডের ঘোঁরাই
 তাঁর ঘৃষ্টি আচ্ছন্ন করে সেই সঙ্গে তাঁর বুদ্ধিও দ্বিগুণ দেখি' লোপ
 পেরেছে ; নৈলে তিনি এরূপ কুতর্ক করবেন কেন ?

লোহ বধা স্বভাবত

অচেতন—নিজে নাহি চলে ;

চুষকের কাছে থাকি’

সঞ্চালিত হয় তারি বলে ;

—বিশেষ্বর-উচ্ছাবলে হইয়া প্রেরিত

মায়াই জগৎসবে করে প্রসারিত ;

—ঈশ্বরের ঐশীশক্তি মায়াতেই স্থিত ॥

অতএব :—

তম-অন্ধজনদের ঈশ্বর গো দৃষ্টি,

অজ্ঞান-প্রভব আর এ সমস্ত সৃষ্টি ;

যজ্ঞবিদ্যা নাশিবেন অজ্ঞানান্ধকার ?

—তম দিয়া তমোনাশ ইচ্ছা দেখি তাঁর !

স্বভাবত নীলবর্ণ

তমোময় এ সপ্ত ভুবন

করেন প্রকাশ যিনি

—তাঁরে জানি’ সুবিধান জন

মৃত্যু অতিক্রম করে

—মুক্তি-পছা নাহি অন্ত কোন ॥

আত্মা ।—তার পর, তার পর ?

উপ ।—তার পর যজ্ঞবিদ্যা। একটু চিন্তা করে’ এই কথা বলেন :—“দেখ
সখি ! আমার ছাত্রগণ তোমার সংসর্গে থাকুলে বাসনা পরিত্যাগ
করে’ কর্মকাণ্ডে লগ্নাদয় হবে। অতএব তুমি প্রসন্ন হয়ে অন্ত
কোন অভিলষিত প্রদেশে যাও ।

আত্মা ।—তার পর ?

উপ ।—তার পর, আমি তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেম !

আত্মা ।—তার পর ?

উপ।—তার পর, কর্ণকাণ্ডের সহচরী মীমাংসার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হ'ল ।

শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণাদি থাকি' তাঁর অঙ্গুগত
করিছে নির্দেশ :—

কি প্রকারে কর্ণ-ভেদে হয় অধিকার ভেদ
বিশেষ বিশেষ ।

তিনিও সে সব কর্ণে
করিছেন নিজে সংযোজন

—উপদিষ্ট অভিনিষ্ট—

নানা অঙ্গ মনের মতন ॥

আত্মা ।—তার পর, তার পর ?

উপ।—তার পর, তাঁকেও জিজ্ঞাসা করার তিনি বলেন :—“তুমি এখানে থেকে কি করতে চাও ?” আমি বলি :—“বাহা হতে হয় এই বিশ্বের উদয়” ইত্যাদি ।

আত্মা ।—তার পর ?

উপ।—তার পর মীমাংসা, পার্শ্ববর্তী শিষ্যদের মুখে দিকে তাকিয়ে বলেন, “লোকান্তর-কলোপভোগযোগ্য জীবাত্মার সেবার জন্য একজন লোকের প্রয়োজন আছে বটে, অতএব এই উপনিষৎকেই সেই কার্যে নিযুক্ত করা হে:ক্। শিষ্যের মধ্যে কেউ কেউ এই কথায় ঋতুমোদন করলে, কিন্তু মীমাংসার হৃদয়-দেবতাস্বরূপ কুমারিলস্বামী নামে লঙ্কপ্রতিষ্ঠিত অপর একজন শিষ্য এই কথা বলেন :—
“দেবি! উপনিষৎ কর্ণ-কল-ভোক্তা জীবাত্মার উপাসনা করতে ইচ্ছা করেন না, ইনি অকর্ত্তা অভোক্তা পরমাত্মার উপাসনা করতে চান—তাই বলি, ইনি কর্ণকাণ্ডের উপযুক্ত নন।” এই কথা শুনে, অপর একজন শিষ্য, কুমারিলস্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন :—

লৌকিক পুরুষ—জীবাত্মা ছাড়া জৈবর নামে আর কেউ আছেন
কি ?” তখন কুমারিলস্বামী হেসে বলেন, আছেন বৈকি :—

জগতের চেষ্টা-আদি

একজন করেন দর্শন ;

হইয়া মোহেতে অন্ধ

নাহি দেখে অশ্রু একজন ।

একজন চাহে সদা করমের ফল,

অশ্রুজন ফলদান করেন কেবল ।

একজন কৰ্ম-ফলে হয়গো শ্রাসিত ;

অশ্রুজন শরীরের শাস্তা গো নিশ্চিত ।

নিঃসঙ্গ পুরুষ যিনি,—কেমনে বলনা—

তঁাহাতে কর্তার ভাব হয় সম্ভাবনা ?

রাজা ।—সাধু কুমারিলস্বামি ! সাধু কুমারিলস্বামি ! তুমিই বথার্থ
জ্ঞানী—দীর্ঘজীবী হও ।

দুই পক্ষী সহচর সখা পরস্পর

এক বৃক্ষ আলিঙ্গিয়া রহে নিরন্তর ।

• তার মধ্যে একজন সুপক পিঙ্গল-ফল

করেন ভক্ষণ ;

অশ্রু অনশন থাকি’ শুধু মাত্র তাহারে গো

করেন দর্শন ॥

আত্মা ।—তার পর, তার পর ?

উপ ।—তার পর আমি মীমাংসার নিকটে বিদ্যার নিরে প্রস্থান করলেম ।

আত্মা ।—তার পর ?—

উপ ।—তার পর, তর্কবিদ্যার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হ’ল । দেখ্‌লেম,

বহু শিষ্য তাঁর সেবার নিযুক্ত ।

কোন এক তর্কবিদ্যা,—“জীবাশ্মা ও জীৱর ভিন্ন”

—এ দ্বৈত-বিশেষ-বাদ করিছে কল্পনা ;

কোন এক তর্কবিদ্যা ছল, জাতি, আদি ভায়ে

বাদ বিতণ্ডা জল্প করিছে যোজনা ;

অল্প এক তর্কবিদ্যা প্রকৃতি-পুরুষ-ভেদ

করিছে রটনা,

মহৎ অহঙ্কার-আদি সৃষ্টি-ক্রম-ভঙ্গ সব

করিয়া গণনা ॥

আত্মা ।—তার পর, তার পর ?

উপ ।—তার পর, আমি তাঁদের নিকট উপস্থিত হ’লে তাঁরা আমাকে প্রশ্ন করায় আমি বল্লম :—“বাহা হ’তে হয় এই বিশ্বের উদয়” ইত্যাদি । তখন তাঁরা প্রকাশে উপহাস করে’ আমাকে বল্লেন :—আরে পাপিষ্ঠ বাচাল ! “পরমাণু হতেই বিশ্ব উৎপন্ন হয়েছে ; জীৱর কেবল নিমিত্ত-কারণ মাত্র ।” অপর তর্কবিদ্যাটি সক্রোধে বল্লেন :—“আরে পাপিষ্ঠ ! যেমন ছুঁধের বিকার দধি—সেইরূপ জীৱরকে কেন বিকারী বলে’ তুই দাঁড় করাচ্চিসু ?—নায়ে না, প্রকৃতিই জগৎ-উৎপত্তির প্রধান কারণ ।

রাজা ।—কি আশ্চর্য্য ! হর্ষবৃদ্ধি তর্কবিদ্যারা এও জানেন না যে, ঘটাদির ভায় সকল কার্য্যই প্রেমের কারণ হতে উৎপন্ন ;—পরমাণু-প্রাধান্তও আর একটা কিছুকে অপেক্ষা করে । তা ছাড়া :—

জল-প্রতিবিম্ব-চন্দ্র

অন্তরীক্ষ-গত-পূরী,

বগ্ন, ইন্দ্রজাল-আদি যেমন অলোক,

উৎপত্তি-ধ্বংশযুক্ত

সমস্ত জগৎ এই

উহাদেরি মত সব জানিবে গো ঠিক ।

এ আত্মা আমার বলি’

যতদিন হয় অনুমান,

না জনমে ততদিন

কাহার ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞান ।

তত্ত্বজ্ঞিতে রজত বোধ

—মাল্যে বোধ হয় ভুজঙ্গম ;

তত্ত্ববোধোদয় হ’লে

তবে ঘোচে এই সব ভ্রম ॥

ঈশ্বরে যে বিকার শঙ্কা করা হচ্ছে, সে মুক্তবধূর বিচিত্র বেশভূষার
তায়—তাতে প্রকৃত রূপের কোন অত্থখা হয় না, বেশেরই পরি-
বর্তন হয় মাত্র ।

অনুদিত জ্যোতি শাস্ত

আনন্দস্বরূপ যিনি

নিত্য-ব্যক্ত, নিরমল, নাহি অবয়ব,

—বিশ্ব-উৎপাদন-কার্য্যে

স্বরূপে বিকৃতি তাঁর

বল দেখি কি করিয়া হইবে সম্ভব ?

নীলোৎপল-দল-বর্ণ

মেঘরাজি সদা নভে

• হয় যে উদিত,

তাহাতে সে নভস্তল

—বল দেখি—কিছুমাত্র

• হয় কি বিকৃত ?

আত্মা ।—সাধু, সাধু ! বুদ্ধিমান বিবেকের বাক্যে আমি প্রীত হলেম ।

(উপনিষদের প্রতি) তার পর, তার পর ?

উপ ।—তার পর, তর্কবিদ্যারা সকলেই ক্রুদ্ধ হ’য়ে বলেন—“এ নাস্তিক-
পথাবলম্বিনী হয়ে বলচে কিনা, বিশ্বের লয়েতেই মুক্তি হয়—অতএব
একে শাসন করা আবশ্যক” । এই বলে’ ক্রোধভরে আমার প্রতি
তাঁরা ধাবিত হলেন ।

সকলে ।—(সজাসে)

উপ ।—তার পর, আমি স্বয়ং পলায়ন করে' দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করলেম । তার পর, মন্দর-পর্বতের উপকূর্থে মধুসূদন-মন্দিরের অনতিদূরে বখন এলেম তখন তারা আমার :—

বাহর কঙ্কণ-মণি

করিল গো চূর্ণ বিদলিত ;

লুটিয়া চুড়ার রত্ন

কেশপাশ করিল দূষিত ।

ছিন্ন মুকুতার হার হ'ল অপহৃত

অঙ্গ হ'তে বসনাদি হইল খণ্ডিত ॥

রাজা ।—তার পর ?

উপ ।—তার পর, গদা হস্তে কতকগুলি পুরুষ দেবালয় হতে বেরিয়ে এসে অতি নির্দয়ভাবে সেই তর্ক-বিদ্যাদেবের প্রহার করায় তারা দিগদিগন্তে পলায়ন করলে ।

সকলে ।—(সহর্ষে) সাধু, সাধু !

রাজা ।—তোমার প্রতি এরূপ অত্যাচার ভগবান বিশ্বাসাকী কখনই সহ্য করবেন না ।

আত্মা ।—তার পর, তার পর ?

উপ ।—তার পর, যেতে যেতে আমার পায়ের নূপুর খসে পড়ল—আমি তখন ভীত হয়ে গীতার আশ্রমে প্রবেশ করলেম । সেখানে বৎস গীতা আমাকে দেখে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে, মা মা বলে' আলিঙ্গন করে' আমাকে বসুতে বলেন, পরে সমস্ত বৃত্তান্ত আমার নিকটে অবগত হয়ে আমাকে বলেন :—“দেখ মা ! এতে হুঃখ কোরো না । বারা তোমার অগ্রমাণ করে' অহর সত্তা প্রচার করচে, জীষরই তাদের শাস্তিদাতা । ভগবানও তাদের সম্বন্ধে এইরূপ বলেছেন :—

সেই সব ধর্ম্মদেবী

অমঙ্গল জ্বর নরাধমে

দেই গো আত্মরী গতি

বারম্বার এ ভব-জনমে ॥

আত্মা ।—এখন যে ঈশ্বরের কণা বলেন, তিনি কে আমি জান্তে
ঠাচ্ছা করি । অমুগ্রহ করে' উত্তর দিন ।

উপ ।—(ঈষৎ হাসিয়া) যে জানে না এট আত্মা কে, তাকে কি বলে'
বোঝাব ?

আত্মা ।—(সহর্ষে) তবে কি আত্মাই ঈশ্বর ?

উপ ।—হাঁ, আত্মাই ঈশ্বর । দেখ :—

সে পুরুষ সনাতন

তোমা হতে নহে কিছু অল্প ;

নরোত্তম দেব হতে

তুমিও নহগো কিছু ভিন্ন ;

ভিন্নরূপে প্রতিভাত

কেবল সে অনাদি মায়ার,

স্বর্ঘ্য বধা হয় দ্বিধা

পড়িয়া গো জলের ছায়ায় ॥

আত্মা ।—(বিবেকের প্রতি) বৎস ! ভগবতী উপনিষদ্ দেবী যা বলেন
তার তাৎপর্য আমি সম্যক বুঝতে পারলেম না ।

দেহে দেহে আমি ভিন্ন, দেহাকারে অবচ্ছিন্ন,

জরা ও মরণ-ধরমী

—একিগো সম্ভব হয়— নিত্যানন্দ চিন্ময়

বলেন আমারে গো ইনি ॥

রাজা ।—পদার্থ-জ্ঞানের অভাবে আপনি বাক্যের অর্থ বুঝতে পারছেন না ।

আত্মা ।—আচ্ছা, কি করে' পদার্থ-জ্ঞান হয় তার উপায় আমাকে বল দিকি ।

রাজা ।—আচ্ছা, শ্রবণ করুন :—

ইনিই গো আমি—ইহা

পুনঃ পুনঃ করিয়া চিন্তন,

“ঘট-পট” ইনি নন

—মনে মনে করি বিবেচন

—এইরূপে বহির্বস্তু হইলে গো নয়,

চিদাত্মার জ্ঞান চিন্তে হইলে উদয়,

তখন গো! “তত্ত্বমসি”—“তিনি তুমি—তুমি তিনি”

—এই শ্রুতি-বাক্য পুন করিলে শ্রবণ

ব্যস্ত হইবেন সেই

শাস্ত জ্যোতি অপ্রকাশ

আনন্দ-স্বরূপ, ভব-ভীমর-মোচন ॥

নিদিধ্যাসনের প্রবেশ ।

নিদি ।—দেবী বিষ্ণুভক্তি আমাকে এইরূপ আদেশ করলেন :—“দেখ
বৎস ! তুমি আমার অভিপ্রায় বিবেক ও উপনিষৎকে গোপনে
ঝুঁকিয়ে দিয়ে আত্মার নিকটে থাকবে ।” (অবলোকন করিয়া)
এই যে, উপনিষৎ দেবী ও বিবেক আত্মার নিকটেই আছেন ; এই-
বার তবে তাঁদের নিকটে যাই । (নিকটে গিয়া উপনিষৎকে চুপি
চুপি) দেখুন দেবি ! দেবী বিষ্ণুভক্তি আপনাকে এই আদেশ
করেছেন :—“দেবতার! সঙ্কল্প-যোনি, মনেতেই তাঁদের সন্তান উৎ-
পত্তি হয় । আর, ধ্যানযোগেও আমি জেনেছি, তুমি অন্তঃসত্ত্বা
হয়েছ । তোমার গর্ভে বিদ্যানামে এক ক্রুরমতি কন্যা ও প্রবোধচন্দ্র
নামে একটি পুত্র বর্তমান । এখন তুমি সঙ্কল্পণী বিদ্যার দ্বারা
কন্যাটিকে মনেতে সংক্রামিত করে' ও পুত্রটিকে আত্মার নিকট সম-
র্পণ করে' আমার নিকট আসবে ।”

উপ ।—যে আজ্ঞে দেবি ! (বিবেকের সহিত প্রস্থান)

নিদি ।—(আত্মাতে গিয়া অবস্থিতি)

নেপথ্যে ।—আশ্চর্য্য ! আশ্চর্য্য !

উদ্ধাম অলস তেজে দশ দিশি উজলিয়া

তড়িতের সম

ভেদ করি' মনো-বন্ধ এই কল্পা সহসা গো

লভিয়া জনম

যোগ-বিয়গণে আর মহামোহে করি' প্রাস

হল অস্তধ্বান ;

—তখন গো জনমিল স্মরণ পুরুষ এই

প্রবোধ প্রিয়ান ॥

প্রবোধচন্দ্রের প্রবেশ ।

প্রবোধ ।—এক ব্যাপ্ত ?—একি গুপ্ত ?—উদিত না উৎসারিত ?

পরস্পরে অনুভূত

কিহা কালে রহে প্রসারিত ?

এই বা কি ?—ওই বা কি ?—এ সেই—না আর কিছু ?

—এট সব তর্ক, যার

আবির্ভাবে হয় অন্তর্হিত ;

যাহার গো অভ্যুদয়ে

ত্রিলোক প্রকাশ পায়

সহজ আলোকে,

—আমি সে প্রবোধচন্দ্র

উদিত হয়েছি হেথা

দেখুক গো লোকে ॥

(পরিক্রমণ করিয়া) এই যে আত্মা, এইবার তবে ও'র নিকটে যাই ।

(নিকটে গিয়া) ভগবন্ ! আমি প্রবোধচন্দ্র এখানে এসে উপস্থিত
হয়েছি—আপনাকে অভিবাদন করি ।

আত্মা ।—(স্নান সাহকারে) এসো বৎস ! আমাকে আলিঙ্গন কর ।

প্রবোধ ।—(তথা করণ)

আত্মা ।—(আলিঙ্গন করিয়া সানন্দে) কি আশ্চর্য্য ! তোমাকে দেখে
অন্ধকার দূর হয়ে যেন আমার মোহ-নিশা প্রভাত হল । দেখ :—

মোহ-তম বিনাশিয়া

ভাঙারে বিকল্প-নিদ্রা ঘোর

অপূর্ব প্রবোধচন্দ্র

উদয় হইল হেথা মোর ।

শান্তি, ধর্ম নিয়মাদি,

আর সে বিবেক, শ্রদ্ধা, মতি,

বিষ্ণু-আত্মারূপে সবে

শহিতেছে এবোগো ক্ষুরতি ।

আমিও গো সেই বিষ্ণু

—এই জ্ঞান লভিহু সম্প্রতি ॥

ভগবতী বিষ্ণুভক্তির প্রসাদে এখন আমি সর্বপ্রকারে কৃতার্থ হলেম,
এখন আমি :—

নাহি লভি' কারো সঙ্গ,

কারো সনে না কহিরা কথা,

কলাকল-অবিচারে

ব্রমণ করিয়া যথা তথা,

মুনি যথা সায়ংকালে

কোন গৃহে লয়েন আশ্রয়,

ভেদনি হয়েছি আমি

ত্যাগি ক্রোধ শোক মোহ ভয় ॥

বিষ্ণু ।—(সহর্ষে নিকটে আসিয়া) তোমাদেবক নিঃশত্রু দেখে, বহুকালের
পর আজ আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল ।

আত্মা ।—দেবীর অমুগ্রহ হ'লে দুর্লভ আর কি থাকতে পারে ?

(পদতলে পতন)

বিষ্ণু ।—(আত্মাকে উঠাইয়া) ওঠো বৎস ! বল, আর কি তোমার
প্রিয় কার্য করতে পারি ?

আত্মা ।—ভগবতি ! এর পর, আমার আর কিছুই প্রিয় নেই ।

কেন না :—

বিবেক কৃতার্থ আজি সমস্ত অরাতি-বন্দে

করি' প্রশমিত ;

আমিও নির্মল হয়ে, নিজ সদানন্দপদে

হু অধিষ্ঠিত ॥

তথাপি আমার এই প্রার্থনা :—

পঙ্কজ্য করে গো যেন

যথোচিত বৃষ্টি বরিষণ ;

প্রশমি' উৎপাত নানা

পালুন গো পৃথী নৃপগণ ;

তদ্বোদয়ে তম নাশি'

তোমা'রি প্রসাদে যোগিগণ

সমতা-আতঙ্ক-পঙ্ক

ভবসিদ্ধ করুন তরণ ॥

ইতি জীবন্যুক্তি নামক যষ্ঠ অঙ্ক ।

সমাপ্ত ।